পতি পরম দেবতা

BANGLADARSHAN.COM

বিমল মিত্র

॥পতি পরম দেবতা॥

॥এক॥

তা একথা সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে ঊর্মিলার দিকে একবার তাকালে চট্ করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

অনেকে বলে সত্যিই নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না যে এ রকম একটা মেয়ে সহরের এই অঞ্চলে কি করে আছে!

অবশ্য বংশমর্যাদা তার কম নয়। কিন্তু সে মর্যাদা ঊর্মিলাকে কোনও দিক দিয়েই উঁচুতে তুলতে পারেনি, কেবল দেহলাবণ্য গৌরবটুকু ছাড়া।

ঊর্মিলার বাবা নাকি ছিলেন খুব বড় একজন নামী লোক অর্থও ছিল প্রচুর। কিন্তু মায়ের দোষে ঊর্মিলা আজ এখানে।

ঊর্মিলা হঠাৎ এখানে এসে পা দেয়নি–তিন পুরুষ ধরে এরা আজ এখানে।

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলার দিদিমা ছিলেন গৃহস্থঘরের বধূ। সত্যিই তিনি বেশ সুন্দরী ছিলেন–তবে সেই সৌন্দর্যই হলো তাঁর কাল।

দূর সম্পর্কের এক দেবর নন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে উঠেছিল।

নন্দবাবু ছিলেন চিৎপুরে এক যাত্রাদলের অর্ধেক মালিক।

চিৎপুর অঞ্চলে তাই তাঁর প্রতিপত্তিও বেশ ছিল। বিবাহ তিনি করেননি। মাসতুতো দাদার স্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎ বেশ ভাব হয়ে গেলো, তাঁর রূপ দেখে নন্দবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

প্রথমে ঘনিষ্ঠতা, শেষে প্রেম...অবশেষে নিকটতম গোপন সম্পর্ক।

হঠাৎ একদিন নন্দবাবুর মাসতুতো দাদা অর্থাৎ সুলতার স্বামী ব্যাপারটা আঁচ করে ফেললেন।

তিনি দু চারদিন চেষ্টা করে হাতেনাতেই তাদের ধরে ফেললেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে নন্দবাবুকে গালাগালি দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। বললেন, কোনও দিন আর আমার বাড়ীর পথ পর্যন্ত মাড়াবি না, বংশের কুলাঙ্গার।

নন্দবাবু কোন কথা না বলে চুপচাপ বিদায় নিলেন।

তবে গোপন প্রেম জিনিষটা এমন যে একবার তা সুরু হলে তার নেশা পুরুষ নারী উভয়কে বিভ্রান্ত করে।

তাই হলো এদের ক্ষেত্রেও। সুলতা একদিন সন্ধ্যাবেলা গেল শীতলা মন্দিরে পূজো দিতে, কিন্তু পূজো দেওয়াটা আসলে একটা ছলনামাত্র, এই ফাঁকে সে দেখা করলে নন্দবাবুর সঙ্গে। নন্দবাবুর টেরিকাটা চুল, ধবধবে জামা কাপড় আর বড় বড় কথা সব শুনতে তার এত ভাল লাগত যে সে সর্বস্বের বিনিময়েও নন্দবাবুর মত লোকের সান্নিধ্যই কামনা করতো।

দুজন অনেক কথা হলো। অবশেষ নন্দবাবু বললেন, তোমার এত সুন্দর চেহারা সুলতা, তার মর্ম ওই পাজী নচ্ছার কি বুঝবে। তুমি যদি একে ছেড়ে লুকিয়ে চলে আস, আমি তোমাকে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ নারী করে তুলব। তোমাকে ফিল্মে চান্স দেব, তুমি চট্ করে নাম করে ফেলতে পারবে।

এমন প্রলোভনে ভুলতে সুলতার দেরী হলো না। তাছাড়া তখন সে নন্দবাবুর জন্যে সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত।

সেইদিনই সুলতা গভীর রাত্রে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল রাত প্রায় এগারোটার সময়। সঙ্গে নিল কয়েকটা শাড়ি ব্লাউজ আর নগদ গোটা পঞ্চাশ টাকা। গায়ে গহনাও নেহাৎ মন্দ ছিল না, তা ভরি পনেরো ত হবেই।

নন্দবাবু তাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন তাদের অপেরা পার্টির পাশের ঘরে। কটি ছেলে যাত্রা দলে ‘সখী’ সাজত আর রাতের বেলা অধিকারীকে লুকিয়ে বিড়ি টানত তারাই শুতো এই ঘরটায়। কিন্তু নন্দ বাবুর টাকাতেই দল চলে, এইজন্য পার্টনার তাঁর কথায় ওঠেন বসেন।

BANGLADARSHAN.COM

নন্দবাবু তাই তাদের সেদিন রাতে বারান্দায় শোবার ব্যবস্থা করে ছোট ঘরখানায় সুলতাকে থাকতে দিলে।

সুলতা চুপচাপ বসে বসে পাশের ঘর থেকে ভেসে-আসা রাজাবাদশাদের ‘একটো’র গর্জন শুনতে শুনতে ভাবতে লাগল, কাজটা সত্যিই সে ভাল করল কিনা।

কিন্তু যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই। গৃহত্যাগ করার আগে যে স্বামীকে সর্বদা ভয়াবহ ও পাষণ্ড বলে মনে হত, আজ তার জন্যেই যেন কান্না ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল সুলতার মনের মধ্যে। আর কোন দিনই হয়ত তার সঙ্গে দেখা হবে না।

আজ তাঁকে দেবতা বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে সুলতার। এই স্বামীকে সে কত প্রবঞ্চনা করেছে। কত ঠকিয়েছে তাঁকে আর সে ভাবতে পারছে না।

রাত প্রায় একটায় নন্দবাবু এল সুলতার ছোট ঘরে। তার চোখ টকটকে লাল। সুলতা বুঝতে পারল যে সে প্রচুর পরিমাণে পানীয় সেবন করেছে।

ততক্ষণে সুলতার মনটা যেন বিরক্তিতে ভরে উঠল। সে বললে, কোন ভাল ঘর কি পেলে না, এ কোন হতচ্ছাড়া জায়গায় এনে ফেললে আমাকে।

নন্দবাবু হেসে বললেন, রাগ করিস না সখি–শোন আমার কথা, মোর প্রাণে লেখা শুধু তোমার বারতা!

বেশ সুর করে বললে কথাগুলা। তারপর সুলতাকে জড়িয়ে ধরে হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ তার মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

সুলতা কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। তার পতন হলো কিন্তু তবু স্বামীর কথাটা বার বার তার মনের মধ্যে দোলা দিতে লাগল। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো।

কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনার প্রশমন হলে নন্দবাবু গাঢ় নিদ্রার কোলে ডুব দিলেন। সুলতা জেগে জেগে চোখের জল ফেলে সেই সুদীর্ঘ রাত কাটাল।

যার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁকে এত ভাল লাগছে কেন? পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে কেন সুলতার?

কিন্তু তা আর হলো না। মাত্র কয়েকটা দিন–তারপরে সুলতা ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগল স্বামীর কথা। তখন নন্দবাবুই হয়ে উঠল তার সর্বস্ব–তার ধ্যান জ্ঞান।

BANGLADARSHAN.COM

একদিন নন্দবাবু বললে–কিগো একটো করবে নাকি ওই ফিল্‌মে?

সুলতা বললে–না বাবু, আমি ওসব পারব না।

–কেন? আমি ত এদিকে বলে কয়ে ঠিক করলাম। যাক্‌গে না কর তবে আর জোর করব না।

সুলতা হেসে বললে–তোমাকে পেয়েছি, আর কিছু চাই না।

নন্দবাবু বললেন–কিন্তু এখানে ত আর থাকা চলবে না। তোমার স্বামী তোমাকে চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। তোমাকে ঘরে আর সে নেবে না–তবে তোমাকে ধরে নিয়ে হয়ত খুব নির্যাতন করবে।

সুলতা ভয় পেয়ে বললে–তবে কি করা যায়?

–আমি ঘর একটা দেখেছি। সন্ধ্যাবেলা ওখানে নিয়ে যাব তোমাকে, কেমন?

সুলতা মৃদ হেসে শুধু ঘাড় নাড়ল–কোন কথাই বলতে পারলে না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নন্দবাবু ফিরল সঙ্গে একজন অচেনা লোককে নিয়ে। তাকে দেখেই সুলতার কেমন যেন ভাল লাগল না।

লোকটা ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছিল সুলতার দিকে। ধীরে ধীরে নন্দবাবু বললেন—তুমি জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিয়েছ ত সুলতা?

সুলতা বললে—কতদূর যেতে হবে?

—এই কাছেই।

সুলতা তৈরী হয়ে নন্দবাবুর সঙ্গে নিচে নামল। দুজনে রিক্সায় উঠল। নন্দবাবুর সঙ্গের লোকটি উঠল অন্য রিক্সায়। রিক্সা ছুটে চলল।

মিনিট কয়েক পরেই একটা গলির ভেতরে আধভাঙা বাড়ির সামনে এসে রিক্সা থামল।

নন্দবাবু আর সুলতা নামল একসঙ্গে। পাশেই নামল অচেনা ভদ্রলোকটি।

দরজার পাশে চার পাঁচটি মেয়ে অত্যন্ত কড়া ধরণের সাজগোজ করে রঙ মেখে দাঁড়িয়েছিল। সুলতা ওদের দিকে বার বার চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

নন্দবাবু ধমক দিলেন—এই ভেতরে চল না।

BANGLADARSHAN.COM

সুলতা ভয়ে ভয়ে ভেতরে গেল। দোতলায় একটা বেশ বড় ঘরের মধ্যে এনে সুলতাকে বসালেন নন্দবাবু। বেশ সাজান ঘর। বললেন—দেখছ, ঘরটা কেমন সুন্দর!

সুলতা একথার কোন জবাব না দিয়ে বললে—নিচে যে মেয়েদের দেখলাম ওরা কারা?

নন্দবাবু হেসে বললেন—ওরা সব এক্‌টো করে। তুমি ত আর করতে রাজী হলে না। যাক্‌গে আমি চলি। তুমি থাক এখানে—আমি একটু পরে ফিরব' খন।

নন্দবাবু বেরিয়ে গেল। সুলতা বাধা দিতে যাচ্ছিল—কিন্তু কি ভেবে চুপ করল। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল নন্দবাবু বাইরে অপেক্ষমান অচেনা লোকটির সঙ্গে কি সব কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

ওদের ভাবভঙ্গি সুলতার ভাল লাগল না। কিন্তু কিছু বলতেও পারলে না সে।

সেদিন রাত প্রায় দশটায় একজন দাসী মেয়ে এসে বললে—কি খাবে গো নতুন মেয়ে?

সুলতার মন ভাল ছিল না বললে—এখন কিছু খাব না। আগে বাবু ফিরে আসুক।

—কোন্ বাবু গো? সেই নন্দবাবু?

—হুঁ।

–উনি আর এখন ফিরবেন না। উনি ত তোমাকে রেখে টাকা পয়সা সব মিটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। ছি ছি, কি আক্কেল এই লোকটার। তোমার মতন এমন সোনার পিতিমেকে মাত্তর পাঁচশো টাকায় বেচে দিলে। একটু চেষ্টা করলে দুই তিন হাজার পাওয়া যেতো। যাক্‌গে বাপু, অত কথায় আমার কাজ কি।

বকতে কক্‌তে মেয়েটা চলে গেল।

যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে বলে গেল–তুমি আবার যেন পালাবার চেষ্টা ক'রো না নতুন মেয়ে। নিচে পাহারা আছে। পালাবার চেষ্টা করলে ধরে এনে বাড়িউলি আর তার ওই ছেলেটা–যাকে নন্দর সঙ্গে দেখলে, দুজনে হাণ্টার পেটা করবে।

সুলতা বিছানার উপরে শুয়ে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল।

BANGLADARSHAN.COM

॥দুই॥

দিন কাটে যথানির্দিষ্ট নিয়মে।

আর পাঁচটা মেয়ের জীবন পতিতালয়ে যে ভাবে কাটে ঠিক তেমনি কাটতে লাগল সুলতারও।

প্রথম প্রথম দু একজন ধনীসন্তান এসে আশ্বাস দিত,–তোমার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ। তোমাকে আমি বিয়ে করে নিয়ে যাব এখান থেকে। সুন্দর একটা বাড়ি কিনে তোমাকে নিয়ে থাকব। তোমার মত মেয়ে এখানে শোভা পায় না।

সুলতা বিশ্বাস করত ওদের কথা।

কিন্তু দু চারদিন নিয়মমত ওর ঘরে এসে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা আর স্ফূর্তি করে ওরা প্রত্যেকেই চলে যেত নতুন ফুলের মধু খেতে। কেউ আর ফিরেও আসত না।

কিছুদিন কাটার পর সুলতা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারল এ বিরাট দুনিয়ার তার কেউ নেই, শুধু টাকা ছাড়া। তাই সে যত পারে মিশে আগন্তুকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে–আর তাদের অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

সুলতা বুঝল বেশ স্পষ্টই যে তার জীবনটা জ্বলে গেছে–পুড়ে গেছে–নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ভালবাসা তার কাছে শুধু একটা মিথ্যা অভিনয়। প্রতি রাতেই তাকে নিত্য নতুন অতিথির জন্যে ভালবাসার ডালি সাজাতে হয়।

এমনি কি কত টাকা পেলে কতটুকু ভালবাসার অভিনয় করতে হবে–তা পর্যন্ত তার মুখস্থ হয়ে গেল।

সুলতা সবচেয়ে অবাক হয়ে দেখল যে নৈশ অতিথিরা এক মাস আসুক, দশদিন আসুক বা মাত্র এক রাতের জন্যেই আসুক প্রত্যেকেই বলে–তোমায় ভালবাসি।

শুধু বলে নয়, সুলতাও ঠিক এইভাবে বলবে এইটাই তারা আশা করে।

নিত্য নতুন লোককে যে একটা মন নিয়ে ভালবাসা যায় না তা জেনেও সুলতা এমন নির্ভুল ভঙ্গিতে ভালবাসার অভিনয় করে যায় যে তা দেখে ওরা সন্দেহমাত্র করতে পারে না।

কিন্তু কাউকেই ভালবাসে না সে। সে একজনকে সত্যিকারের ভালবাসে তার এই বিপদ সেই নন্দবাবুকে মনে মনে অভিশাপ দিতে দিতে সে শুধু নিত্য নতুন ভালবাসার নির্ভুল অভিনয় করে চলে।

BANGLADARSHAN.COM

এম্‌নিভাবেই দিন কাটে।

একটিমাত্র মেয়ে হয় সুলতার। মেয়েটি যে কার সন্তান তাও সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তবে সন্তান যখন জন্ম নিল তখন যথারীতি তাকে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করল সে।

এই মেয়েটিই হলো ঊর্মিলার মা রমলা।

রমলাকে আঠারো বছরের রেখে সুলতা মারা যায়। রেখে যায় হাজার দশেক টাকা আর কিছু গহনা।

এইটুকু পুঁজি সম্বল নিয়েই রমলা তার যৌবনের পসরা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে।

সুলতা বেশ ভাল করেই রমলাকে এই শিক্ষাটা দিয়েছিল যে পতিতাদের কখনও কাউকে ভালবাসতে নেই! ভালবাসা মানেই পতিতার জীবনে চূড়ান্ত মৃত্যু।

রমলা কথাটা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল।

আর একটা জিনিস রমলাকে শিখিয়েছিল সুলতা–তা হলো নাচ-গান।

বিভিন্ন আসরে রমলা সুন্দর নাচত–বাইরে বাইরেও অনেক সময় সে ঘুরত–বিভিন্ন জায়গা থেকেও নাচগানের বায়না পেত।

সুন্দর কণ্ঠ ছিল তার! এক এক রাতে একশো দেড়শো টাকা পর্যন্ত উপায়ও করেছে রমলা।

কি করে বাইজীদের মতো 'তসলিম' জানিয়ে টাকা নিতে হয়–কি করে গানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে নির্ভুল মুদ্রা সহযোগে নাচতে হয় সব সে অভ্যাস করেছিল। তাই বেশ অল্পদিনের মধ্যেই সে বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে নিতে শুরু করল।

চারদিকে তার নাম বেশ ছড়িয়ে গেল।

কিন্তু তবু মায়ের নির্দেশমত ঠিক চলতে পারল না রমলা। সে একটা কাজ করে বসল হঠাৎ। সুদর্শন একজন ধনী রাজনৈতিক কর্মিকে সে হঠাৎ ভালবেসে ফেলল অজ্ঞাতেই।

ঘটনাটা একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ।

রমলা একবার মুজরো করতে গিয়েছিল বর্ধমানের রাজবাড়ীতে সেখানে কি একটা উৎসব ছিল। রাজবাড়ীতে অনেক গণ্যমান্য লোকও এসেছিল উৎসব উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

বিকেলে মাঠে অনেক লোক জমায়েত হলো। কয়েকজন বক্তৃতা দিলেন। তারপর একজন সুদর্শন যুবক উঠে দাঁড়ালে সবাই জোরে হাততালি দিয়ে উঠল।

ইনিই বিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মি অশোক সেনগুপ্ত।

অশোক নিজের রচিত একটা সুদীর্ঘ বিপ্লবাত্মক কবিতা বেশ উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করলে।

আবার হাততালি। সকলে চীৎকার করে উঠল আর একটা আবৃত্তি শোনান দাদা।

অশোক আবৃত্তি করলে নজরুলের বিখ্যাত কবিতা:

বল বীর
চির উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখব হিমাদ্রির।
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভুলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি শেষ হলে আবার হাততালির রোল উঠল। অশোক বসে পড়ল। তারপর শুরু হল রমলার গান।

অপূর্ব কণ্ঠ! তার সে গান শুনতে শুনতে দর্শকেরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

গানের পরেই সুরু হলো নাচ। নৃত্য গীতে রমলা সকলকে একে বারে বিমুর্ষ করে ফেললে।

নৃত্য শেষে যখন তস্‌লিম জানিয়ে রমলা প্রত্যেকের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিল—তখন অশোক হঠাৎ একখানা দশ টাকার নোট তার হাতে তুলে দিল।

রমলা তাকাল অশোকের দিকে।

তার চোখে যে কি ছিল তা জানি না, তবে সেই দুটি চোখের দৃষ্টি অশোকের সারা মনকে যেন প্রচণ্ড বেগে দুলিয়ে দিলে।

নাচের পর রাজবাড়ীর ভেতর দুজনের মধ্যে পরিচয় হলো।

রাজা অশোকের বন্ধুস্থানীয়। অশোক রাজনীতি করলেও সে বেশ ধনীর ছেলে—বাবা প্রচুর টাকা রেখে গেছেন। রমলার সঙ্গে পরিচয় হলে রমলা নমস্কার জানিয়ে বললে—কোল্‌কাতায় যখন মাঝে মাঝে যান—তখন যাবেন না গরীবের বাড়িতে। ছয় নম্বর বাড়ি, নিশ্চয় মনে থাকবে আপনার। রাস্তার নামও সে বলে দিলে।

BANGLADARSHAN.COM

অশোক ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ। আপনার নিমন্ত্রণ আমার মনে থাকবে। নাম্বারটা খাতায় লিখে রাখলাম।

তারপর দীর্ঘ একটি বছর কেটে গেল।

রমলা কোলকাতায় ফিরে এসে সব কথা প্রায় ভুলেই গেছিল। এমন সময় হঠাৎ এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় একটি ট্যাক্সি এসে থামল রমলার বাড়ির সামনে। ট্যাক্সি থেমে নামল লম্বা রেনকোট পরা একজন লোক।

নম্বর মিলিয়ে রমলার বাড়ীতে প্রবেশ করলো লোকটি।

রমলা এগিয়ে এসেই অশোককে দেখে বিস্মিত হলো ও আনন্দিত হলো।

দুজনের পরিচয় গাঢ় হলো। রমলার দুখানা গান শুনে অশোক বিদায় নিলে। জীবনে এই প্রথম রমলা অতিথিকে গান শুনিয়ে টালা নিলে না। অশোক অবশ্য টাকা দিতে গেছিল, রমলা হেসে বললে—সবার কাছে টাকা নিই না। আপনি মাঝে মাঝে সময় পেলে দয়া করে আসবেন। টাকার বদলে না হয় আমাকে দু' একটা কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দেবেন, কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে অশোককে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা রমলার ছিল না। কিন্তু অশোকের কি একটা জরুরী কাজ ছিল। পরদিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বিদায় নিল।

এমনি করে একদিন, দুদিন, তিনদিন–তারপর প্রায় নিয়মিত আসতে লাগল অশোক। পরিচয় ধীরে ধীরে দুজনের অজ্ঞাতেই গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হলো। সে প্রেমের বন্ধন এমন দৃঢ় হলো যে অশোক কিছুদিন একটানা রমলার বাড়ীতেই কাটাল।

প্রথম প্রেমের গভীর আবেগ একটু কমলে অশোক একদিন রমলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বর্ধমান চলে গেল।

মাঝে মাঝেই তাকে অবশ্য আসতে হয় কোলকাতায়–তাই রমলা কিছুদিন পর পরই অশোকের দেখা পেত।

এইভাবে ভালবাসা গাঢ় প্রেমে রূপান্তরিত হলো আর সেই প্রেমের ফলই হলো রমলার মেয়ে ঊর্মিলা।

কিন্তু এত আনন্দ রমলার ভাগ্যে বেশিদিন সহ্য হলো না।

হঠাৎ একদিন সকালে সে দেখতে পেল সংবাদপত্র ছাপা হয়েছে বিখ্যাত দেশকর্মী অশোক সেনগুপ্তের মৃত্যু।

লক্ষ্ণৌতে কি একটা রাজনৈতিক কাজে গিয়েছিল অশোক। সেখান থেকে অসুস্থ অবস্থায় বর্ধমানে ফিরে যায়। কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু ঘটে।

অশোকের মৃত্যুর সময় ঊর্মিলার বয়স মাত্র দেড় বছর।

খবরটা পড়ে রমলা খুব কাঁদল। কিন্তু ভগবানের বিধানের উপরে ত আর মানুষের কোনও হাত নেই। তাই অগত্যা মনকে ধীরে ধীরে দৃঢ় করতে হলো।

BANGLADARSHAN.COM

রমলা মনে মনে স্থির সংকল্প করলো যে, সে জীবনে আর কাউকে ভালবাসবে না। তার ভালবাসা অভিশপ্ত। সত্যিকারের সে যাকে ভালবাসল, সে তাকে ছেড়ে চলে গেল চিরদিনের মতো।

সে আবার পূর্ণ উদ্যমে অর্থ উপার্জন আর ঊর্মিলাকে মানুষ করে তোলার কাজে মন দিলে।

ঊর্মিলার বয়স যখন মাত্র ছ'বছর তখন থেকেই পড়াশুনার সঙ্গে সুরু হলো তার সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা।

আর ঊর্মিলা ছিল অপূর্ব সুন্দরী। সবাই তাকে দেখে বলত–এ মেয়েকে এখানে মানায় না।

রমলা কিন্তু তাদের কথায় কান দিত না। সে জানত, এখানে যে মেয়ে জন্ম নেয়–তাকে সারা জীবন এখানেই কাটাতে হয়। কীটদষ্ট ফুলে কখনও বিগ্রহ-পূজা হয় না। তাই মিথ্যা অন্ধ মোহকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে মেয়েকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে হবে।

॥তিন॥

তা ঊর্মিলাকে সত্যিকারের মানুষ করেই তুলল রমলা।

নাচ গান ত শিখলই সে, সেই সঙ্গে শিখল লেখাপড়া। ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা করলো ঊর্মিলা।

ঊর্মিলার বয়স এখন প্রায় ঊনিশ-কুড়ি। কিন্তু তবু জাত ব্যবসাটা সে ছাড়তে পারেনি।

রমলার বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। তবু এখনও পাকা আমের মত তার গায়ের রঙ—রোজ সকালে সে রিকশা চেপে গঙ্গাস্নান করে আসে।

দুখানা বাড়ি কিনেছে রমলা—আর ব্যাঙ্কে টাকাও রেখেছে হাজার ত্রিশ।

তবে ঊর্মিলাকে বেশ ভাল করে শিখিয়ে দিয়েছে যে পারতপক্ষে জমানো টাকায় যেন সে হাত না দেয়।

লোকে বলে ঊর্মিলার ঘরে যে একবার পা দেয়, সে তার যথাসর্বস্ব সেখানে বিসর্জন না দিয়ে বেরোতে পারে না।

BANGLADARSHAN.COM

লোকে ঊর্মিলার জীবনের একটা ঘটনা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করে। ঘটনাটা সত্যি কিনা কেউ জানে না—তবে লোকের মুখে মুখে ঘটনাটা এমন পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে গেছে যে, সেটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

একবার নাকি এক ভদ্রলোক ঊর্মিলার বাড়ি এসেছিলেন নিজের গাড়িতে চেপে। বিরাট ধনীর ছেলে ছিলেন তিনি।

ঊর্মিলার সঙ্গে বেশ জমে গেলেন। রোজ সন্ধ্যায় আসতেন। তিন-চার দিন পর পর আসতেন তিনি—দেদার টাকা খরচ করতেন ভদ্রলোক।

তিন-চারদিন পরে একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে ঊর্মিলার কি নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হলো—ভদ্রলোক রাগ করে চলে গেলেন গাড়ি চেপে। ঊর্মিলা অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তাঁকে ফেরাতে পারল না।

তখন তার দুটি চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

তা দেখে রমলা বললে,—কিরে, তুই সামান্য একজন লোকের জন্যে চোখের জল ফেলছিস?—ছিঃ!

ঊর্মিলা চোখের জল মুছে ফেলে বলেছিল,—সে জন্যে ত আমি কাঁদিনি মা—আমি কাঁদছিলাম এইজন্যে যে লোকটা গাড়ি চেপে এলো—আবার গাড়ি চেপেই চলে গেল। ওর টাকাগুলো আমি নিতে পারলুম না, গাড়িটাও বিক্রি করাতে পারলুম না।

এই হলো ঊর্মিলা!

আর এই ঊর্মিলার সঙ্গে হঠাৎ কেষ্টা সাহার একদিন আশ্চর্যভাবে আলাপ হয়ে গেল।

কেষ্টা সাহার বাবা তামাক আর চিটেগুড়ের ব্যবসা করে হাজার পঞ্চাশ টাকা রেখে মারা যায়। বেলগাছিয়ার তাঁর দোকানটির মালিক হলো কেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক ব্যবসা কেষ্টর ভাল লাগল না। সে একদিন মোটা টাকায় দোকানটি বিক্রি করে দিল। তারপর নতুন কোন 'অ্যারিস্টোক্রাটিক' ব্যবসা করা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তা শুরু করে দিল।

মনের মত ব্যবসা চট করে পাওয়া গেল না।

এমন সময় কেষ্টর এক বন্ধু বললে–একটা ভাল ব্যবসা তোমায় বাতলে দিতে পারি কেষ্ট।

–কি রকম?

–তুমি জান যে যাত্রাপার্টিগুলো সারা বাংলাদেশে যাত্রা করে প্রচুর টাকা উপার্জন করে। আমি চাই এই যাত্রা ধরনের একটি থিয়েটার পার্টি গড়ে তুলতে। যাত্রা দলে ছেলেরাই মেয়ে সাজে–আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে টুরিং থিয়েটার পার্টি গড়ে তুলব। সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়িয়ে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করব।

কথাটা কেষ্টর মন্দ লাগল না। কিন্তু তেমন স্মার্ট ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়!

BANGLADARSHAN.COM

কেষ্টর বন্ধু হেসে বললে,–মেয়ের আবার ভাবনা কি! তুমি আমার সঙ্গে চল একদিন–আমি তোমাকে গাদা গাদা মেয়ে দেখিয়ে দেবো। তুমি তার মধ্য থেকে ভাল দেখে তিন-চারটি মেয়ে 'চয়েস, করে নেবে। কেমন?'

কেষ্ট হেসে বললে–হ্যাঁ, তা আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয় ভাই। তা কত টাকা লাগবে বল ত?

–বেশি নয়–হাজার পাঁচ-ছয় হলেই চলবে।

কেষ্ট তক্ষুণি রাজী হয়ে গেল। আর সেই সূত্রে মেয়ে খুঁজতে পরদিন এলো যে পাড়াতে, সে পাড়ায়ই ঊর্মিলার বাড়ি।

দু তিনটে মেয়ে অপছন্দ হবার পর কেষ্টর বন্ধু তাকে নিয়ে এলে ঊর্মিলার বাড়িতে।

কেষ্টর বন্ধু এর আগে দু একবার ঊর্মিলার কাছে এসেছিল। আজ হঠাৎ কেষ্টকে সঙ্গে দেখে জিজ্ঞাসা করলে কি ব্যাপার, আজ হঠাৎ দিনের বেলায় ওঁকে নিয়ে?

কেষ্টর বন্ধু অমরেশ ব্যাপারটা খুলে বললে ঊর্মিলাকে। বললে–তুমি যদি হিরোইন হও, প্রতি রাতে একশো করে টাকা তুমি পাবে।

ঊর্মিলা হেসে বললে–টাকার কথা পরে–আগে আমি পারব কিনা দেখুন।

বলেই সে হেসে উঠল খিল খিল করে।

একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল কেষ্ট। তার মনে হলো সারা জীবনে এমন মেয়ে বোধহয় সে কোনও দিন দেখেনি। এ হাসলে যেন সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে ওর চোখ, মুখ, সারাটা দেহ। সারা অঙ্গে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়!

অমরেশ বললে—আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই পারবে ঊর্মিলা, আর্টিষ্টিক টেস্ট তোমার আছে।

ঊর্মিলার ইঙ্গিতে একজন ঝি দু'কাপ চা আর কয়েকখানা বিস্কুট দিয়ে গেল।

চা খাওয়া শেষ করে অমরেশ বললে,—তুমি বস কেষ্ট, আমি আরও দু একটা মেয়েকে ডেকে আনি।

কেষ্ট বসল।

বসে বসে ঘরের সাজানো আসবাবপত্রগুলো দেখছে।

ঊর্মিলা বললে,—আমাকে আপনার পছন্দ হলো ত?

কেষ্ট বললে,—হ্যাঁ—

ঊর্মিলা আবার হেসে উঠে বললে,—শুনে খুব খুশী হলাম। আমার ভয় ছিল—আপনাদের যা উঁচু নজর—

কেষ্ট বললে,—সত্যি, তোমার মত মেয়ে যে এখানে দেখতে পাব তা আমি ধারণা করতেই পারিনি।

—তাই নাকি? যাক দেখলেন তো! নূতন একটা অভিজ্ঞতা হলো, কি বলেন?

BANGLADARSHAN.COM

কেষ্ট বললে,—তুমি আমাদের হিরোইন হবে—আর অন্য পার্টের জন্যে দু'তিনটে মেয়ে ব্যবস্থা হলেই হলো।

ঊর্মিলা বললে,—যাক, আপনি আবার আসবেন ত আমার এই গরীবখানায়?

—ইচ্ছা রইল।

—ভুলে যাবেন না ত? আপনাদের সব ধনীর খেয়াল ত—

কেষ্ট যেন কি কথা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় অমরেশ দু তিনটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কেষ্ট তাদের দিয়ে চেয়ে দেখল। ঊর্মিলার সঙ্গে-অবশ্য তাদের তুলনাই হয় না।

কেষ্ট বললে,—এদের ছোট-ছোট পাট অবশ্য দেওয়া চলবে।

অমরেশ ওদের বিদায় দিয়ে বললে,—চল কেষ্ট, এবারে আমরা যাই।

কেষ্ট বললে,—আচ্ছা তাহলে আজকের মতো আসি।

একখানা দশ টাকার নোট সে ঊর্মিলার দিকে দিল।

ঊর্মিলা ঘাড় নেড়ে বললো–উঁহু, অত সহজে টাকা আমরা নিই না।

–কিন্তু আমি এতটা সময়ের ক্ষতি করলাম তোমার–

–আচ্ছা, আবার যখন আসবেন তখন দেখা যাবে–

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ঊর্মিলা।

কেষ্ট মনে মনে ভাবতে লাগল, সত্যি এমন হিরোইন্‌কে পেলে তার দল চলতে বাধ্য।

অন্য সমস্ত মেয়ের সৌন্দর্য এর অনুপাতে একেবারেই ম্লান বলে মনে হলো তার কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

॥চার॥

পরদিন সন্ধ্যায় যখন আবছা ছায়া নামল পৃথিবীর বুকে, যখন পাণ্ডুর ম্রিয়মান একফালি চাঁদ দেখা দিল পূর্ব আকাশের কোণে, তখন কেষ্টর বার বার মনে হতে লাগল–ঊর্মিলার সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলে মন্দ হয় না।

কিন্তু ঊর্মিলা তাকে খারাপ ভাববে না ত? আচ্ছা, দেখাই যাক না কি বলে সে!

কেষ্ট বেশ পরিষ্কার করে মুখখানা সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ধুতি-আদ্দির পাঞ্জাবী পরে মুকে সামান্য স্নো পাউডার লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

বেরোবার সময় তার বৌ বীণা বললে,–কিগো, কোথায় চললে এই সন্ধ্যাবেলা?

ঊর্মিলাকে দেখার পর থেকেই বীণার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত বিরক্ত লাগছিল কেষ্টর। সে তাই বললে,–কোথায় আর যাব বল? নতুন একটা ব্যবসা খুলব ভাবছি–তাই যাচ্ছি–একটু বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। পাছে বীণা আরও প্রশ্ন করে, এই ভয়ে কেষ্ট হন হন করে বেরিয়ে পড়ল।

একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে রওনা হলো সে। ঊর্মিলার বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নামল।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দোতলায় গিয়ে দেখে ঊর্মিলা তখন চুল বাঁধছে।

একটু আগে কাপড় পাল্টেছে ঊর্মিলা মুখে পাউডার ঘষেছে, বেশভূষা করতে সে ব্যস্ত।

সেদিন দিনের বেলা যে ঊর্মিলাকে কেষ্ট দেখেছিল, এখন তার সৌন্দর্য যেন তার থেকেও অনেক গুণে বেশি মনে হলো।

ঊর্মিলা মধুর হেসে তাকে বসতে বললে। তারপর বেশভূষা শেষ করে বললে,—যাক্, ভোলেননি তাহলে?

—না ঊর্মিলা, অত সহজে কি তোমাকে ভোলা যায়?

—শুনে মনে বেশ আনন্দ লাগছে আমার। ভাবছিলুম একটু সিনেমা দেখতে যাবো, তা আপনার সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন একটু গল্পগুজব করা যাক্। কি বলেন?

কেষ্ট হাসল। কিন্তু হাসিটা তার যেন একটু নিষ্প্রভ বলেই মনে হলো। ঊর্মিলাকে সে যে আরও নিকটতর করে পেতে চায়।

—একটু আসছি। বসুন।

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা বাইরে বেরিয়ে গেল,—বোধ হয় চায়ের অর্ডার দিতে।

কেষ্ট ঘরের পাশে সংলগ্ন ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সামনে রাস্তা।

পথে পথে আলো জ্বলে উঠছে। চলেছে কত লোক।

হাওয়া বইছে দক্ষিণ দিক থেকে। চাই 'বেলফুল' বলে হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল একজন লোক।

একজন ঝাঁকড়া চুলো গুণ্ডাগোছের লোক সন্দেহজনক ভাবে তাকাতে তাকাতে চলে গেল গলির মধ্যে—পরনে গেঞ্জির ওপর চোঙা গোছের প্যাণ্ট। এখানে কোনও যোগ্য শিকার মিলবে না বলে সে অদৃশ্য হলো সংকীর্ণতর গলির মধ্যে। কোনও বেহেড মাতালকে দেখলেই জোর করে তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয় এরা।

ওধারে একটা মাতালবসেবসে অশ্লীল ভাষায় চীৎকার করে চলেছে। ওর একদিনের অতি আপনার প্রিয়তমা, যার কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে অনেক ভালবাসা ও কিনেছিল, সে নাকি আজকাল বেশি টাকার লোভে অন্য লোককে ভালোবাসা বিলোচ্ছে—এই মাতালটার ক্ষোভ।

চারদিকে চেয়ে চেয়ে কেষ্ট ভাবছিল—সত্যি এ যে সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ তার সামনে—এ জগতের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় নেই।

এমন সময় ঊর্মিলা ঘরে ঢুকল।

পেছনে থেকে বললে—এই যে, ভেতরে আসুন।

কেষ্ট ভেতরে এলো। একটু পরে ঝি চা দিয়ে গেল—চা খেল দুজনে।

কেষ্ট বললে,—তাহলে তুমি মনস্থির করলে?

ঊর্মিলা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললে,—না বাপু, আপনাকে ওসব যাত্রাদল করতে আমি দেব না। তার চেয়ে করতে হয় ফিল্ম করবেন, যাকগে, এখন কিছুই করতে হবে না। তার চেয়ে চলুন সিনেমায় যাই!

—বেশ, তাই চল।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

মাসখানেক এইভাবে কেটে গেল।

কেষ্ট রোজ সন্ধ্যাবেলা যায় ঊর্মিলার কাছে। একদিন না গেলে মনে হয় তার দিনটাই বুঝি সেদিন বৃথা গেল।

ঊর্মিলাও মনে মনে খুশী। মুখে না বললেও তা কেষ্ট বোঝে।

BANGLADARSHAN.COM

কেষ্টর বৌ বীণা কয়েকদিন অনুযোগ করলে—তুমি এত রাত করে ফের কেন?

কেষ্ট কিছু বলে না। কেবল বলে,—নতুন একটা ব্যবসা শুরু করব ভাবছি।

—না না, ওসব ভাল নয়।

কেষ্ট কোনও উত্তর দেয় না। অবশেষে একদিন দুজনের মধ্যে বেশ একটু ঝগড়া হয়ে গেল ব্যাপারটা নিয়ে।

কেষ্ট রাগ করে বৌকে রেখে এলো বাপের বাড়ি।

এতে তার মনটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ঊর্মিলার কাছে যাওয়া তার একেবারে নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠল।

দু একবার কেষ্ট যাত্রার কথা বলেছে—ঊর্মিলা তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে একেবারে।

আর যে কেষ্ট সিগারেট পর্যন্ত খেত না—সে আজকাল ঊর্মিলাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বার বা হোটেলে যায় বিলিতি মদ খেতে।

ঊর্মিলা তাকে বুঝিয়েছে—মদ না খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না—চেহারার জলুস খোলে না।

কেষ্ট ঊর্মিলার এ কথা যে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে, তা তার মদ খাওয়া থেকেই বোঝা যায়।

রোজ এক পাঁইট করে দামী নিষিদ্ধ পানীয় সেবন না করলে রাতে ভাল ঘুম পর্যন্ত হয় না।

কেষ্টর সারা জগৎ যেন একেবারে ঊর্মিলাময় হয়ে উঠতে লাগল।

॥পাঁচ॥

এমনি করে প্রায় এক বছর কাটল।

এই একটি বছরে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে কেষ্টর জীবনে। অনেক নতুন নতুন ব্যবসার কথা মনে মনে চিন্তা করেছে কেষ্ট কিন্তু কোনওটাই বাস্তবে রূপ পায়নি।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যবসার কথা উঠলেই ঊর্মিলা লোকসান হতে পারে এ কথাটা বেশি করে মনে করিয়ে কেষ্টকে নিরস্ত করেছে!

কেষ্ট ছিল দুটি পৈত্রিক বাড়ির মালিক। তন্মধ্যে এটা ইতিমধ্যে বাঁধা দিতে হয়েছে তাকে। ব্যাঙ্কেও হাজার কুড়ির বেশি টাকা আর নেই।

কেষ্টর বন্ধু অমরেশ তাকে অনেকবার টুরিং থিয়েটারের ব্যবসায় কথা বলেছে।

কেষ্ট প্রত্যেকবার বলেছে—আর কিছুদিন পরে দেখা যাবে।

অবশেষে একদিন অমরেশ থাকতে না পেরে বললেন,—সত্যি কেষ্ট, তোমার ও রকম অধঃপতন আমি মোটেই আশা করিনি।

—কেন বলত?

—কেন তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? যে মেয়ের পাল্লায় তুমি পড়েছ সে অনেক লোকের সর্বনাশ করেছে, কাজেই ওকে এড়িয়ে চলাই তোমার পক্ষে মঙ্গল।

—কিন্তু একথা তুমি আগে তো বলনি অমরেশ?

—না বলিনি। কারণ ওকে থিয়েটারে আকৃষ্ট করব ভেবেছিলাম, তাই বলে তুমি যে একেবারে ওর পাল্লায় পড়ে যাবে তা ভাবিনি। তোমার সম্বন্ধে অনেক ভাল ধারণা ছিল আমার।

কেষ্ট কোনও উত্তর দেয় না।

অমরেশ অবশেষে বললে,—যাক্‌গে যা হয়ে গেছে তার ত আর কোনও চারা নেই। তুমি বরং ওর সঙ্গে মেশা ছেড়ে দাও বুঝলে?

অমরেশ আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কেষ্ট বাধা দিয়ে বললে,—আচ্ছা ভাই, তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। আমি ভেবে দেখব কি করা যায়, কেমন?

অমরেশ বেরিয়ে গেল। কেষ্ট মনে মনে বলল,—আমাকে এখন এত উপদেশ দিতে এসেছে, এককালে উনিও ত মাঝে মাঝেই যেতেন ঊর্মিলার কাছে! এখন তা পারে না বলেই যত হিংসে।

অমরেশের কথাটাকে কেষ্ট খুব আমল দেয় না। তবে মনে মনে ভাবে, এবারে খরচটা একটু কমাতে হবে—আর নতুন কোনও ভাল ব্যবসায় সুরু করতে হবে।

কিন্তু এ কথা ঊর্মিলাকে বলতে সাহস পেলনা—কারণ তাতে ঊর্মিলা মনে ব্যথা পেতে পারে। সে কিছুতেই তাকে ব্যবসায়ে নামতে দিতে চায় না।

এমনি যখন কেষ্ট সাহার মনের অবস্থা তখন তার হঠাৎ আলাপ হলো রমানাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে।

BANGLADARSHAN.COM

রমানাথ চক্রবর্তী ওরফে রমা চক্কোত্তির এককালে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে একখানা বই-এর দোকান ছিল। লোকটা মোটামুটি শিক্ষিত ছিল। প্রকাশনী ব্যবসায় করত বেশ পরিশ্রম সহকারে।

কিন্তু প্রকাশনী ব্যবসায় সে চালাতে পারল না। প্রচুর পরিশ্রম করেও ব্যর্থ হয়ে সে একদিন সব বই-পত্রের ষ্টক বড়বাজার অঞ্চলে সস্তা দরে বই কিনতে অভ্যস্ত জনৈক ভদ্রলোকের কাছে 'লট্'-এর দরে বিক্রী করে দিলে।

তারপর সে বেরিয়ে পড়ল ফিল্ম ডিরেক্টার হবার সাধনায়।

পরনের পোষাক আগাগোড়া পালটে গেল। ধুতি-পাঞ্জাবী ছেড়ে পরতে শুরু করলে প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট। চোখে কাল ফ্রেমের চশমা। আগে সম্পূর্ণ মাতৃভাষায় কথা বলত, বর্তমানে ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। আগে মেয়েদের দিকে সোজাসুজি চাইত—আজকাল তির্যক দৃষ্টিতে চায়। বোধহয় মনে মনে হিসেব করে কোন্ 'য়্যাঙ্গালে'-ক্যামেরা কত 'ডিসট্যান্সে' বসালে মুখখানার ভাল ছবি উঠবে।

পুস্তক প্রকাশনীর কোম্পানী 'লটে' বিক্রী করে রমা কত টাকা পেয়েছিল তা কেউ জানে না। কেউ বলে দু' হাজার, কেউ বলে পাঁচ হাজার আবার কেউ বলে, যা পেয়েছিল তা সব দপ্তরীর দেনা মেটাতেই ফুরিয়ে গেছে।

তবে সে যাই হোক না কেন, রমার মুখে সব সময় লাখ লাখ টাকার হিসাবের গল্প শোনা যেত।

এই রমা হঠাৎ একদিন 'তৃষ্ণা নামিল চোখে' ছবির মহরৎ করে ফেলল বেশ কয়েকশ টাকা খরচ করে।

তারপর পাবলিসিটি শুরু হলো। সুটিংও হল পর পর দুদিন। প্রডিউসার যিনি ছিলেন তিনি ত দু'তিনদিনের সুটিং-এর খরচ জুগিয়েই চুপি চুপি রমাকে একদিন বললেন,—আর টাকা দিতে পারব না ভাই।

রমা তখন ভীমবেগে বেরিয়ে পড়ল নতুন ভাল ফাইনান্সারের সন্ধানে।

বন্ধু-বান্ধবের কাছে কিন্তু সজোরে প্রচার করে—আরে বাবা—এই যখন সুরু করেছি শেষ করবই। টাকা যা আছে তার সঙ্গে হাজার চল্লিশ হলেই 'ফিনিস' হবে ছবি। তবে সেটা রেডি না করে আমার টাকা বের করছি না বাবা!

দু'তিনজন দালালও জুটে গেল রমার। তারা বললে, ভাল ফাইনান্সার জোগাড় করে দিতে পারি, তবে ফাইভ পারসেণ্ট কমিশন লাগবে।

রমা তাতেই রাজী হয়ে গেল। তারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল অর্থবান লোকের সন্ধানে।

এমনি একজন দালাল ছিল রণজিৎ শিকদার। সে আবার একটা প্রেসকে বধ করে একটা সিনেমা পত্রিকাও বের করেছিল।

সেই রণজিৎ শিকদার হঠাৎ আনল কেষ্ট সাহার সন্ধান।

কেষ্টকে রমা তার ব্যবসার বিষয়ে সব বোঝাল।

BANGLADARSHAN.COM

সব শুনে কেষ্ট বললে—আমার ভাল ব্যবসায়ে টাকা খাটাতে খুবই ইচ্ছা। আপনি বছরখানেক আগে এলে চল্লিশ হাজার টাকা আমি একাই ফাইনান্স করতে পারতাম। তবে এখন অত টাকা পারব না—হাজার দশেক টাকা হলে না হয় চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রমা হেসে বললে—বেশ তাই দিন। আমি ফাইনান্সার দেখে বাকী ত্রিশ হাজার জোগাড় করে নেব'খন।

—প্রফিট কি রকম পাবো?

রমা বললে,—ছবিটা ফিনিস করতে মাস ছয় কি আট লাগবে। তারপর টাকা আসতে সুরু করবে। তখন আপনি দশ হাজার ফেরৎ ত পাবেনই, তা ছাড়াও সাত হাজার লাভও পাবেন।

—আর যদি টাকা ফেরৎ না দিয়ে পরবর্তী ছবিতে লাগিয়ে শুধু লাভ নিই?

—তাহলে টাকা আমার কাছে থাকবে—আপনি বই শেষ হবার পর থেকে মাসে এক হাজার করে নেবেন।

প্রস্তাব শুনে কেষ্টর মন আনন্দে নেচে উঠল। সত্যিই সে এতদিনে একটা মনের মত ব্যবসার সন্ধান পেয়েছে। এ ব্যবসায়ে যে লাভ অনিবার্য এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই তার মনে। কারণ এর আগে সে শুনেছে অনেকেই ফিল্ম ব্যবসায় করে রাতারাতি লক্ষপতি বনে গেছে।

কেষ্ট বললে,—কিন্তু চল্লিশ হাজারে একটা ফিল্ম পুরো উঠবে ত?

–নিশ্চয়ই।

–যদি শেষ না হয়।

–তার জন্যেও কোনও চিন্তাই করবেন না আপনি। আমার ‘পার্সোন্যল ফাণ্ডে’ যা টাকা আছে তাতেই করতে পারতাম আমি, কিন্তু আমি চাই সব মিলিয়ে দুটো ‘সুপারহিট’ পিকচার আমি করব।

–কতটা কাজ হয়েছে?

–প্রথম ছবিটার আমি প্রায় দুটি রিল তুলে ফেলেছি। এটি ‘ওয়ার্লড রিনাউণ্ড’ একজন ‘রাইটারের’ গল্প থেকে চুরি করে আমি একটা গল্প লিখেছি–সেই গল্পের চিত্রনাট্যও আমি নিজে করেছি।

কেষ্ট বলল,–বেশ ত? তা আপনার এ লাইনে অভিজ্ঞতা কতদিনের?

রমা মধুর হেসে বললে,–যার চেষ্টা থাকে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাগে না। এটা একটা আর্ট লাইন! আর্টজ্ঞান সবার থাকে না। যার তা নেই সারা জীবন ঘষলেও কিছু হবে না। যার সে জ্ঞান আছে সে হাতেখড়ি দিয়েই ‘সুপারহিট’ বই করতে পারে। যেমন ধরুন আমাদের সত্যদার কথা। মানে সত্যজিৎবাবু। তাঁর প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’ বিশ্বে কি রকম সাড়া জাগিয়ে দিলে।

BANGLADARSHAN.COM

কেষ্ট অত ভাল বোঝে না। তবু কথাবার্তা শুনে লোকটার উপর তার বিশ্বাস হলো।

কেষ্ট বললে,–আচ্ছা তা নয় হলো, কিন্তু আমার অন্য একটা কথা ছিল।

–বেশ ত বলুন না।

–আচ্ছা, ভাল মেয়ে পেলে আপনারা তাকে সিনেমায় চান্স দিতে পারেন না?

–নিশ্চয়ই। নতুন ফেসের আদর সারা সিনেমা জগতে। যদি নতুন ভাল ফেস থাকে চান্স দিতে পারি।

–অভিনয় জেনে কেউ এ লাইনে আসে না। আমরাই তাদের ‘প্রপার ট্রেনিং’ দিয়ে তৈরী করে নিই। এই ধরুন না পৃথিবীর বিখ্যাত যে সব ফিল্মস্টার ‘গ্রেটাগার্বো’, ‘নর্মাশিয়ার’, ‘রীটা ও হারা’, এরা কি অভিনয় শিখে সিনেমা লাইনে এসেছিল? আমাদের দেশেও সেই কাননদেবী থেকে বর্তমান সুচিত্রা সেন, সন্ধ্যা রায় পর্যন্ত কেউই অভিনয়কলা মুখস্থ করে লাইনে নামেননি।

–তা ঠিক। বেশ ত, তাকে দেখুন।

–নিশ্চয়ই। আমরা দেখলে বুঝতে পারব সে ফেস চলবে কিনা। তবে ট্রেনিং হবে।

–তাহলে আপনি কবে যেতে পারেন?

–ধরুন ডে আফটার টুমরো–আগামী পরশু দিন।

–বেশ ত।

–ঠিকানা?

–দিচ্ছি ঠিকানা। আপনি কখন আসবেন বলুন। আমি থাকব।

–আমি বেলা ঠিক তিনটেতে ষ্টুডিও ফেরৎ যাব।

–তাহলে এই কথাই রইল। আমি টাকাটা ওই দিনই দিয়ে দেব। কেমন?

–অল্‌রাইট।

ঠিকানা লিখে দিল কেষ্ট। রমা সেক্‌হ্যাণ্ড করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বিদায় দেবার জন্যে।

কেষ্টর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রমা।

রণজিৎ সিকদার দাঁড়িয়েছিল ঠিক উল্টো ফুটপাথে। সে এগিয়ে এসে বললে–কি রকম বুঝলে?

রমা হেসে–বললে মন্দ নয়। কিন্তু এদিকে একটা ঝামেলা আছে আবার

BANGLADARSHAN.COM

–কি ঝামেলা

–একটা আর্টিষ্টিক চান্স দিতে হবে?

তা দেবে। নতুন আর্টিষ্টিকে বিশেষ কিছু না দিয়েও কাজ করান যাবে। নামী আর্টিষ্টদের দেমাক আর টাকার খাঁই বেশি।

–তাই ত ভাবছি, চান্স দেব।

–তা আমার পারসেণ্টেজটা যেন ঠিক থাকে।

–নিশ্চয়ই থাকবে।

–টাকা কবে দেবেন?

–পরশু, সেই মেয়ে আর্টিষ্টের বাড়িতে।

–আমি কিন্তু সঙ্গে যেতে পারব না। তুমি টাকাটা পেলে আমার প্রেসে গিয়ে পাঁচশো দিয়ে এসো। বুঝলে?

–পাঁচশোর কমে হবে না?

–না। আমার প্রেসে প্রায় তিনশো টাকা দেনা আছে। প্রেসের মালিক ঘোষ ব্যাটা বলেছে টাকা না দিলে ফর্মা ছাড়বে না। তোমার ভরসাতেই আছি।

–বেশ, তাই দেব। কিন্তু একটা কথা।

–বল।

–তোমার কাগজে প্রতি সংখ্যায় আধপাতা করে ফ্রি পাবলিসিটি দিতে হবে 'তৃষ্ণা নামিল চোখে' ছবির।

–বেশ ত, দেব। কিন্তু পূজা সংখ্যায় কিছু টাকা অন্ততঃ দিও তুমি।

–যদি আবার কোন ফাইনান্সার পাই পূজোতে তোমার কাগজে কভারে কিছু টাকা দিয়েই না হয় পাবলিসিটি দেব। কিন্তু একটা কথা–

–বল?

–তুমি আমার বইখানার একটা পাবলিশার জোগাড় করে দেবে।

রণজিৎ হেসে বললে–পাবলিশার দরকার কি? তুমিই ছাপিয়ে ফেল না ওটা।

BANGLADARSHAN.COM

–না বাবা, এতদিন বই ছেপে এত টাকা লোকসান দিয়ে আর ও পথে যেতে ইচ্ছে নেই।

–আচ্ছা, আমি দেখছি চেষ্টা করে।

রমা রণজিৎকে বিদায় করে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল। ট্যাক্সি ছুটে চলল দক্ষিণ কোলকাতার দিকে।

॥ছয়॥

পরদিন সন্ধ্যাবেলা।

ঊর্মিলার বাড়ির সামনে এসে রমা তার ট্যাক্সি থেকে নেমে চারদিকে তাকাল।

সে বুঝল, যে অঞ্চলে সে এসেছে, সে অঞ্চলের অধিবাসীর কথা নাকি মুখেও আনতে নেই।

তবু সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে সে পা বাড়াল দোতালার দিকে। উপরে গিয়ে দেখতে পেল কেষ্ট সাহা অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

রমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যেই বোধ হয় আজ খুব চমৎকার করে সেজেছিল ঊর্মিলা।

সুন্দর বেণী করে চুল বাঁধা, ভুরু আঁকা, ঠোঁটে রঙ, মুখে পাউডার, চমৎকার একটি শাড়ি আর ব্লাউজ পরা।

ছোট একটা নমস্কার করলে ঊর্মিলা।

রমাও বললে—নমস্কার।

ঊর্মিলা হেসে বললে—বসুন।

সাহেবী পোষাক পরা রমা বসল একটা চেয়ারে। বললে—কাজের সুবিধে হয় আমাদের এ পোষাক পরলে, তাই এমনি পোষাক পরি। ষ্টুডিওতে যা পরিশ্রম!

কেষ্ট আগেই সবকথা ঊর্মিলাকে বলে রেখেছিল। এবারে রমার দিকে চেয়ে বললে,—চলবে?

রমা গম্ভীরভাবে বললে,—চলতে পারে, কিন্তু এ বড় কঠিন কাজ। যত সহজ লোকে ভাবে, তত সহজ কিন্তু মোটেই নয়।

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা ফিরে তাকাল

বললে,—সহজ ভাবে!

—হ্যাঁ, অনেকে তাই ভাবে বটে। কিন্তু তারা ভুল করে—তাই সারা জীবনেও 'সাইন' করতে পারে না।

ঊর্মিলা আর কোন উত্তর দিলে না। সে রমার অভ্যর্থনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ এই রমা চক্রবর্তী।

তারই জন্যে চা আনা হলো, সে ঘাড় নেড়ে বললে,—না, চা তো আমি খাব না। পান দেখে সে বললে,—পান আমি মোটেই খাই না।

ঊর্মিলা বললে,—সেকি কথা? আমার বাড়িতে এলেন অথচ কিছুই খেলেন না। সরবৎ আনাব? কিংবা মিষ্টির দোকানও কাছেই আছে—আনাই?

রমা হেসে উঠল কথাটা শুনে।

বললে,—এলেই যে কিছু খেতে হবে এমন কি কোনও কথা আছে? আমি নাই বা খেলাম।

ঊর্মিলা একটু হাসল।

বললে—আমরা মেয়েমানুষ—অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে কিছু না খাইয়ে আমাদের তৃপ্তি হয় না।

—তাই বুঝি?

—হুঁ।

—কিন্তু অতিথিরা ত সর্বত্র কিছু না খেতেও পারে।

কথাটার অর্থ ঊর্মিলা প্রথমটা বুঝতে পারেনি। তাই একটু ভেবে কথাটা বুঝে নিয়ে জবাব দিলে,—বুঝেছি, আমাদের এখানে আপনি কিছু খাবেন না।

রমা বললে,—সে জন্যে তুমি মোটেই দুঃখিত হয়ো না ঊর্মিলা। নানান মানুষের নানা সংস্কার! যাক্ তাহলে আজকের মত উঠি।

—উঠবেন?

—হ্যাঁ, আমি কাজের ফাঁকে ছুটি করে এসেছি কিনা! তাহলে কেষ্টবাবু—

BANGLADARSHAN.COM

কেষ্ট বললে,—হ্যাঁ ভাল কথা, আপনাকে যা দেব বলেছিলাম, তা এনেছি। এই যে দশ হাজারের চেকটা—

—ধন্যবাদ।

চেকটা পকেটে পুরে রমা ঊর্মিলার মুখের দিকে চেয়ে বললে—তোমাকে দেখে গেলাম ঊর্মিলা। আমার ছবিতে কাজ করবার জন্যে তোমাকে যদি একান্তই নিতে হয় ত তৈরী করে নিতে হবে।

রমা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—

ঊর্মিলা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রশ্ন করলে, একটা কথা বলব?

—বলুন।

—তৈরী করার মানেটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গম্ভীরভাবে নিষ্ঠুরের মত রমা জবাব দিলে,—বোঝান এত সহজে হয়—আর একদিন আসব।

—কবে আসবেন বলুন?

—কবে অবসর পাব ঠিক জানি না। আসার আগে তোমাকে ফোন করে জানাব।

—সত্যি বলছেন ত?

রমা ঈষৎ হাসল। তারপর বললে,—মিথ্যে কথা বলা আমার অভ্যাস নেই।

বলেই রমা আর একবার বাড়িটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। তারপর বললে,—আচ্ছা, এ বাড়িটা কি তোমার?

ঊর্মিলা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল শুধু। ওপাশ থেকে কেষ্ট বললে,—বাড়ি ওর আরও একখানা আছে। আর প্রায় এক লাখ টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

নিতান্ত উদাস ভাবে রমা বলে উঠল,—বাঃ চমৎকার! ভবিষ্যৎ জীবনটিকে ঝর-ঝরে করে দেবার পক্ষে যতেষ্ট। অনেক দুঃখ তোমার কপালে আছে বুঝলাম।

ঊর্মিলা বললে,—আপনারও ত অনেক টাকা আছে—তা সত্ত্বেও আরও টাকা উপার্জনের জন্যে চেষ্টা করে মরছেন কেন বলুন?

—আমাদের কথা আলাদা।

—তার মানে?

—আমরা ইচ্ছা করলে সব টাকা একদিনে উড়িয়ে দিতে পারি—তুমি তা পারো না কোনও দিন পারবে না। যাক্, তার জন্যে ভেবে কোনও লাভ নেই। আজ চলি।

BANGLADARSHAN.COM

কথাটা বলেই রমা সাহেবীধরণে ঊর্মিলার হাতে একটা ঝাঁকানী দিয়ে সেখান থেকে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। সজোরে নেমে গেল নিচে।

ঊর্মিলা কেষ্টর কাছে গিয়ে বললে,—লোকটা বেশ মজার ত! পাগল নাকি?

কেষ্ট বললে,—পাগল হতে যাবে কেন? তুমি মানুষ চিনতে পার না, বুঝলে?

ঊর্মিলা বললে,—কে বললে একথা? মানুষ চেনাই যে আমাদের কাজ! মনে হয় ভুল বুঝিনি। কিন্তু এ রকম ধারা মানুষ আমার ভাল লাগে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এবার ও এলে আমি কিন্তু চলে যেতে বলব।

কেষ্ট বললে,—ছি, তা যেন কখনও করে বসো না। আমি ভারি রাগ করব তাহলে।

ঊর্মিলা এবার নিজের মনেই বলে বসল,—লোকটার খালি লম্বা লম্বা কথা। বলে ছবিতে অভিনয় করতে হলে আমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। ও, ভারি শক্ত কাজ! শক্ত না ছাই! আমি কিছু জানিনে বুঝি মনে কর? ওই যে কানন দেবী, অনুভা, মহুয়া, সুমিত্রা, সুনন্দা, সুচিত্রা এরা সব রমাবাবুর কাছে শিখেছে বুঝি! যতো সব—

কেষ্ট বললে,–কিন্তু তারা ত শিখেছে। আর নিশ্চয়ই কেউ তা শিখিয়েছে। তাদের গুরু কেউ ছিল নিশ্চয়ই। তুমি না হয় রমাবাবুকেই গুরু–

বাধা দিয়ে ঊর্মিলা বললে,–আমার কোন দরকার নেই ওসবে।

–তা হলেই তুমি অভিনয় শিখেছ! যা শিখেছ ওই নিয়েই থাকতে হবে তোমায়।

–তা হোক। তবুও এটা খাঁটি–মেকি নয়। অমন মেকি গুরুর কাছে মেকী অভিনয় শিখতে আমি পারব না।

–এটাকে অভিনয় বলে না ঊর্মিলা–এটা ভোজবাজী।

–ভোজবাজী হলেও ঠকবাজী নয়। ও লোকটাকে মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না আমার।

–তা বেশ।

BANGLADARSHAN.COM

॥সাত॥

তারপর তিন-চারদিন রমার আর দেখা নেই।

কেষ্ট একদিন এর মধ্যেই তার অফিসে গিয়ে গেখা করে এসেছে অবশ্য।

সে দেখেছে লোকটা ভারী কাজের লোক। দিনরাত ট্যাক্সি চেপে ছুটে ছুটে বেড়ায়। ছবি সে তুলবেই–এমন ছবি তুলতে চায় যা ভারতবর্ষে কেউ কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেনি। সত্যজিৎ রায়কে লোকটা অসীম শ্রদ্ধা করে, আর কোনও লোককেই সে মানুষ বলে মনে করে না।

সুতরাং কেষ্ট নিশ্চিন্ত–তার দশ হাজার টাকা ভাল কাজেই লেগেছে। ছবি তোলা শেষ হলে মাসে হাজার টাকা করে সে পাবে।

ওই রকম একটা ব্যবসাই কেষ্ট মনে মনে চেয়েছিল–তাই টাকা দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হলো।

এমনিভাবে কয়েকদিন কাটল।

কেষ্ট সব বলেছে ঊর্মিলাকে। ঊর্মিলা ঠোঁট বেঁকিয়েছে শুধু—অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে।

সেদিন সকাল দশটা।

রমা সবেমাত্র তার অফিসে এসে বসেছে, এমন সময় হঠাৎ তার সহকর্মি বললে—নিচের ঘরে ডাকছে।

কে?

টেলিফোন।

তাই নাকি?

রমা থেমে গেল। নিচের ঘরে অন্য কোম্পানী। তাদের টেলিফোনই রমা ব্যবহার করে। সে রিসিভর তুলে বললে,—হ্যালো।

উত্তরে এলো,—আমি ঊর্মিলা।

—ও, তা তুমি আমার নম্বর পেলে কোথায়?

—কেষ্টবাবু দিয়েছেন।

BANGLADARSHAN.COM

—বুঝেছি।

—আপনি আসবেন বলেছিলেন, এলেন না ত?

রমা হাসল। বললে,—মরবার সময় নেই আমার, কেমন করে যাই বলত!

—অবসর কি কোনদিনই হবে না?

—হবে হবে। আচ্ছা, নমস্কার।

আবার একটু হাসল রমা। তারপর টেলিফোনের রিসিভারটি নামিয়ে রাখল।

পরদিন আবার ফোন। ফোন করেছে ঊর্মিলা।

—একবার আসবেন দয়া করে?

—কেন বল ত?

—ছবিতে অভিনয় করতে হলে আমাকে শিখিয়ে নেবেন বলেছিলেন না?

—শিখবে তুমি?

–হ্যাঁ শিখব।

–ঠিক বলছ?

–সত্যি বলছি।

রমা হাসল। বললে,–তুমি তোমার জাত-ব্যবসা ছাড়তে পারবে?

–নিশ্চয়ই পারব।

–টাকাকড়ির মায়া?

–তাও দরকার হয় ছাড়ব।

–বিশ্বাস হয় না আর।

ঊর্মিলা চুপ করে রইল।

রমা বললে,–বেশ, আমি আগে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখব। রাজী আছো ত?

ঊর্মিলা বললে,–আছি।

BANGLADARSHAN.COM

রমা বলল–আচ্ছা, নমস্কার।

ঊর্মিলা আবার ডাকল–হ্যালো, হ্যালো।

আর কোনও জবাব পেলো না সে। রমা তাহলে ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা।

ঊর্মিলা সাজগোজ করে নিজেকে বেশ চমৎকার শাড়ির আবরণে মনোরম করে তুলে বসে আছে, এমন সময় রমা এসে উপস্থিত।

সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মিলার মুখখানা খুশীতে ভরে উঠল। মনে হলো, সে যেন তারই প্রতীক্ষা করছিল।

রমা এসেই জিজ্ঞাসা করলে,–কেষ্টবাবু কোথায়?

ঊর্মিলা বললে,–কেন, তার জন্যেই কি আপনি এসেছেন নাকি?

রমা বললে,–না ঠিক তা নয়। আমি এমনিই এসেছি। কয়েকটা দিনের জন্যে একটু ছুটি পেয়েছি।

ঊর্মিলা বললে,–কেষ্টবাবুর স্ত্রীর ভারী অসুখ–তিনি তাই বোধ হয় শ্বশুরবাড়ি গেছেন।

রমা বললে,–বাঃ চমৎকার সুযোগ।

–কিসের?

–মানে তোমার সঙ্গে কদিন বেশ প্রেম করা যাবে।

ঊর্মিলা বললে,–কয়েকদিন ধরে! কিন্তু এখানে ত আপনি কিছুই খাবেন না।

–না।

–না খেয়ে কদিন আর প্রেম চলে?

রমা হাসল।

বললে,–প্রেম ত না খেয়েই চলা উচিত। খেয়ে যা করে তা ত কাম। না খেয়েই ত প্রেম। মনে আছে পার্বতীর সাধনা? শঙ্করের তপস্যা?

ঊর্মিলা বললে–হুঁ।

মনে মনে ভাবল, এসেছ ভালই হলো। এই লোকটির উপরে সে তার শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

BANGLADARSHAN.COM

খিল খিল করে হেসে উঠল হঠাৎ ঊর্মিলা।

–হাসলে যে?

–এমনি।

ঊর্মিলা এগিয়ে রমার হাত ধরে তাকে একটা সোফার উপরে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে।

বললে,–দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে নাকি? যাক্, নিজে থেকে বলছেন যখন তখন আমি আর আপনাকে সহজে ছাড়ছি না!

–বেশ ত!

–তাহলে এই বসলুম। এবারে বলুন ত কি খাবেন?

–কিছু না।

–উপোস থাকবেনই তাহলে! বেশ ত থাকুন।

তারপর দু'জনে নানা কথা আরম্ভ করল।

সে যেন কথার জোয়ার

যেন তা আর কোনও দিনই ফুরোতে পারে না।

ঊর্মিলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে এ কথাটাই বোঝাতে চায় যে প্রথম যেদিন রমাকে দেখেছে, সেদিন থেকেই তাকে ভালবেসেছে।

রমা হাসতে লাগল।

বললে,—দূর, তোমাদের আবার ভালবাসা!

—বিশ্বাস হলো না?

—কখনো না!

—কিন্তু সত্যিই বলছি, আমরাও ভালবাসতে জানি। ভালবাসার লোক পেলে আমরা আমাদের সর্বস্ব—

রমা বললে,—সে ভালবাসা কেবল ভোগ করতে জানে, জানে সঞ্চয় করতে—ত্যাগ স্বীকার এতটুকুও করতে পারে না—

ঊর্মিলা জোর করে বললে,—নিশ্চয়ই পারে।

BANGLADARSHAN.COM

রমা বললে,—আচ্ছা, পারো তুমি আমার জন্যে এই সব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ফেলতে?

—পারি।

—তুমি পার 'এমিল জোলার' নানার মত সব ত্যাগ করে এক গ্রামের প্রান্তে গিয়ে বাস করতে?

—কেন পারব না?

—সে কথা অত সহজে বলা যায় না ঊর্মিলা। ছবিতে শুধু সাজলেই চলবে না, জীবনেও ঠিক তেমনই হতে হবে।

—বেশ, তা হবে।

—রমা ঊর্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল শুধু, বললে—মুখে বলা খুবই সহজ ঊর্মিলা।

—কি কি করতে হবে বলুন, আমি ঠিক তাই করতে পারি কিনা দেখুন!

রমা বললে—সবার আগে লোক আসা বন্ধ করতে হবে। আর করতে হবে, যে পাপ তুমি করেছ, তার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

—তারপর?

–তারপর আর যা যা প্রয়োজন হবে আমি বলে দেবো।

ঊর্মিলা বললে,–আচ্ছা, এই যে ত্যাগ আমি করব তার জন্যে কি পাব আমি পুরস্কার।

রমা বললে,–যার জন্যে করবে তা পাবে–সুখ পাবে, শান্তি পাবে।

ঊর্মিলা হেসে বললে,–আপনাকে পাব?

রমা ঘাড় নেড়ে বললে,–আমাকে কেন?

–যদি চাই?

–পাবে! আমি ত আর এমন কিছু দুর্লভ পদার্থ নই?

ঊর্মিলা বললে,–তার মানে?

–এর মধ্যে মানে খোঁজার ত কিছু নেই!

ঊর্মিলা আবেগের সঙ্গে বললে,–নিশ্চয়ই আছে। আপনি আর যার কাছে যাই হোন্, আমার কাছে সত্যিই দুর্লভ বলেই মনে হচ্ছে!

BANGLADARSHAN.COM

রমা এ কথার কোনও উত্তর দিল না।

॥আট॥

সত্যিই সেদিন লোকজন যা এলো ঊর্মিলা সবাইকেই ফিরিয়ে দিলো।

কিন্তু রমাকে নিয়েও তার বিপদ হতে লাগল খুব।

ঊর্মিলার ঘরে রমা রাত্রে থাকল বটে কিন্তু ঊর্মিলার শত অনুরোধ উপেক্ষা করেও সে কিছু না খেয়েই পড়ে রইল।

ঊর্মিলা বললে,–তাহলে আমিও কিছু খাবো না।

–বেশ ত যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে, কিছু খেয়ো না।

–আপনি কি না খেয়েই এমনি থাকবেন নাকি আমার কাছে?

–যদি থাকতে দিতে না চাও ত চলে যাব।

ঊর্মিলা বললে,–আপনাকে যদি এখানে পাঁচদিন ধরে রাখি ত পাঁচ দিনই কিছু খাবেন না?

–খাব–যেদিন বুঝব তুমি ঠিক আমার মনের মত হয়ে উঠেছ।

প্রথম রাতটা কোন রকমে কাটল!

পরদিন সমস্ত দিনের মধ্যেও রমা কিছু খেল না–ঊর্মিলাও কিছু খেল না।

সন্ধ্যায় বোধ হয় ঊর্মিলা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে বললে,–একি উপবাসের পরীক্ষা হচ্ছে নাকি?

রমা বললে,–উপবাসের পরীক্ষা নয় ঊর্মিলা, আমি নিজেকেই ভাল করে পরীক্ষা করছি। ভাল যে তোমাকে আমারও লেগেছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সে ভাল লাগা কতটা সত্যি তা এমনি করেই ত পরীক্ষা করতে হবে।

–বেশ, তবে তাই চলুক।

BANGLADARSHAN.COM

–কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কেন খাচ্ছ না, তা বল ত? তুমি খাওগে যাও।

–তুমি না খেলে আমি কিছুতেই খাব না।

–বেশ, তবে দেখো, আমি খাব সেইদিন, যেদিন দেখব, ঊর্মিলা ঠিক আমার ঊর্মিলা হয়েছে।

কথাটা শুনে ঊর্মিলা দুটি হাত বাড়িয়ে তার দেহের উপরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বললে,–আমি তোমার, সত্যিই আমি তোমার–বিশ্বাস করো আমাকে। তুমি খাও।

তার চোখ দুটি কথাগুলো বলতে বলতে জলে ভরে উঠল। তারপর রমার বুকে মাথা রেখে সে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু রমা নিষ্ঠুর।

ভয়াবহ তার প্রতিজ্ঞার একনিষ্ঠতা।

তিন দিন তিন রাত্রি ধরে কয়েক টিন সিগারেট আর কয়েক বোতল লেমনেড ছাড়া আর কিছুই সে খেল না।

এই কয়টি দিনে অবশ্য ঊর্মিলাও তাকে কম পরীক্ষা করেনি। সুন্দরী যুবতী ঊর্মিলা বার বার তাকে তার দেহ মন প্রাণ তার পায়ে নিঃসঙ্কোচে উৎসর্গ করেছে, কিন্তু কিছুতেই রমাকে টলানো যায়নি।

সে যেন অচল, অটল গিরিরাজ হিমালয়।

সে যেন তপঃক্লিষ্ট মহাদেব–নিশ্চিন্ত, নির্বিকার।

এমন পুরুষ ঊর্মিলা বোধ হয় তার জীবনে প্রথম দেখতে পেলো। এক এক সময় তার উপরে বড় রেগে ওঠে ঊর্মিলা। মনে হয় লোকটিকে সে বাড়ি থেকে দূর করে দেয়। এমন লোকের মুখ দেখবে না।

কিন্তু পারে না।

ঊর্মিলা বোঝে না, কেন, কিসের প্রলোভনে সে অমন করে অনাহারে চিন্তাক্লিষ্ট মনে ওকে করায়ত্ত করবার জন্যে চেষ্টা করছে।

তবু মন তার বার বার এই একটি লোকের পদপ্রান্তেই যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছে।

এমন অনুভূতি ঊর্মিলার জীবনে এই প্রথম। তার যে এত কষ্ট, এত শ্রম, তার মধ্যেও যেন সে খুঁজে পায় কি এক অনাস্বাদিত আনন্দ।

রাত বারোটা বেজে গেছে।

ঝম্ ঝম্ করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

BANGLADARSHAN.COM

ঘন ঘন মেঘের গর্জন, মাঝে মাঝে ঘোর কালো মেঘের বুক চিরে লকলকিয়ে ওঠে সোনালি বিদ্যুতের চকিত ইশারা–

চারিদিক অন্ধকার। মনে হয় যেন জাগ্রত পৃথিবীর স্পন্দন থেকে দুটি প্রাণী একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য জগতে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ঊর্মিলার গায়ের কাপড় অসংযত।

কুঞ্চিত কালো কেশের রাশি শ্রাবণ মেঘের মত তার পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখখানা এতদিনের উপবাসের ক্লান্তিতে যেন বড় ক্লান্ত। কেমন যেন বিষণ্ণ।

ঊর্মিলা রমার পায়ের কাছে শুয়ে তার দিকে একাগ্র পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে।

মুক্তার বিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা জল টস টস করে ঝরে পড়ছে তার দুটি চোখের কোণ বেয়ে।

রমা চোখ খুলল। বললে,–একি কাঁদছ?

–হ্যাঁ।

–কেন?

–এখনও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি?

–না। ওঠো, আর কত অভিনয় তুমি করবে?

–অভিনয় করিনি আমি। বিশ্বাস করো তুমি, আমি এতটুকু অভিনয় করিনি। আমি তোমার–একান্তভাবে আমি তোমার।

বলতে বলতে সে তাকে জড়িয়ে ধরল।

–ছাড় ঊর্মিলা।

–না।

–আঃ, এমন পাগলামী করলে–

–পাগলামী বলো উত্তেজনা, বলো, আমি সব সইব–কিন্তু অভিনয় বলো না।

এমন সময় ঘরে ঢুকল কেষ্ট।

হাল্‌কা আলো জ্বলছিল ঘরে। দেখা গেল কেষ্টর গায়ে একটা ভেজা ওয়াটার প্রুফ, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখদুটো যেন দপ দপ করে জ্বলছে।

BANGLADARSHAN.COM

তাকে দেখেই রমা ঊর্মিলাকে সরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু ঊর্মিলা সরল না। আড়চোখে কেষ্টকে দেখল বটে, তবে এমন ভাণ করল যেন সে দেখেইনি।

দু'পা এগিয়ে কেষ্ট জিজ্ঞাসা করলে,–খুব মদ খেয়েছ বুঝি?

প্রশ্নটা বোধহয় সে রমাকে করলে। কিন্তু জবাব দিল ঊর্মিলা। বললে,–না, মদ ও খায়না, আমিও আর খাব না। তুমি কি জন্যে এসেছ?

–কেন, আসতে নেই বুঝি?

–না।

–দরকার ফুরিয়ে গেছে, তাই না? আর আসব না?

–না।

–কেষ্ট বললে, যদি বলি আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার আছে।

–তা' হলেও না।

–ভাল। বেশ সুখেই থাক তোমরা।

টলতে টলতে কেষ্ট বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে বোঝা গেল যে, সে বেশ মদ খেয়েই এসেছিল।

রমা বললে–আপনার স্ত্রী কেমন আছেন কেষ্টবাবু?

কেষ্ট কোনও উত্তর দিল না। কিংবা হয়ত সে ভাল করে শুনতেও পায়নি।

বাধা দিল ঊর্মিলা।

বললে,–তুমি চুপ কর। ওকে যেতে দাও। খারাপ কিছু নিশ্চয়ই হয়নি–হলে তা বলত।

কেষ্ট আর কোনও কথা না বলে সোজা হন হন করে এগিয়ে গেল–তারপর নেমে গেল বর্ষণমুখর পথে।

ঊর্মিলা বললে,–যাক্ বাঁচা গেল!

–কেন?

–ওর একঘেয়ে প্যানপ্যানানি দিনরাত আমার কান যেন ঝালাপালা করে তোলে।

–তাই নাকি।

BANGLADARSHAN.COM

–বিরক্ত কি সাধে লাগে তুমি ভাবো?

–ও–আচ্ছা!

॥নয়॥

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

দেখা গেল রমার নামে কেষ্ট সাহা আদালতে মোকর্দমা করেছে। নালিশ করেছে এই বলে যে–রমা তার দশ হাজার টাকা নিয়ে উধাও।

ক্রিমিন্যাল কেস।

নালিশ করেই কেষ্ট রমার নামে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করে, একদিন তার অফিসে গিয়ে দেখল যে, অফিসের সব কাজ চলেছে বটে, কিন্তু রমা অফিসে নেই।

তখন সে পরোয়ানা নিয়ে গেল ঊর্মিলার বাড়ী।

সেখানে গিয়েও সে শুনল রমা নেই—আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো রমা একা নয়, তার সঙ্গে ঊর্মিলাও উধাও হয়েছে, কোথায় যে গেছে কেউ বলতে পারল না।

কেষ্ট বিস্ময়ে হতবাক। চারিদিকে দেখে ওদের না পেয়ে সে ঝি-চাকর সবাইকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলল।

তারা বললে,—আমরা জানি না।

—কিছুই বলে যায়নি?

—না।

—কবে গেল? কখন গেল?

—কাল ভোরে।

BANGLADARSHAN.COM

—কিসে চেপে গেল তারা?

—ট্যাক্সি চেপে।

—সঙ্গে জিনিসপত্র কি নিয়েছে?

—ছোট সুটকেস করে কিছু জামা-কাপড় নিয়ে গেছে।

কেষ্ট বুঝল, নিশ্চয়ই দুজনে পরামর্শ করেই কোলকাতার বাইরে কোথাও গেছে ওরা।

যেখানেই যাক না কেন, দু একদিনের মধ্যে হয়ত তারা ফিরে আসবেই।

কেষ্ট সেই অপেক্ষাতেই রইল। রোজ সে ঊর্মিলার বাড়িতে এসে খোঁজ করে।

রমার বাড়ীর ঠিকানা কেষ্ট জানে না। বাড়ি তার আছে কিনা তাও কেউ বলতে পারল না।

কেষ্ট ভাবলে, সত্যিই তার এতগুলো টাকা জলে গেল। সে কেন লোকটাকে এত বিশ্বাস করলে!

তার উপর ঊর্মিলাকে দেখিয়ে সে আরও ভুল করেছে নিশ্চয়।

কিন্তু তখন আর কোন উপায় সে দেখতে পেল না। ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

যাই হোক, ঊর্মিলা কোথাও গেল তা আমরা এবারে দেখে আসি!

রমা যখন কিছুতেই খেল না, তখন ঊর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে—কি করলে তুমি খাবে বল, আমি তাই করতে রাজি আছি।

—ঠিক বলছ ত?

—নিশ্চয়ই।

—কোনও দ্বিধা জাগবে না মনে?

—না।

—বেশ, তবে চল আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। দুজনে আমরা এক জায়গায় দিনকতক বাস করে আসব। সেখানে গিয়ে আমরা রান্না করে খাব। তুমি রান্না করে দেবে আমি কোনও আপত্তি করব না খেতে।

—বেশ, তবে তাই চল।

ঊর্মিলা রাজী হলো যেতে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রথমে তারা গেল রমার এক বন্ধুর বাড়ি। নারিকেলডাঙ্গা ব্রিজ পার হয়ে কাদাপাড়া অঞ্চলের একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি থাকেন সপরিবারে। দুজনে গিয়ে উঠল সেখানে।

দুদিনের চেষ্টায় একটা বাড়ি তারা পেয়ে গেল এই অঞ্চলেই।

সুন্দর ছোট বাড়ি। একতলায়—তিনটি ঘর, ছোট্ট একটি উঠোন আর একটা রান্নাঘর।

সেদিন সকাল।

ঊর্মিলা রান্না শেষ করে খাবার জায়গা করে দিল। রমা খেতে খেতে বললে,—সুন্দর তোমার রান্নার হাত ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা হেসে বললে,—পছন্দ হয়েছ ত?

—খুব!

ঊর্মিলা বললে—তাহলে কি ঠিক করলে?

—কি বিষয়ে?

—কি বিষয় তা মনে নেই বুঝি? আচ্ছা লোক!

–বুঝেছি তুমি বিয়ের কথা বলছ। আমি অবিবাহিত, তাই বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি তা হয়?

–নিশ্চয়ই হয়। আমার দাবী।

–তোমার দাবী, কিসের?

মধুর হেসে ঊর্মিলা বললে,–ভালোবাসার।

–বেশ, তবে তাই হবে! আগে এদিকে সব স্থির করে ফেলি।

–হ্যাঁ, তা ত করতেই হবে। তোমার যে চল্লিশ হাজার টাকা আছে, তার সঙ্গে কেষ্টর দশ হাজার মিলে হলো পঞ্চাশ। আমার এক লাখ টাকা দেব তার সঙ্গে। তুমি দুটো ছবি তুলবে।

–বেশ।

–খরচ-পত্র সব আমার হাতে দিতে হবে। আমি তোমার দরকার মত চেক কেটে দেব।

–বেশ ত, তাই হবে।

BANGLADARSHAN.COM

–এই কথাই ঠিক রইল। কিন্তু তুমি যেন আবার বেঁকে ব'স না।

–না না! আমি মনস্থির করে যা বলেছি, তা থেকে এক চুলও নড়ব না।

রমার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একখানা নভেল নিয়ে পড়তে লাগল সে।

ঊর্মিলা তারপর খেয়ে নিল। ঝি এসে থালাবাসন মেজে দিয়ে চলে গেল।

রোজ দু'বেলাই ঊর্মিলা নিজে হাতে রান্না করে। চাকর বাজার করে আনে। ঝিও একটি আছে তবে রাতে তারা কেউ থাকে না।

দুপুরে খাওয়ার পর দুজনে গিয়ে ঘর দরজা বন্ধ করে–বিকেলে বেড়ায়–সন্ধ্যায় পর রান্না-খাওয়া। আবার রাতে দরজা বন্ধ।

ঝি-চাকররা মনে মনে হাসে। তারা জানে নতুন বিয়ের পর এমনই হয়ে থাকে।

সেদিন হঠাৎ ঊর্মিলা বললে,–একটা কথা।

–বল।

–এই যে আমি কপালে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে অন্যের চোখে ফাঁকি দিই, এ আমার ভাল লাগে না।

–কেন?

–কতদিন এরকম চলবে?

রমা হেসে উঠল।

বললে,–তুমি ত আমাকে পেয়েই গেছ–শুধু দুটি মন্ত্র পড়া বাকি। তার জন্যে মন খারাপ করে লাভ কি!

–ব্যবস্থাটা পাকাপাকি হবে কবে? আমার ভালবাসায় কি এখনও তোমার সন্দেহ–

রমা হাসল।

–হাসলে যে? ঊর্মিলা তাকাল মুখের দিকে।

রমা বললে,–দেখ, ভালবাসা ভাল, কিন্তু তার বেশি আলোচনা ভাল নয়।

–কেন?

–ভালবাসার কথা বেশি বললে সে ভালবাসায় সন্দেহ জাগে মনে। ভালবাসার কথা যেখানে বেশি হয় সেখানে প্রকৃত ভালবাসা থাকে খুব কম। ভালবাসার কথা সব চেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় পতিতালয়ে–কিন্তু যেখানে প্রকৃত ভালবাসা এতটুকুও থাকে না। বুঝলে?

BANGLADARSHAN.COM

–কথাটা ঠিকই বলেছ। আচ্ছা, আমি আর কখনো তোমার মনে আঘাত দেব না।

কয়েকদিন পর।

সেদিন সকালে উঠে রমা বললে,–আমাকে একবার আজ অফিসে যেতে হবে।

ঊর্মিলা রান্না করছিল। বললে–কেন বলত?

–মাস শেষ হলো, লোকেদের মাইনেপত্তর দিতে হবে ত! তা ছাড়া অনেকদিন যাইনি, অফিস যে কেমন চলছে দেখে আসা দরকার।

–বেশ ত। আমিও একবার যাব ভাবছি ও-বাড়িতে। একবার খবর নিয়ে আসি।

–তোমার যাওয়া কি খুব জরুরী?

–না। যদি তুমি আপত্তি কর ত যাব না।

–তোমার কোনও কাজে আপত্তি করেছি কখনও?

–বেশ ত, আমি না হয় তখন পরেই যাব। তুমি আজ কাজ সেরে এসো। কেমন?

–রান্না হয়েছে ত?

–হ্যাঁ, মিনিট দশেকের মধ্যেই হয়ে যাবে! ভাল কথা, আমাদের দুজনের টাকা একসঙ্গে রাখার কথা ছিল, তার কি হলো বলো ত?

রমা বললে,–আমি ত সব সময়ই রাজী। তুমি টাকা তুলে না আনলে হবে কি করে?

–বেশ, আমি তাহলে একদিন গিয়ে তুলে আনব। তুমিও যাবে সঙ্গে। সব থাকবে জয়েণ্ট একাউণ্টে।

–সেই ভাল।

ঊর্মিলা যখন রমাকে রান্না করে খেতে দিল, তখন তাকে দেখে যে কথাটা মনে জাগে, তা হলো অপরূপ একটা শুচিস্নিগ্ধতা তার মধ্যে বিরাজমান।

রমা তার আয়ত অপরূপ সুন্দর দুটি চোখ, সলাজ ভঙ্গিমা আর নববধূর মত অপরূপ মুখখানার দিয়ে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলে, সত্যিই সে বোধ হয় জীবনে ওকে নিয়ে সুখী হতে পারবে।

একটা ব্যথা কিন্তু জাগে মনে।

হাজার হলেও ঊর্মিলা বহুভোগ্যা–কিন্তু তা হোক না। আজ সে ঊর্মিলা আর নেই।

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা তাকে খেতে দিয়ে বললে,–কি ভাবছ?

–ভাবছি তোমারই কথা?

–পরে ভেব। এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আজ অফিসে যেতে হবে না?

রমা হেসে উঠে বললে,–হ্যাঁ, কথাটা আমার বেশ মনে আছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে উঠে রমা মুখ-হাত ধুয়ে বেশভূষা পরে চলল অফিসের দিকে।

ঊর্মিলা খেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসল একখানা উপন্যাস হাতে নিয়ে।

॥দশ॥

রমা অফিসে পৌঁছুল বেলা ঠিক এগারোটায়।

অফিসে গিয়ে সে যা শুনল, তাতে তার চক্ষুস্থির হবার উপক্রম। কেষ্ট সাহা তার নামে মামলা করেছে। সে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা করছে।

রমা ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বললে,—লেজার বইটা দেখি।

ম্যানেজার পাকা ঝানু লোক। তিনি হেসে বললেন,—সব ঠিক করে রেখেছি স্যার। কোনও চিন্তা নেই।

—বেশ, তবে মাইনের টাকাটা রাখুন। আর আমি যাচ্ছি একবার কোর্টে!

—সেই ভাল। ব্যোমকেশবাবুকে কেসটা দেবেন—উনি ভাল ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার।

—ঠিক বলেছেন।

রমা তখুনি নিচে নেমে এসে একখানা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে চলল কোর্টের দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

কোর্টে সারেণ্ডার পিটিশান করে রমা 'বেল্' পেয়ে গেল। ব্যোমকেশ বাবু সব শুনে বললেন—কোন ভয় নেই আপনার। এরকম ক্রিমিন্যাল কেস টেকানো কারো বাবার সাধ্যি নেই। আমার 'ক্রশ্' এর সামনে দেখুন না ব্যাটার কি হাল হয়।

রমা খুশী হলো।

আট টাকা ফি দিয়ে সে আবার ট্যাক্সি চেপে চললে অফিসে।

সকলের সঙ্গে কথা বললে—কাকে কিভাবে চলতে হবে নির্দেশ দিলে। তারপর চলে এলো গাড়ি।

এসে দেখে ঊর্মিলা উৎকণ্ঠিত ভাবে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

রমা ঢুকেই বললে,—ওদিকে কি হয়েছে শুনেছ ঊর্মিলা?

—না। কি হলো?

—কেষ্টা সাহা আমার নামে মামলা করেছে!

—মামলা! সর্বনাশ!

ঊর্মিলা মামলাকে বড় ভয় করে। একবার তাকে সব ভাড়াটের সঙ্গে টাকা নিয়ে মামলা লড়তে হয়েছিল। কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করা, উকিল-মোক্তার এসবকে ঊর্মিলা বড় ভয় করে।

রমা বললে,—কোনও ভয় নেই। আমি ত আছি। আমি মামলা চালাব।

—কিন্তু মামলা করলে গেন গো?

—বলেছে আমি নাকি ওর টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছি ওকে ঠকিয়ে!

বল কি! আচ্ছা লোক ত! তুলি কোর্টে গেছিলে আজ?

—হ্যাঁ, অফিস থেকে সব শুনে কোর্টে গেলাম। সেখান থেকেই আসছি এখন।

—কতদিন মামলা চলবে?

—চলুক না যতদিন খুশী। ভয় কি তোমার। ও জিততে পারবে না কিছুতেই।

—না জিতলেই বাঁচি। বাবা, শুনে আমার ত পিলে চম্‌কে গেছে!

রমা একটু থেমে বললে,—তুমি কি এখন বেড়াতে যাবে ঊর্মিলা?

BANGLADARSHAN.COM

—তাই চল। আজ একটু লেকে যেতে ইচ্ছে করছে। তুমি বলেছিলে নিয়ে যাবে—কিন্তু একদিনও সময় হচ্ছে না।

—তাহলে রাতের খাওয়া?

—কোনও হোটেলেই খেয়ে নেব।

—বেশ, তবে চল।

ঊর্মিলা সাজ-গোছ করে ঝি-চাকরকে রাতের খাবার পয়সা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রমার সঙ্গে।

ম্লানিমাময় আজ সন্ধ্যা।

বিশ্ব প্রকৃতি সন্ধ্যার আব্‌ছা ওড়নার ছায়ার কিছুটা বিশ্রাম নেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে যেন। কর্মশেষে সবার মনেই জাগছে বিশ্রামের তৃষ্ণা।

লেকের ধারে গিয়ে বসল ওরা দুজনে।

ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছে। লোকজন সব দূরে দূরে বসে আছে।

মাঝে মাঝে হেঁকে যাচ্ছে চানাচুরওয়ালা, ঘুঘ্‌নি, বেলফুল, মুড়ি এমনি কত সব হকাররা।

মৃদু হাওয়ায় গাছের মাথাগুলো কাঁপছে। একটা নারকেল কুঞ্জের পাশে বসে পড়ল ওরা দুজন।

রমা বললে,—বহুদিন তোমার গান শুনিনি ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা হেসে বললে,—শুনবে কি, দিনরাত শুধু যে উপোসের পালা শুরু করলে।

—ওটা ছিল আমার তপস্যা, তা না হলে কি শুদ্ধ প্রেম সম্ভব হয়?

—বেশ ত তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ ত?

—হ্যাঁ, তার জাজ্জল্য প্রমাণ ত পাশেই বসে আছে দেখা যাচ্ছে। একটা গান শোনাও তাহলে।

—গান শোনান যায় ঠিক, কিন্তু এখানে ত দেখছ, কত লোকজন ওধারে।

—অতদূর থেকে শোনা যাবে না। তাছাড়া আঁধার বেশ নেমে এসেছে। কেউ বুঝবে না।

ঊর্মিলা গুন্ গুন্ করে গান ধরলে,

‘এই মধুরাত শুধু ফুল পাপিয়ায়
এ মায়াময় শুধু তোমার আমার
মায়াবী চাঁদের সনে
চামেলী জাগিছে বনে
ফাগুন খুলিয়া দিল, প্রাণের দুয়ার।
দুটি হিয়া ছিল পাশাপাশি,
চাঁদ বলে দুজনার মাঝে আমি আছি,
দু’দিনের এই চাওয়া
নিবিড় করিয়া পাওয়া
এ জীবনে কভু যেন নাহি ভুলিবার॥’...

BANGLADARSHAN.COM

গান শেষ হলো।

রমা বললে,—অপূর্ব!

ঊর্মিলা হেসে বললে,—তাহলে আমি তোমাদের রেডিও আর্টিস্ট হবার উপযুক্ত?

রমা হেসে বললে,—তা ঠিক নয়। কারণ এই পরিবেশ, এই প্রেম আর এই হৃদয়-উচ্ছাসে যা ভাল লাগছে, তা হয়ত সবার কাছে ভাল না লাগতেও পারে। তবে তোমার গলা মিষ্টি। হয়ত চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে।

–তাহলে আমাকে তুমি গানে চান্স দিতে এখন নারাজ। ফিল্মে চান্স পাব ত?

–নিশ্চয়ই। আমার 'তৃষ্ণা নামিল চোখে' আর 'ফাগুন এসেছে বনে' দুটি ছবিরই তুমি হবে নায়িকা–মানে হিরোইন্।

ঊর্মিলা খুশী হয়ে বললে,–সত্যি, আমার জীবনের মোড় যে এভাবে ঘুরে যাবে, তা আমি কল্পনা করতেও পারিনি।

–এখন পারছ ত?

–তা ঠিক। এত সুখ, এত সৌভাগ্য যে আমার ভাগ্যে আসবে–

রমা বললে,–তুমি সৌভাগ্যবতী হয়েই জন্ম নিয়েছ ঊর্মিলা!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

এক সময় ঊর্মিলা বললে–সত্যি, আমি ভেবেই পাচ্ছি না কেষ্ট সাহা কেন মামলা করলে!

–বুঝতে পারছ না? তোমার শোকে!

–তাই বলে মানুষ এতটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কি করে হতে পারে?

BANGLADARSHAN.COM

রমা বললে,–আমি সত্যিই ভেবে পাইনা একটা বাজারের মেয়েছেলে নিয়ে মানুষ কি করে এতটা হানাহানি, এত কলহ করতে পারে। তুমি যদি কেষ্টর বৌ হতে তা হলেও বোধহয় এতটা আঘাত পেত না। কিন্তু তোমার জন্যে–

কথাটা বলে রমা তাকাল ঊর্মিলার দিকে।

দেখল ঊর্মিলার চোখদুটি অশ্রুভাবে টলমল করছে! সে বুঝতে পারল ঊর্মিলা ব্যথা পেয়েছে মনে, তাই বললে,–ছিঃ তুমি দুঃখ পেয়েছ আমার কথায়। আমি ত তোমার কথা কিছু বলিনি!

ঊর্মিলা বললে,–তা নয়–আমার মনে হচ্ছে তুমি এখনও আমাকে সন্দেহ কর।

–তোমার কথা ঠিক নয় ঊর্মিলা। আমি তোমাকে এখন শুভ্র অকলঙ্ক ফুলের মতই মনে করি।

ঊর্মিলা কিছু বললে না।

রমা ঠাট্টা করে বললে,–তুমি তাহলে আমার ভালবাসা থেকে একটুখানি কেটে বাদ দিয়ে তার জন্যে রেখে দিও। কেমন?

–আর ঠাট্টা করতে হবে না। চল্, ওঠা যাক্

–উঠবে?

–হ্যাঁ, তুমি যা আরম্ভ করেছ, আর ভাল লাগছে না আমার।

–বেশ ত চল।

দুজনে উঠল। তারপর লেকের চারপাশে আবার চক্কর দিয়ে ঘুরে দুজনে চলল একটা ট্যাক্সিতে চেপে বাড়ির দিকে।

ট্যাক্সির মধ্যে ঊর্মিলা সব সময় রমার একটা হাত বেশ নিবিড় করে চেপে ধরে ছিল। অবশেষে ট্যাক্সি এসে থামল এসপ্লানেডে।

অশোকা হোটেলে ঢুকে দুজনে খেয়ে নিল। তারপর বাড়ির দিকে ছুটে চলল গাড়ি।

কিছুদিন ধরে দু'পক্ষে জোর মামলা মোকর্দমা চলল।

সাক্ষী-সাবুদ, জেরা-জবানবন্দী, অনেক হলো, কিন্তু ফল কিছু হলো না। শুধু কিছু টাকা দু'পক্ষ থেকেই উকিলকে দিতে হলো।

কেষ্ট বুঝল, সে মামলায় জিততে পারবে না। কারণ তার পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই।

BANGLADARSHAN.COM

অগত্যা সে সরে গেল।

মামলা ডিসমিস হয়ে যাবার পর, সেদিন রমা বাড়ি ফিরে সব জানাল ঊর্মিলাকে।

ঊর্মিলা বললে,–বাবা বড়ঠাকুরের ওখানে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব। আমি মানত করেছিলুম। আমার ভয় ছিল যে আমাকেও সাক্ষী দিতে না টানে।

রমা বললে,–আমি থাকতে তোমাকে কিছুতেই কোর্টে যেতে দিতাম না।

–ঠিক কথা। তাহলে তুমি এবার ওসব কথা ভুলে যাও, পুরোদমে কাজ শুরু কর।

–তা ত করতেই হবে ঊর্মিলা। অনেক বাজে সময় নষ্ট হলো। যাই হোক, আমি যে জয়লাভ করেছি মোকর্দমায় ওতে আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো, এ জয় শুধু আমার নয়, এ তোমারও জয়।

–নিশ্চয়ই!

ঊর্মিলা ঝাঁপিয়ে পড়ল রমার বুকের উপর। তার দুটি চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগল। শুধু বললে,–তুমি যেন সেই ত্রেতাযুগের শ্রীরামচন্দ্র, পাষাণী অহল্যার তুমি শাপমোচন করেছ।

আর কোনও কথা বলতে পারল না সে।

রমা ডাকল,–ঊর্মিলা মুখ তোল।

ঊর্মিলা উত্তর দিলে না।

রমা আবার ডাকল,–ঊর্মিলা!

–উ।

অনেক কথা ছিল যে।

মুখ না তুলেই ঊর্মিলা বললে,–বল।

–আমাকে কাজ শুরু করতে হবে এবার। কিন্তু আমার টাকা আমি দিতে পারব না, তোমার একলাখ থেকেই তোমাকে হিরোইন্ করে দুটি ছবি শেষ করব আমি।

এবারে মুখ তুললে ঊর্মিলা!

বললে,–তাতে হবে?

–হ্যাঁ, যদি কিছু শর্ট পড়ে 'ডিস্ট্রিবিউটার' টাকা দেবে।

BANGLADARSHAN.COM

–কিন্তু তোমার টাকা দিতে আপত্তি কি?

–সত্যি কথা আজ তোমাকে বলছি, আমার টাকাই নেই। যেটুকু টাকা প্রডিউসার দিয়েছিল, তাতেই দু'রিল ছবি তুলেছি।

–সত্যি বলছ?

–হ্যাঁ, সত্যি। তাহলে তুমি দেবে ত টাকা?

–দেব।

–কবে আনবে বল?

–কালই বাড়িতে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসব তুলে।

–আমি তাহলে কাল অফিস আর ষ্টুডিওতে ঘুরে সব ঠিক করে ফেলি।

–বেশ ত, তৈরী হয়ে নাও তুমি।

–পরশু থেকে তাহলে কাজ শুরু হবে। আমি পাবলিসিটি করে দিচ্ছি। কেমন?

–দাও।

রমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো যেন আজ।

ঊর্মিলার চোখে সে আজ এত বড় হয়ে আছে যে, তা থেকে এতটুকু নিচে নেমে যেতে তার বড় আঘাত লাগছিল মনে কিন্তু তবু সত্যি কথাটা আগে বলে রাখাই ভাল। এই ভেবে সে বললে সব কথা।

॥এগারো॥

পরদিন সকাল।

খুব ভোরে উঠেছিল ঊর্মিলা। ভাল করে রান্না-বান্না করে সে রমাকে খেতে দিলে।

খেতে খেতে রমা বললে,–তুমি কি আজকেই যাবে? কাল গেলেও চলবে কিন্তু।

BANGLADARSHAN.COM

–তুমি যা বল।

–বেশ আজই যাও। তোমার চেক বই কোথায় আছে?

–ও বাড়িতে লোহার সিন্দুকে।

–একা যাবে ব্যাঙ্কে? অত টাকা!

–চাকরকে নিয়ে যাব ব্যাঙ্কে। তা ছাড়া ট্যাক্সিতে চেপে যাব।

–চাকর, ঝি এতদিন কিছু জিনিসপত্তর এধার-ওধার করেনি ত?

–না, ওরা সব বিশ্বাসী। ওদের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে?

–আচ্ছা ও বাড়িটাও ভাড়া দিয়ে দাও না কেন?

–সে যা হয় পরে করা যাবে।

–ঊর্মিলা রমার খাওয়া দেখছিল। এক সময় সে বললে,–আচ্ছা কেষ্টর দশ হাজার টাকা কি করলে?

–তা থেকে এক হাজার খরচ হয়েছে, ন' হাজার আছে।

–তুমি যা হতচ্ছাড়া লোক, সেও আছে কিনা সন্দেহ!

–বিশ্বাস কর, সে টাকা ঠিকই আছে।

–যদি আমি দেখতে চাই?

–দেখতে পাবে। আমি তা হলে আজ অফিসে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেলে তুলে আনব।

–বেশ ত, আন না। তাহলে আমার টাকার সঙ্গে এটাও রেখে দেবো! আর তোমাকে এক টাকাও খরচ করতে দেব না। আর খরচ করব আমি। নিজে চেক কেটে টাকা তুলব দরকার মত।

–বেশ, তাই হবে।

রমা খেয়ে উঠল। তারপর চলে গেল অফিসে।

সারাদিন অনেক ঘুরল সে। বড় বড় সব কাগজে ঘুরে পাবলিসিটি দিলে।

ষ্টুডিওতে গিয়ে পর পর কদিন সুটিং ডেট পাবে কিনা সে বিষয়ে জেনে নিল।

BANGLADARSHAN.COM

বললে শিগ্‌গীরই পুরো বেগে আমাদের কাজ শুরু হবে।

ষ্টুডিওর ম্যানেজার মিঃ সেন বললেন–আই উইশ ইউ গুড লাক্ মিঃ চক্রবর্তী।

রমা হেসে বললে,–আমার বই হিট্ করতে বাধ্য মিঃ সেন। তাছাড়া হিরোইন হবে নিউ ফেস্। এক্সেলেণ্ট তার চেহারা।

সেখান থেকে অফিসে ফিরল প্রায় দুটোয়। তারপর কাজ শেষ করে সোজা এলো বাড়ি। ব্যাঙ্ক থেকে ন'হাজার টাকা সে তুলে এনেছিল।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে দেখে ঘর অন্ধকার।

কেউ নেই। শুধু ঝি বসে আছে।

রমা বললে–তোমার মা কোথায় মানদার মা?

ঝি বললে,–তিনি গেছেন আপনি যাওয়ার আধঘণ্টা পরেই। এখনও ফেরেন নি।

–কিসে গেছেন?

–ট্যাক্সিতে চেপে গেলেন।

–কিছু বলে গেছেন?

–না।

–আশ্চর্য ত!

রমা তক্ষুণি আবার ট্যাক্সি চেপে গেল ঊর্মিলার বাড়ি।

সেখানে গিয়ে দেখতে পেল ঘরে আলো জ্বলছে। রমা ভয়ে ভয়ে ডাক দিলে–ঊর্মিলা!

ঝি বেরিয়ে এলো। বললে–মা ত নেই।

–আজ দুপুরে এসে গেলেন ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে ফিরে চলে গেলেন। বললেন, ফিরতে দু এক মাস দেরী হতে পারে। আমি তোমাদের তিন মাসের মাইনে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা থাক।

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল!

ঝি বললে–মা একখানা কাগজে কি সব লিখে দিয়ে গেছেন আপনাকে দেবার জন্যে।

–তাই নাকি? দেখি কি লিখে গেছে?

BANGLADARSHAN.COM

ঝি'র হাত থেকে কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল রমা।

তাতে লেখা:

আমি জানি তুমি আসবে আমাকে খুঁজতে।

কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না।

কেন, তার জবাব আমি দেব না–দিতে আমি বাধ্য নই। আমি চলে যাচ্ছি কিছুদিনের জন্যে কোলকাতা ছেড়ে। কার সঙ্গে যাচ্ছি, কবে ফিরব–কিছুই আমি বলব না তোমাকে।

তুমি যে নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছ, সেই দিকে যাত্রা কিছু করা যায় কিনা সেই চেষ্টাই দেখছি, তবে তা আমার টাকায় নয়।

আজকের মত ওইটুকুই। ইতি–

চিঠিটা বার দুয়েক পড়ে রমা আবার তাকাল মানদার মায়ের মুখের দিকে।

বললে–আর কিছুই বলে যায়নি?

–কিচ্ছু না।

–আচ্ছা, ট্যাক্সিতে একা উঠেছিল?

–হ্যাঁ, বলেছিল হাওড়া চল। গাড়িতে আর কেউ ছিল না।

রমা আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রমা মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই ঊর্মিলা আবার কেষ্টর পাল্লায় পড়েছে–তার সঙ্গেই কোথাও গেছে। কিন্তু কোথায় তা সে বুঝতে বা কল্পনা করতেও পারলে না।

অনেক চিন্তা করে সোজা গেল কেষ্ট সাহার বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে কলিং বেল্ টিপতেই একজন লোক এসে বললে–কাকে চাই?

–কেষ্টবাবু আছেন?

–হ্যাঁ।

–বল, রমাবাবু দেখা করতে এসেছেন।

–বাবু এখন দেখা করবে না কারো সঙ্গে।

–কেন?

BANGLADARSHAN.COM

–তিনি ব্যস্ত। মানে সন্ধ্যায় উনি একটু...

রমা বললে–আমি সব জানি। আমার নাম বললে দেখা করবেন।

কেষ্ট কিন্তু রমার নাম শুনেই দৌড়ে এলো। বোঝা গেল সে মদ খাচ্ছিল। বেশ উত্তেজিত সে। চীৎকার করে উঠে বললে–কি চাই এখানে?

রমা বললে–আমি যে আপনার টাকাটা মেরে দেবনা, সেটা প্রমাণ করতেই এলাম। আপনি ত অনেক কিছু করলেন–কিন্তু আমি আপনার টাকা ফেরৎ দেব।

–ঠিক?

–নিশ্চয়ই! তবে বই শেষ করতে যা দেরী হয়!

আপনাকে বিশ্বাস করি না আমি–তবু বলছেন যখন অপেক্ষা করা ছাড়া আমার ত করবারও কিছু নেই।

রমা বললে–একটা কথা বলব?

–বলুন।

—বছর খানেক লাগবে আমার বই তুলতে। তার পরে পাঁচশো করে টাকা মাসে মাসে দিয়ে আপনার ধার শোধ করব।

—বেশ তাই করবেন।

—আর একটা কথা! ঊর্মিলা কোথায় জানেন?

—ঊর্মিলা? মানে কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলা? সে ত এখন আপনার কাছে—

—আঃ, নেশা করেছেন বড্ড। আমার কাছে নেই বলেই ত জানতে চাই

—ও, তাহলে ঊর্মিলা নেই আপনার কাছে?

—না।

—বাড়িতেও নেই?

—না।

—বাঃ, নাইস! ঊর্মিলা হ্যাড্ গন্! ভাল, ভাল। তাহলে আপনারও এখন একই অবস্থা, সেই বিরহ। গুড্! তবে আসুন এখন আমার সঙ্গে একটু ড্রিংক—

BANGLADARSHAN.COM

—না। ওসব চলে না আমার।

—চল্‌বে, চল্‌বে। একটু খান, দেখতে পাবেন অমৃত—

—অমৃতে আমার যে অরুচি।

—তবে আর কি বলব! অল্ রাইট। এই যে গো। আপনি তাহলে আসুন। নমস্কার!

রমা বললে—ঊর্মিলা শেষ হাওড়া ষ্টেশনে গেছে বলে জানি।

—তারপর আর জানেন না।

—না।

—ওদের ব্যাপারই ত এই! নিত্য নতুন নাগর—নিত্য নব অভিসার। তার ওপর টাকা আছে, বাড়ি আছে, ও ত এখন স্বার্থের ঊর্বশী! নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনকাননবাসিনী ঊর্বশী!

—আপনার খুব নেশাই ধরে গেছে। স্যার যাক্ আমি তা হলে চলি।

—আরে দাঁড়ান—দাঁড়ান? নেশা হয়ে গেছে মানে?

–মানে ঊর্মিলা পালিয়েছে শুনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন আর কি।

–বুঝেছি–মোটা রকম দাঁও মারার তালে ছিলেন–সেটা ফস্কে যাওয়ার জন্যে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন–এই ত।

রমা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারল না।

সে বেরিয়ে পড়ল কেষ্টর বাড়ি থেকে।

BANGLADARSHAN.COM

॥বারো॥

ঊর্মিলাকে তারপর আমরা দেখতে পেলাম হাওড়া ষ্টেশনে একটা ট্যাক্সি থেকে নামতে। একটা কুলির মাথায় বাক্স দুটো আর বেডিং চাপিয়ে দিলে সে।

সোজা ওয়েটিং রুমে গিয়ে সেগুলো নামিয়ে দিল কুলিটা। তারপর ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

বোম্বে মেলের একটা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে আনল ঊর্মিলা। তারপর সোজা গিয়ে উঠল গাড়িতে।

গাড়ি ছাড়তে তখন প্রায় আধঘণ্টা বাকী।

হুইলারের স্টলে গিয়ে একটা ম্যাগাজিন কিনল ঊর্মিলা। তারপর গাড়িতে উঠে বসে সেটা পড়তে লাগল বেশ মনোযোগ দিয়ে।

একটু পরে কয়েকজন লোক উঠল গাড়িতে। ঊর্মিলার ঠিক সামনের সিটে উঠলেন একজন বাঙালী ভদ্রলোক। পরনে দামী স্যুটে মুখে টোব্যাকো পাইপ। গাড়ীর প্রায় সব যাত্রীই অবাঙালী।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পাইপ টানছিলেন। ঊর্মিলার বড় অসুবিধে হচ্ছিল। সে নাকটা সিঁটকে তাকাচ্ছিল লোকটির দিকে একটু বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে।

ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন যে তাঁর জন্যে ঊর্মিলার বেশ একটু অসুবিধে হচ্ছে।

তিনি তখুনি আগুন নিভিয়ে পাইপটা ঝেড়ে ফেলে সেটা পকেটে রেখে দিলেন। তারপর একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন বের করে তার মধ্যে মনঃসংযোগ করলেন।

ট্রেন ছুটে চলল!

ঊর্মিলা বাংলা যে ম্যাগাজিন বই ইত্যাদি সঙ্গে করে এনেছিল সেগুলোই পড়তে লাগল।

একটু পরে রাত গভীর হলো।

ভদ্রলোক রিফ্রেশমেণ্ট কার থেকে আগত একটি কুলিকে খাবারের অর্ডার দিলেন।

ঊর্মিলা কিছু খেল না।

ট্রেনের মধ্যে অচেনা লোকের হাতে রান্না খাবার খেতে ঊর্মিলার ইচ্ছা ছিল না। সে কিছু কড়া পাক সন্দেশ কিনে নিয়েছিল একটা ঝুড়িতে করে। সেই কয়েকটা বের করে খেয়ে সামান্য জল খেয়েই সে রাতটা কাটিয়ে দিল।

BANGLADARSHAN.COM

পরদিন সকালে ভদ্রলোক চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর সঙ্গে আনা একটা বিস্কুটের টিন বের করলেন। ঊর্মিলার দিকে চেয়ে বললেন,—একটা কথা বলব?

—বলুন।

আপনি কাল রাতে কিছুই খাননি দেখলাম। কিন্তু ঈ, আই, আর লাইনে বোম্বের দূরত্ব একশো কি দেড়শো মাইল বেশি পড়ে, তাই সময় লাগে অনেক বেশি। আজও সারা দিনরাত গাড়িতে থেকে কাল ট্রেন পৌঁছুবে বোম্বে প্রায় দুপুরে। তাই জিজ্ঞেস করছি না খেয়ে কদিন চালাবেন?

ঊর্মিলা হেসে বললে, ঠিকই বলেছেন, কিন্তু ট্রেনের অচেনা ওই বেয়ারাদের হাতের রান্না ভাত আমি ঘেন্নায় খেতে পারব না। তাইত কড়াপাক সন্দেশ কিছু কিনে নিয়েছিলাম। ওই খেয়েই কেটে যাবে।

—আচ্ছা বিস্কুট খেতে আপনার কোনও আপত্তি নেই ত?

—না।

ভদ্রলোক তখন কয়েকটি বিস্কুট বের করে ঊর্মিলাকে দিলেন। নিজেও কয়েকটা নিলেন। তারপর বাক্সটা বন্ধ করে তুলে রাখলেন।

একটু পরে চা এলো। চায়ের পট থেকে দুটো ভাগে চা ঢাললেন।

ঊর্মিলা চা খেতে খেতে বললে,–আপনি যাবেন কোথায়?

–বোম্বে।

–আপনি বাঙালী দেখছি, বোম্বেতেই বার মাস থাকেন?

–হ্যাঁ। বোম্বেতেই আমার ব্যবসা। আমার পৈতৃক বাড়ি হলো হুগলী জেলা। আমি বছরে একবার কি দু বার দেশে যাই।

চা খাওয়া শেষ হলো।

ভদ্রলোক একটু পরে বললেন, আচ্ছা, আপনাকে দেখে ত বিবাহিতা মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি একা চলেছেন...

ঊর্মিলা বুঝতে পারল তার কপালের সিঁদুর দেখে ভদ্রলোক এই ধারণা করেছেন।

ভদ্রলোকের ভুল ভাঙবার ইচ্ছা তার হলো না, সে তাই বললে, হ্যাঁ, আমি আগে যাচ্ছি, উনি পরে আসবেন।

–উনি কি করেন?

BANGLADARSHAN.COM

–ব্যবসা করেন।

–আপনি কি এর আগে কখনও গেছেন?

–না, এই প্রথম।

–কোথায় উঠবেন ঠিক করেছেন?

–প্রথমে হোটেলে উঠব, তারপর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে নেব ভেবেছি, ইতিমধ্যে উনি এসে যাবেন।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, কিন্তু বোম্বেতে ফ্ল্যাট পাওয়া মুখের কথা নয়–আর হোটেলে আপনি মেয়েছেলে একা উঠতে পারবেন না। তাই যত সহজে ওটার মীমাংসা করতে পারবেন ভেবেছেন তা হবে না।

তাছাড়া একা মেয়েলোক হোটেলে থাকাটাও যথেষ্ট বিপজ্জনক।

কথাগুলো শুনে ঊর্মিলা যথেষ্ট চিন্তিত হলো। সে ভেবেছিল যতো সহজে সব সমস্যার সমাধান হবে, তা কিন্তু আসলে হলো না। তাই তার মনের মধ্যে একটু অহেতুক চাঞ্চল্য এসে দানা বাঁধে।

ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝতে পারেন ঊর্মিলার মনের ভাব। তিনি বলেন–যাক্ চিন্তিত হবেন না, দু একটা ভাল মেয়ে হোষ্টেল আছে। সেরকম একটা দেখে উঠতে পারবেন। আমি সাহায্য করব আপনাকে, যদি প্রয়োজন মনে করেন।

ঊর্মিলা হেসে বললে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

গাড়ি ছুটে চলল, আবার।

দু পাশের বন জঙ্গল, পাহাড়, নদীনালা ভেদ করে উল্কাবেগে ছুটে চলল ট্রেন।

ষ্টেশনে গাড়ি থামে। কিছু যাত্রী ওঠে–কিছু নেমে যায়।

দুপুরে ভদ্রলোক খাবার অর্ডার দিলেন। ঊর্মিলা আগের মতই সামান্য খাবার খেল।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনার শরীর দুর্বল না হয়ে যায়–তাই ভাবছি।

ঊর্মিলা হেসে বললে–মেয়েরা দু-একদিন পুরো উপোষ দিলেও মরে না।

ঊর্মিলার মনের ধীরতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক সত্যি খুশী হলেন।

BANGLADARSHAN.COM

তিনি বললেন–বাঙালী মেয়ে যে একা বাংলা থেকে বোম্বে গিয়ে মউজে একা থাকতে পারে, এতটা অগ্রগতি যে বাংলা দেশের হয়েছে তা আমি ধারণা করতেই পারি না।

ঊর্মিলা হাসল শুধু।

কোনও উত্তর দিলে না সে এ কথার!

দীর্ঘক্ষণ কাটল। ভদ্রলোকের নামও ঊর্মিলা জানতে পারল ধীরে ধীরে। হীরেন সেন। ভদ্রলোক বেশ স্মার্ট বলেই মনে হলো ঊর্মিলার। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালে যথেষ্ট নির্ভরতা জাগে মনে।

দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল।

ট্রেন এসে থামল ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে।

গাড়ি থেকে লোকজন নেমে পড়তে লাগল, ঊর্মিলা ও হীরেনবাবু নামলেন।

হীরেনবাবু তাঁর ও ঊর্মিলার মালপত্র একটা কুলির মাথায় চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে বললে–আগে আপনার জন্যে একটা মেয়ে হোষ্টেল ঠিক করে দিই, তারপর আমি বরং বাড়ি যাব!

–না না, আমিই বরং যাব। ঠিকানা দিন।

–তা হয় না।

–কেন?

–আপনি আমার উপরে নির্ভর করেছেন। আপনি বাঙালী। আপনাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।

–বেশ তবে চলুন?

–ট্যাক্সিতে উঠে বসল দুজনে।

ট্যাক্সি ছুটে চলল দাদারের দিকে।

ঊর্মিলা বললে, আপনি অহেতুক কেন কষ্ট করবেন আমার জন্যে।

ভদ্রলোক হাসলেন অমলিন হাসি।

বললেন–কর্তব্যজ্ঞানের মান সকলের ঠিক সমান নয়।

–কথাটা ঠিকই বলেছেন বটে, তবে একটা কথাও পাল্টা বলা যায়!

–কি, বলুন।

BANGLADARSHAN.COM

–পথে নারীকে একা বিপদে পড়তে দেখতে পেলে যেমন কেউ সাহায্য করে, কেউ আবার দেখছি তাকে ধ্বংস করতেই এগিয়ে আসে। ধ্বংসেই প্রলুব্ধ হয়।

–না ওটা ভুল ধারণা।

–মোটেই তা নয়। আমার নিজের জীবনেই আমি এমনটা বহুবার অনুভব করেছি।

ঊর্মিলা দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

–হয়ত কোথাও কোথাও একজন লোক এমন নীচাশয় হতে পারে–কিন্তু সবাই মানে বেশির ভাগ তা নয়!

ঊর্মিলা হেসে উঠল।

বললে–আপনার থেকে আমি-মানুষ জন কম চিনি না হীরেনবাবু।

হীরেন কোনও উত্তর দিলে না।

দাদার মেয়ে হোষ্টেলে পৌঁছেও কিন্তু এদের বিমুখ হতে হলো।

সীট খালি নেই।

ঊর্মিলা বললে–তাহলে এখন উপায়?

হীরেন বললে–ভয় নেই; মেরিন ড্রাইভের কাছে আর একটা লেডিজ হোস্টেল আছে বলে আমি জানি।

–বেশ ত চলুন।

দুজনে আবার ট্যাক্সি চেপে এলো মেরিন ড্রাইভে। সেখানে একটা ঘর খালি হবে দিন দুই পরে। তবে তার আগে থাকার উপায় নেই।

হীরেন বললে–যাকগে চলুন এক কাজ করা যাক্।

–কি বলুন।

–যতদিন সীট না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন না হয় আমার বাড়িতেই আশ্রয় নেবেন।

ঊর্মিলা চিন্তিত হলো।

সামান্যমাত্র পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া কি তার উচিত হবে? তা ছাড়া তাঁর আত্মীয়স্বজনই বা কি ভাববে?

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা বললে–সেখানে ত আপনার আত্মীয় স্বজন আছে–

হীরেন হেসে বললে–বাবা, মা বহুদিন গত–বিয়ে করিনি। তাই আত্মীয় বলতে আমার শুধু এক বিধবা পিসীমা ছাড়া কেউ নেই। আর একজন ঝি ও একটি চাকর।

ঊর্মিলা বললে–পিসীমাকে কি বলবেন আমার বিষয়ে?

–যা সত্যি তাই বলব?

–অর্থাৎ?

–পথ-পরিচিতা সঙ্গিনী।

–তা না হয় হলো, কিন্তু হোস্টেলে সিট পেলেই আমি চলে আসব কিন্তু। তা না হলে আমার স্বামী রাগ করবেন।

–বেশ, তাই করবেন।

বলে হি হি করে হেসে উঠলো হীরেন।

–হাসলেন যে!

–দেখুন, আমরা ব্যবসায়ী লোক। মানুষের সঙ্গে মিশলেই সব বুঝতে পারি। আপনার স্বামীর সঙ্গে যে আপনার বর্তমানে সদ্ভাব নেই তা বুঝতে পেরেছি। তা না হলে তিনি সব জেনে একা আপনাকে এভাবে ছেড়ে দিতেন না–যত আপ্‌টু-ডেট্‌ই আপনি হোন না কেন!

ঊর্মিলা কোনও উত্তর দিলে না।

দুজনে উঠে বসল ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সি ছুটে চলল সান্তাক্রুজের দিকে।

সান্তাক্রুজ অঞ্চলে হাসনাবাদ লেনে একটা সুন্দর ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করে হীরেন।

দুজনকে নিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়াল বাড়িটার সামনে।

দুজনে নেমে পড়ল।

ঊর্মিলা ট্যাক্সি ভাড়া দিতে গেল–কিন্তু বাধা দিয়ে হীরেন ভাড়াটা দিয়ে দিল।

ঊর্মিলা কোন কথা বললে না আর।

BANGLADARSHAN.COM

একজন মাঝবয়েসী চাকর এগিয়ে এলো মালপত্র সব নামিয়ে রাখতে।

হীরেন তার হাতে মালপত্রের ভার দিয়ে ঊর্মিলাকে নিয়ে প্রবেশ করল বাড়ির মধ্যে।

হীরেনের পিসীমা সব শুনে বললেন–যাক্, বুদ্ধি করে যে মাকে নিয়ে এসেছিস খুব ভাল। তা না হলে কোথায় যেত–সত্যিই এখানে বাঙালীদের থাকার ব্যবস্থা করা কম ঝামেলার ব্যাপার নয়।

ঊর্মিলা বললে–আমি দু একদিনের মধ্যেই হোষ্টেলে সিট পেয়ে যাব পিসিমা।

পিসিমা নলিনী দেবী বললেন–তুমি যতদিন খুশী এখানে থাক মা। তারপর গলার স্বরটা নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন–স্বামীর সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে নাকি?

–হ্যাঁ পিসীমা?

–রাগ করে চলে এসেছ বুঝতে পারছি। তা এখানে কি করবে?

–ফিল্মে অভিনয় করব।

–কিন্তু তুমি কি সে কাজ কখনও করেছ?

–না।

–তবে বুঝলে কি করে যে তুমি তা পারবে?

–আমায় উনি বলেছিলেন যে আমি নাকি পারব একাজ।

ঠিক বলেছিলেন তিনি–কারণ তোমার চেহারা সত্যিই মা লক্ষ্মীর মতো। তোমার সাফল্যলাভ করতে বেগ পেতে হবে না নিশ্চয়ই।

ঊর্মিলা কোনও জবাব দিলে না। শুধু করুণ একটু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

–হাসলে যে?

–আমি যদি ফিল্মে নামতে না পারি পিসিমা তবে ওঁর কাছে আমি হেরে যাব।

–কেন দুজনে কি এই নিয়ে ঝগড়া?

–ঝগড়া নয়। আমি যে এখানে আসব তা কেউ জানতে বা কল্পনা করতেও পারেনি।

পিসীমা একটু চিন্তা করে বললেন–হীরেনের সঙ্গে ত ফিল্ম লাইনের দু একজন লোকের আলাপ আছে বলে শুনেছি। ও চেষ্টা করলে হয়ত তুমি চান্স পেতেও পার। তবে তোমাকে ভাল করে হিন্দী ভাষা শিখতে হবে।

ঊর্মিলা বললে–হিন্দী আমি মোটামুটি ভালই বলতে পারি। আমি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি–তা ছাড়া মা গান, বাজনা, হিন্দী, ইংরাজী সব আমাকে শিখিয়েছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

–তবে ত ভালই। হীরেন এখন কাজে বেরিয়ে যাবে। ও ফিরে এলে সব বলো নিশ্চয়ই তুমি অন্ততঃ দু একটা চান্স সত্বরই পাবে বলে আশা করি।

॥তেরো॥

চিত্র পরিচালক মিঃ শর্মা আর প্রযোজক মিঃ সিং-এর সঙ্গে ঊর্মিলার আলাপ হলো এই হীরেনের মাধ্যমেই।

ঊর্মিলা ওদের বলল যে–প্রয়োজন হলে সে প্রথম দু একটা ছবিতে খুব কম টাকায় কাজ করবে–তারপর তার অভিনয় প্রতিভার সুখ্যাতি যদি হয়, তখন সে অন্যদিকেও চেষ্টা করবে।

ঊর্মিলা হীরেনকে গোপনে বলেছিল যে, সে সঙ্গে করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছে। একটা ভাল ব্যাঙ্কে সে একাউণ্ট খুলে টাকাটা জমা দিয়েছে। প্রয়োজন হলে সে যে কোন ফিল্মে পার্ট ফাইন্যান্স করতেও পারে শেয়ার হিসাবে—সে কথাও হীরেনকে বলেছে সে।

হীরেন বলেছে—ওকথা আগে ওদের বলো না।

—কেন?

—তবে ফল খারাপ হবে—এরা তখন তোমার টাকা টেনে বার করার জন্যে নিজেরা কম ফাইন্যান্স করবে। তুমি বলো যে তুমি ইচ্ছা করলে দু পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কিনতে পার। যাক্—এই পর্যন্ত। আর কোনও কথা নয়।

মিঃ শর্মার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঊর্মিলা খুব আনন্দ প্রকাশ করলে।

মিঃ শর্মা ষ্টুডিওর অফিস রুমে নিয়ে গিয়ে হীরেন ও ঊর্মিলাকে বসালে।

ঊর্মিলা সুন্দর করে সাজগোছ করেছিল। মিঃ শর্মা তাঁর চোখের কষ্টি পাথরে ঊর্মিলাকে ভাল করে ঘষে বুঝলেন যে তাকে দিয়ে ভাল বিজনেসই হ'বে তার। মেয়েটিকে প্রথম চান্স দিলে টাকা দিতে হবে কম—অথচ সুন্দর 'ব্রাইট ফেস্—বইটির গল্প ভাল হলে তা 'হিট' করবেই।'

BANGLADARSHAN.COM

মিঃ শর্মা হিন্দিতে বললেন—আপনি হিন্দী জানেন?

—মোটামুটি।

—বেশ আমাদের সঙ্গে সব সময় হিন্দিতেই কথা বলবেন—তা হলে আপনার ভাষাটা রপ্ত হয়ে যাবে।

—ধন্যবাদ!

—আপনার কয়েকটা ভাল 'ষ্টিল্ ফটো' নিতে হবে—কালকে সে কাজ হয়ে যাবে। তারপর অবস্থা বুঝে আমার ছবিতে অথবা অন্য কোন পরিচালকের ছবিতে নামান যাবে। আপনাকে প্রথম একটু ভাল করে রিহার্শেল দিতে হবে।

ঊর্মিলা বললে—আপনাদের বর্তমানে নতুন ছবি কি উঠছে মিঃ শর্মা?

—আমাদের পরবর্তী ছবি উঠছে 'পহেলী সোহাগ রাত।' বইখানা মিঃ ত্রিপাঠী বলে একজন ভদ্রলোক লিখেছেন।

—কি বিষয় নিয়ে রচিত?

—সামাজিক সাবজেক্ট।

–সামাজিক সাবজেক্টে একটিং করতে বাঙালী আর্টিষ্টরা ভালই পারবে মনে হয়।

মিঃ শর্মা বললেন–কথাটা ঠিক। যে সব বাঙালী আর্টিষ্ট বোম্বেতে এসে খ্যাতি অর্জন করেছেন তারা সকলেই বেশির ভাগ সামাজিক ছবিতে অভিনয় করেন।

ঊর্মিলা বললে–তাহলে কালকেই আমরা আবার আসব–কেমন?

মিঃ শর্মা বললেন–আচ্ছা, একটু বসুন, আমি দেখি এই ছবির ফাইন্যান্সার মিঃ সিং এসেছেন কিনা।

হীরেন বলছে–ও, মিঃ সিং এ ছবির ফাইন্যান্সার?

–হ্যাঁ।

আমার সঙ্গেও ত ভদ্রলোকের পরিচয় আছে। ওঁর সঙ্গে আমার এক্সপোর্টের ব্যবসায় সূত্রে একবার আলাপ হয়েছিল।

–তাই নাকি? আচ্ছা বসুন আপনারা, আমি দেখছি।

মিঃ শর্মা বেরিয়ে গেলেন।

BANGLADARSHAN.COM

মিঃ সিং তখন সবে ষ্টুডিওতে এসে কয়েকজন টেক্‌নিসিয়ানের সঙ্গে নানা কথা বলছিলেন–মিঃ শর্মা তাঁকে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে ঊর্মিলার বিষয় জানালেন।

মিঃ সিং বললেন–বসুন দেখি।

দুজনে ভেতরে এলেন।

মিঃ সিংকে দেখে হীরেন চিনতে পারলো। তিনি হীরেনকে দেখে বললেন–ও, উনি তা হলে আপনার আত্মীয়া?

হীরেন হেসে বললে–না, ঠিক আত্মীয়া নয়, তবে পরিচিতা বলতে পারেন।

হীরেন সব কথা মিঃ সিংকে খুলে বললেন। এমনকি ঊর্মিলা যে কিছু টাকার শেয়ারও কিনতে পারে তাও জানালো।

মিঃ সিং বললেন–তা হলে ত খুবই ভাল হয়। উনি যদি দশ হাজার টাকার শেয়ার কেনেন আর ওঁর যা অভিনয়ের চার্জ হবে সব মিলিয়ে টাকাটা আমাদের এই ছবিতে ওঁর শেয়ার থাকবে। কেমন?

হীরেন ও ঊর্মিলা তাতে রাজী হলো!

মিঃ সিং বললেন–দেখুন, একটা ছবি শেষ করে রিলিজ হতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। তাই যদি ফাইন্যান্স করেন, এক বছর পর্যন্ত টাকাটা থাকলে কোন ক্ষতি হবে না ত?

ঊর্মিলা বললে—না, বিশেষ অসুবিধা হবে না তাতে। অবশ্য আশা করি ছবিতে লাভ ভালই হবে।

—নিশ্চয়ই।

ছবির লোকেদের ওপর ঊর্মিলার আস্থা অনেকটা কমে গিয়েছিল। সে তাই ভাবলে যে এভাবে টাকা দিতে গেলে ভাল করে লেখাপড়া করে নিতে হবে। তবে সে কথা হীরেনকে পরে খুলে বলবে এই কথাই ভাবল সে।

মিঃ সিং গিয়ে বললেন—মিঃ শর্মা তাহলে কাল আপনার ফটো কয়েকটি নিয়ে দেখবেন আপনার ফেস্ ক্যামেরাতে কেমন আসে। আপনার মুভ্‌মেণ্টও পরীক্ষা করতে হবে। মনে হয় চলে যাবে।

মিঃ শর্মা বললেন—ভয়েসটাও টেষ্ট করে নেব। তা হলে ভাল হয়।

মিঃ সিং বললেন—বেশ ত' তাও করে নিতে পারেন। মনে হয় মুভমেণ্ট ও ভয়েস বেশ ভালই আছে।

মিঃ শর্মা হেসে বললেন—ফটোও যে নেহাৎ খারাপ আসবে না, তা বোঝা যায়।

ঊর্মিলা বললে—আমার দু একটা ফটো অবশ্য সঙ্গে এনেছি।

প্রায় ছ'মাস আগে তোলা—কলকাতার সাধারণ ষ্টুডিওতে তোলা।

—কই দেখি।

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা ফটোগুলো বের করলে।

ফটোগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখে মিঃ শর্মা বললেন—তা মন্দ আসেনি ক্যামেরায়। তবে নাকটা একটু চাপা।

মিঃ সিং হেসে বললেন—ওতে কোনও অসুবিধে হবে না। প্রয়োজন হলে প্ল্যাষ্টিক নাক লাগিয়ে মেক্-আপ্ করে নেওয়া যাবে।

মিঃ শর্মা বললেন—দেখুন, 'পহেলী সোহাগ রাত' ছবিতে তিনটি প্রধান নারী চরিত্র। তিনটির কোন্‌টি কি রকম চরিত্র এবং গল্পটি কি তা কাল আপনাকে জানাব। আপনি মনে মনে চিন্তা করবেন কোন্ চরিত্র ঠিক স্যুট করবে আপনাকে।

ঊর্মিলা বললে—আমার ইচ্ছামত চরিত্র ত আর আমাকে দেওয়া হবে না।

কে বললে তা হবে না? আমাদের এখানে নিয়ম ঠিক কোলকাতার মত নয়। আর্টিষ্টদের মধ্যে প্রধান দু-তিনটি চরিত্র যখন বেশ মন দিয়ে করা হয়, ছোটখাট 'এক্‌স্ট্রা গার্লরা' পর্যন্ত এখানে বেশ মর্যাদা পায়—অন্ততঃ কোলকাতার তুলনায় বেশি।

ঊর্মিলা হেসে বললে—আপনি কি কোলকাতায় কখনো গেছেন?

মিঃ শর্মা হেসে বললেন—অনেকবার। ওখানে এর আগের একখানা ছবির আউটডোর শট্ পর্যন্ত তুলেছি। ওদের সঙ্গে আমাদের ফিল্ম তোলার নিয়ম আকাশ পাতাল পার্থক্য। ম্যালাড, দাদর বা চেম্বুরে ওই যে ষ্টুডিও আপনি দেখেছেন ঊর্মিলা দেবী, এরা প্রত্যেকেই ব্যবসা করার উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেন। এখানে সেন্টিমেণ্ট বা খেয়ালের প্রশ্ন কম—ব্যবসায়ই মুখ্য। আর আপনাদের বাংলা দেশে অধিকাংশ প্রযোজকই ফিল্ম তোলে শুধু শখের খাতিরে। ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী অনেক কম—তাই তারা এত মার খায়।

ঊর্মিলা হেসে বললে—তাই ত ফিল্মে নামার জন্যে আমি কোলকাতায় ষ্টুডিওতে না ঘুরে সোজা এলাম বোম্বাই।

মিঃ শর্মা বললেন—ভালই করেছেন। মনে হয় বেশ ভালভাবেই খ্যাতি অর্জন করতে পারবেন।

ঊর্মিলা তারপর বিদায় নিল সেদিনের মত। নিজের ঠিকানাটা দিলে মিঃ শর্মাকে—তারপর এ কথাও জানাল যে একটা ফ্ল্যাট বা মেয়ে হোষ্টেলে সিট্ পেলে সে হীরেনবাবুর বাড়ি ছেড়ে দেবে। তবে বর্তমানে সে ঐ ঠিকানাতে আছে।

মিঃ সিংহ ও মিঃ শর্মাকে নমস্কার জানিয়ে ঊর্মিলা বেরিয়ে পড়ল ষ্টুডিও ছেড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

পরদিন বেলা দশটা।

হীরেন গিয়েছিল তার অফিসে—অত্যন্ত জরুরী কাজ ছিল তার সেখানে তাই তাকে যেতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

অগত্যা ঊর্মিলা একাই গেল ষ্টুডিওতে।

সেখানে গিয়ে দেখল মিঃ সিংহ নেই। মিঃ শর্মা একা বসে আছে তার জন্যে। ঊর্মিলার গোটাকয়েক ষ্টিল ফটো নেওয়া হলো। তারপর মিঃ শর্মা বললেন—যদিও বইটা আমরা সিলেক্ট করেছি তবু আপনি যখন নায়িকার ভূমিকা নেবেন এবং কিছু ফাইন্যান্সও করবেন, তখন 'ষ্টোরি'টা আপনার শোনা উচিত।

ঊর্মিলা হেসে বললে—বেশত!

গল্পটা পড়তে লাগলেন মিঃ শর্মা।

সাধারণ 'ট্রাঙ্গুলার' গল্প...

এক ধনীপুত্রের সঙ্গে এক গরীব মেয়ের প্রেম—বাবাকে না জানিয়ে ছেলেটি বিবাহ করলে মেয়েটিকে। এদিকে এক ধনীর কন্যার সঙ্গে বাবা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন—শুনে ছেলে রেগে প্রতিবাদ করলে। ঝগড়া হলো—ছেলে চলে গেল ঘর ছেড়ে। বাবা অটল রইলেন। ছেলেটি প্রচণ্ড সংগ্রাম করে ঠিক সংসার চালাতে লাগল গরীব মেয়েটিকে অর্থাৎ স্ত্রীকে নিয়ে। একটি ছেলেও হলো তার।

ওদিকে যে ধনী মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে স্থির হয়েছিল, সে দূর থেকে ছেলেটিকে দেখে তাকে ভালবাসতে শুরু করে। সে অবিবাহিতাই রয়ে গেল—এমন কি একটি ছেলে তাকে খুব ভালবাসলেও সে তাকে বিয়ে করলো না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন মোটর এক্সিডেণ্ট। ধনী ভদ্রলোকের দু'বছরে নাতি পড়ল গাড়ীর তলায়। আঘাত অবশ্য মারাত্মক হল না।

তাকে নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে এসে ধনী ভদ্রলোক দেখল সেই তাঁর নাতি। ছেলে ও ছেলের গরীব বৌটিকে দেখে তাঁর মনে দোলা লাগল। তিনি তাঁদের নিয়ে যেতে চাইলেন।

ছেলে ও ছেলের বৌ কিন্তু যেতে চাইল না।

এদিকে ধনীর মেয়েটি সব জানতে পারল। সে নিজে এসে দেখা করে ওদের বললে, আমিই অপরাধী। আমার জন্যই পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব। আপনারা ঘরে ফিরে যান, আমি চলে যাচ্ছি দেশ ছেড়ে।

কিন্তু গরীবের মেয়ে অর্থাৎ ছেলেটির বৌ দেখলে তার জন্যেই যত অশান্তি—সে হঠাৎ একদিন ধনীকন্যার বাড়ি গিয়ে তার হাতে নিজের ছেলেটিকে তুলে দিয়ে করল আত্মহত্যা।

BANGLADARSHAN.COM

সবাই এলো, চোখের জল ফেলল। অবশেষে ধনীকন্যাটির সঙ্গে হলো পুনর্বিবাহ! এর মধ্যেই ছেলেটির মা, বোন, গরীবের মেয়ের বাবা, মা, ভাই, ধনীকন্যার বাবা, মা, ভাই বোন প্রভৃতি অনেক চরিত্র আছে।

গল্প পড়া শেষ হয়ে গেল।

ঊর্মিলার দিকে চেয়ে মিঃ শর্মা বললেন—কেমন লাগল?

ঊর্মিলা হেসে বললে, খুব ভাল নয়।

—কেন?

এরকম গল্প আমাদের দেশের ক্লাস নাইন-টেনে পড়া ছেলেরা লিখতে পারে। কথাটা শুনে অবশ্য দুঃখ পাবেন—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাস্তব জীবনের কোনও ছোঁয়া নেই গল্পে। এ যেন অবাস্তব একটা কাহিনী—যে যান্ত্রিক উপায়ে জোর করে একটা গল্প খাড়া করা হয়েছে।

মিঃ শর্মা বললেন, আমাদের কাছে ত গল্পটা বেশ ভালই মনে হয়েছিল। তবে এখন মনে হচ্ছে কথাটা মন্দ বলেননি।

ঊর্মিলা বললে, দেখুন, যারা গল্প লিখবে তাদের জীবনকে ভাল করে দেখতে হবে, চিনতে হবে, জানতে হবে। তা না হলে জোর করে কটা চরিত্র খাড়া করে একটা ফিল্ম ষ্টোরি লিখলে তা সাহিত্যও হবে না, চিত্রের গল্পও হবে না।

ঊর্মিলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দেখে মিঃ শর্মা অবাক হলেন।

তিনি বললেন, আপনাকে যা মনে হয়, তার চেয়ে আপনার বাস্তব বুদ্ধি অনেক বেশি।

ঊর্মিলা বললে, তা সত্বেও বাস্তবে অনেক ভুল জীবনে করেছি, তাই বাধ্য হয়ে আজ দুনিয়া ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় খুঁজছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ঊর্মিলার বুক ভেদ করে।

মিঃ শর্মা বুঝতে পারলেন, একটা অত্যন্ত গভীর দুঃখ লুকিয়ে আছে ঊর্মিলার মনে, তবে সে দুঃখটা যে কিসের তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

মিঃ শর্মা বললেন, ভাল গল্প কি আপনার হাতে কিছু আছে?

ঊর্মিলা বললেন, না।

BANGLADARSHAN.COM

–তা হলে কি করা যায়?

–গল্প খুঁজুন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার ভাল গল্প সব লেখা হয়েছে, তা থেকে খুঁজলে...

বাধা দিয়ে মিঃ শর্মা বললেন, কিন্তু সব ভাষা ত আমরা তেমন জানি না।

–তাহলে অন্য লোকের সাহায্য নিন। বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও তামিল ভাষায় অনেক উঁচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

মিঃ শর্মা বললেন, দু একটা গল্প শোনান না।

ঊর্মিলা বললে, আমার ত বিশেষ মনে নেই তবে দু একটা শোনাচ্ছি আপনাকে।

ঊর্মিলা তাঁকে শোনাল শরৎবাবুর একটা উপন্যাসের কাহিনী–তারপর রবীন্দ্রনাথের একটা ছোট গল্প।

শুনে মিঃ শর্মা বললেন, বাঃ, চমৎকার ত!

ঊর্মিলা বললে, বাংলা ভাষায় দুটোই সিনেমা হয়ে গেছে। অবশ্য হিন্দীতে হয়েছে কিনা জানি না।

–না হয় নি।

তা হলে করতে পারেন।

–শরৎবাবুর গল্প করতে হলে ত কনট্রাক্ট করার জন্যে আমাদের বাংলা দেশে যেতে হবে। তাতে একটু দেরী হয়ে যাবে।

ঊর্মিলা বললে,–তাতে যদি অসুবিধা মনে করেন, আপনাদের ভাষার যে সব সাহিত্যিক আছেন তাঁদের বলুন এ ধরণের কাহিনী রচনা করতে।

বেশ আমরা চেষ্টা করব। আপনার এই উপদেশের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা আপনার উঁচু টেষ্টের পরিচয় পেয়ে খুবই খুশী হলাম।

ঊর্মিলা বললে–হিন্দী সাহিত্য আমি বিশেষ পড়িনি। তবে আপনাদের ভাষায় তেমন দরদী সাহিত্যিক কি কেউ নেই?

–নিশ্চয়ই আছেন।

কে বা কারা?

–প্রেমচন্দ্র ছিলেন এমনি একজন দরদী শিল্পী। মুলক্‌রাজ আনন্দও এমনি সাহিত্য কিছু কিছু রচনা করেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

তাঁদের লেখা গল্পও ত করতে পারেন।

–তা অবশ্য হয়–কিন্তু তাদের চার্জ হয়ত এত বেশি হবে যে তা আমাদের পক্ষে অসুবিধা। তা ছাড়া তাদের গল্পে ফিল্ম এলিমেণ্ট মানে ষ্ট্যাণ্ট খুব কম।

ঊর্মিলা হেসে বললে–ষ্ট্যাণ্ট দিয়েই ভাল ফিল্ম তোলা যায় না–তাতে কাহিনী চাই। অর্থাৎ চাই প্রকৃত বাস্তবতাপূর্ণ ও আদর্শ-নিষ্ঠ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ভঙ্গী।

তাতে ছবি যদি মার খায়।

ঊর্মিলা হেসে উঠল।

বললে–ওর উপরে কথা চলে না। ভাল ছবি করার চেষ্টা করুন তার জন্যে বই যদি মার খায় ত খাবে! তাতে করবার কি আছে! তবে মান উঁচু করুন।

মিঃ শর্মা বললেন–ঠিক আছে, আমরা এই লেখককেই আর একটা ভাল গল্প লিখতে বলি।

–তা হয় না।

–কেন?

–বাস্তবতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পীর মন ও হৃদয় যার নাই, তার পক্ষে এমন গল্প লেখা সম্ভব নয়।

–বেশ উনি যদি ভাল গল্প না লিখতে পারেন তখন না হয় দেখা যাবে। ওঁকে বলে দেখি উনি কতটা পারেন।

বেশ ত ওঁকে আর একটা চান্স দিন।

কথা শেষ করে ঊর্মিলা বিদায় নিল।

বাড়িতে এসে সব কথা সে বললে হীরেনকে।

হীরেন সব শুনে বললে–কাজটা কি তুমি ঠিক করলে?

ঊর্মিলা হেসে বললে–কেন এতে অন্যায় কি হলো?

–প্রথম কথা ওরা যে রকম কাহিনী চায়, লেখক তেমনি লেখে। তাই লেখকের দোষ কি? দ্বিতীয় কথা সব শুনলে লেখক তোমার উপরে বেগে যাবেন। এখন কাউকে চটানো উচিত নয়।

ঊর্মিলা হেসে বললে–কিন্তু এমন একটি বাজে গল্প ফিল্ম হবে আর তার জন্যে আমি টাকা দেব?

–আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে যা বাজে গল্প তা ওদের কাছে হয়ত অনেক ভাল। তাই এতে লাভ হলো কি? আর হিন্দী পাব্‌লিক এই গল্পই হয়ত লুফে নেবে।

BANGLADARSHAN.COM

–তা নিক বা না নিক, আমাদের ভাল গল্প লিখতে চেষ্টা ত করতে হবে। লোকের মান একদিনে উন্নত বা অবনত হয় না। ভাল গল্প নিয়মিত ছবি হতে থাকলে লোকের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটতে বাধ্য। লোকের মান উন্নয়ন করাই চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকদের লক্ষ্য থাকা উচিত।

–তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তুমি কি এতদিনে তা করতে চাও?

–পারি কি না পারি চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

–বেশ, চেষ্টা করে দেখ।

ঊর্মিলা একটু থেমে বললে–বুঝতে পারছি আপনি এতো খুশী হননি।

ঠিক তা নয়। মার্কেটে চান্স পেতে গেলে প্রথমে ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বলে মনে করি না।

কিন্তু গল্পটা না শোনালে কিছু বলতাম না। কিন্তু যখন তা শোনান হলো–মতামত জানতে চাইল, তখন সত্যি কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

–বেশ ত, দেখ না কি হয়। একজন ছাড়া ত আরও প্রডিউসার আছে। দেখা যাক তোমার ভাগ্যে কি আছে!

ঊর্মিলা এ কথার কোন উত্তর দিলে না।

॥চৌদ্দ॥

রমা পর পর কয়েকটি দিন ধরে ঊর্মিলাকে খুঁজে বার করতে অনেক চেষ্টা করল কিন্তু সফল হলো না।

আজ সে নিজের কাজের দিকে মন দিলে।

–হাজার আট নয় টাকা তার হাতে ছিল। কিন্তু তা খরচ করে যে কিছুই করা যাবে না, তা সে বুঝতে পারলে।

কিন্তু কোথায় পাবে সে ভাল ফাইনান্সার?

BANGLADARSHAN.COM

অনেক চিন্তা করে রমা কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে। সেটা অনেকটা এই রকম...

একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান তাদের নির্মীয়মান ছবির জন্য উত্তম সর্তে অর্থ বিনিয়োগকারী ফাইনান্সার চাই। প্রচুর লাভ। অবিলম্বে পত্র লিখুন। বক্স নং...।

পরপর তিনদিন বিজ্ঞাপনটি ছাপা হলো একটি কাগজে। কিন্তু কোন উত্তর পেলনা রমা।

তারপর সে কি মনে করে চার পাঁচটি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েদিলে।

তখন গোটা দুয়েক চিঠি সে পেল।

একজন চিঠি দিয়েছিলেন অবাঙালী ভদ্রলোক তারাচাঁদ মিশির।

অন্যজন একজন বাঙালী লিখেছেন এলাহাবাদ থেকে–তার নাম ফণীভূষণ মুখার্জী।

রমা ভাবলে, বাঙালী ভদ্রলোক বাইরে থাকেন, তার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করা যাবে। সে আগে অবাঙালী ভদ্রলোকের কাছে চিঠি লিখল।

ভদ্রলোক তাঁকে উত্তরে তাঁর অফিসে দেখা করতে একটি পত্র দিলেন।

স্ট্র্যাণ্ড রোডে একটি মস্ত বড় বিল্ডিং-এ তারাচাঁদ মিশিরের বিরাট এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা।

বেশ স্থূলাঙ্গ চেহারা মিশিরজীর। সাম্‌নে বিরাট একটি গোলাকার ভুঁড়ি গায়ে সিল্কের ফতুয়া, পরনে ধুতি। পায়ে চামড়ার চটি।

রমা নমস্কার করে তাঁকে নিজের উদ্দেশ্যের কথা জানাল!

তারাচাঁদবাবু বললেন, কেত্‌না টাকা লাগবে?

রমা বললে, অন্ততঃ হাজার চল্লিশ।

—ফিল্ম খিঁচুতে কেত্‌না দিন হোবে?

—তা প্রায় ছ-মাস ত লাগবেই ছবি তুলতে।

—কত টাকা করে দেবেন?

—ছবি উঠে যাবার পর যা লাভ হবে তার অর্ধেক।

—কেত্‌না লাভ হোতে পারে?

—তা পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ পর্যন্ত হতে পারে। তার অর্ধেক আপনি পাবেন।

BANGLADARSHAN.COM

—যদি বই মার খায়?

—ভাল গল্প হলে মার খাবার চান্স কম।

—আপনার গল্প কেমন?

—খুব ভাল মনস্তাত্ত্বিক গল্প—বই ভাল চলবেই।

—কি রকম গল্প শুনি।

রমা ধীরে ধীরে গল্পটা শোনাল তারাচাঁদ মিশিরজীকে।

মিশিরজী বললেন, বাংলায় কি এমন গল্প চলে নাকি?

—হ্যাঁ।

—তবে বাংলা ছবি করবেন না!

—কেন?

—এ গল্পের মধ্যে তেমন জমাট কিছু নেই। জমাট গল্প সব আছে হিন্দীতে।

–তাই নাকি?

–হ্যাঁ সাহেব, আপনি যদি ‘জয় হনুমানজী’, কি ‘হর হর মহাদেও’ খেল্ দেখেন না, এতটা আচ্ছা লাগবে যে কমসে কম তিন চার বার করে দেখতে ইচ্ছে হোবে।

–তা আপনি কি হিন্দী ছবি করতে বলেন?

–না, তা নয়। হিন্দী ছবি বোম্বাই আর্টিষ্ট ছাড়া হোবে কি করে? বাঙালীরা ত ভাল হিন্দী বলতেই পারবে না। জবান ঠিক হোবে না।

–তাই ত বাংলা ছবিই করতে হবে।

–তা করুন না। আর ‘জয় হনুমানজী’ বা ওই রকম ভাল একটা কাহিনী লিখে ফেলুন না।

রমা মনে মনে হাসল।

হিন্দী ছবির মত ছবি তুললে বাংলা হলে যে একজন লোকও ঢুকবে না, তার তা ভালই জানা ছিল। তবু সে চুপ করে রইল। একটু থেমে বললে–আচ্ছা আজকের মত চলি স্যার–পরে যা হয় মনস্থির করে জানাব।

বাধ্য হয়ে রমা তারাচাঁদের কাছ থেকে টাকা নেবার চিন্তা মন থেকে ত্যাগ করল।

BANGLADARSHAN.COM

সে জানে, সে যদি এরকম একটা গল্প ‘জয় হনুমান’, মার্কা ছবির সুটিং আরম্ভ করে বাংলায়, তা হলে অন্য পরিচালক থেকে ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে।

কিন্তু বিচিত্র দেশ এই বাংলা।

এখানে তারাচাঁদবাবুর মত মাথামোটা লোকেরাও লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে–তারাই এদেশে ধনী। আর তার মত যাদের মাথা আছে, হাজার টাকার অভাবে জীবনে কিছুই করতে পারে না।

রমা চিন্তা করতে লাগল।

অবশেষে সে এলাহাবাদে বাঙালী ভদ্রলোককেই চিঠি লিখে শেষ চেষ্টা করবে মনস্থ করলে।

ফণীভূষণ মুখার্জী চিঠি পেয়েই উত্তর দিলেন।

তিনি লিখলেন–আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনি যে পরিমাণ টাকার কথা লিখেছেন অত টাকা ফাইনান্সে আমি অক্ষম। আমি হাজার পনের টাকা ফাইনান্স করতে পারি। যদি আপনার ইচ্ছা হয় পত্র পাঠ কাহিনীর একটি সারাংশ লিখে পাঠান, আর লভ্যাংশ মাসে কত টাকা বা মোট কত টাকা দেবেন তা জানান।

চিঠি পড়ে চিন্তিত হলো রমা।

একবার ভাবলে এ চিঠির কোন উত্তর দেবেনা।

তারপর ভাবলে, না, অন্ততঃ পনের হাজার যদি পাওয়া যায়, তা হলে পর পর আরোও কতকগুলো বিজ্ঞাপন দিয়ে বাকীটা জোগাড় করা যেতে পারে।

কিন্তু চিঠিতে যোগাযোগ ঠিক হয় না। সে তাই ভাবলে একদিন বরং গিয়ে দেখা করাই ভাল।

সে তাই একদিন তার এ্যাসিষ্টেন্টকে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদের দিকে রওনা হলো।

এলাহাবাদের জোহাষ্টনগঞ্জে হলো ফণীভূষণ মুখার্জীর বাড়ি।

সুন্দর বাড়িটা। তিনি ব্যবসা করেন–তাঁর অফিস হলো জিরো রোডে।

তিনি রমা ও তাঁর সহকর্মীকে দেখে খুশী হলেন খুব। ওরা উঠেছিল একটা হোটেলে। মিঃ মুখার্জী বললেন–আমার এখানেই ত উঠতে পারতেন।

রমা বললে–না, আমরা ত কালই চলে যাব।

–যাক্, আপনার গল্পটা শোনাবেন?

–শুনুন না!

BANGLADARSHAN.COM

ধীরে ধীরে গল্পটা পড়ে ফেলল রমা।

সব শুনে ফণীবাবু বললেন–না, এ তেমন ভাল জমছে না।

–কেন বলুন ত?

–এ রকম দুটি নায়ক দুটি নায়িকার কি গল্প চলে? অন্ততঃ আট দশটি হিরোইন্ চাই।

–বলেন কি?

ফণীবাবু হাসলেন। বললেন–আরে মশাই, একজন পুরুষই ত এক নারীতে সন্তুষ্ট নয়–তা দর্শকরা কি দুটো হিরোইন দেখে খুশী হতে পারে?

–সে কি কথা? রমা আশ্চর্য হলো।

ফণীবাবু হেসে বললেন–এই দেখুন না, আমারই ত তিন তিনটে বিয়ে। প্রথম বৌ বাঙালী ছিলেন–মারা গেছেন। দ্বিতীয় বৌ–পুরো এদেশী মানে হিন্দুস্থানী। সে চার ছেলের মা। তার দুটি ছেলে হবার পর আমি আবার একটি গরীব বিধবার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছি। সে বাঙালী।

রমা কি বলবে এর উত্তরে? কোন কথাই বের হলো না তার মুখ দিয়ে।

ফণীবাবু উপদেশের ছলে বলেই চললেন—আরে মশাই ফিল্ম হলো একটা এন্‌জয়মেণ্ট। নয় কি?

—তা ত বটেই!

—তবেই বুঝুন! আট দশটা সুন্দরী যুবতী হিরোইন না দেখলে এন্‌জয়মেণ্ট কি হবে?

—তবে তেমন গল্প...

—আছে, আছে। আমিই লিখেছি একটা তেমনি গল্প। গল্পটির নাম হলো, নারী আর টাকা। বইখানা টাকা খরচ করে ছাপিয়েও ফেলেছি। কিন্তু বিক্রি করব কি—এতদূরে থাকি। তাই ছাপিয়ে একশো কপি কোলকাতার প্রকাশকের কাছে জমা দিয়ে এসেছিলাম। বাকী নশো কপি এনে বাক্স বন্দী করে রেখেছি।

—তা সে যাই হোক—গল্পটা একেবারে ইউনিক।

রমা অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ফণীবাবু গড় গড় করে গল্পটা বলে চললেন।

আধঘণ্টায় গল্পটা শেষ করে বললেন—কেমন?

BANGLADARSHAN.COM

—রমা এর চেয়ে বাজে গল্প বোধ হয় জীবনে শোনেনি। তবুও অম্লান মুখে মিথ্যা বললে—মন্দ নয়।

—তাহলে এইটাই ফিল্ম...

বাধা দিয়ে রমা বললে—না, তা হয় না।

—কেন?

—এত ভাল গল্প ঠিক ফিল্মে আসবে না—মানে ভাল জমবে না। এ হলো প্রকৃত উপন্যাস-সাহিত্য। ফিল্মে হয় যত সব সস্তা গল্প। চীপ্ ষ্টোরি।

—তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা আপনি তাহলে ভাল গল্প বের করুন খুঁজে ভাল হলেই আমি টাকা দেব।

—রমা বুঝতেই পারল ওর কাছে চেষ্টা করা বৃথা। সে তাই পর দিন আবার আসবে বলে উঠে গেল।

পরদিন সকালে।

রমার সহকারী বললে—ফণীবাবুর বাড়ি যাবেন না?

—না।

—কেন?

–এ রকম পাগ্‌লা লোকের সঙ্গে মেশাই আমার অন্যায় হয়েছিল বুঝলে?

–তা ঠিক।

–আর ঠিক একটি দিন পরই যাত্রা করবো কোলকাতা। অনর্থক কিছু টাকা খরচ করে ছুটে এলাম।

রমার সহকারী হেসে বললে–একটা কাজ করলে হয় না? যখন এসেছি শেষ চেষ্টা করে দেখি।

–কি রকম?

–আমাদের ছবি তো তোলা হয়েছে, সেটুকু ঠিক রেখে অন্য নতুন একটা গল্প বানিয়ে শুনিয়ে দিন না। তাতে অন্ততঃ চার পাঁচটি হিরোইন থাকবে এমনি করে বানিয়ে বলুন।

–তা কথাটা মন্দ বলনি কিন্তু।

সহকারী হেসে বললে–বহুদিন ত এ লাইনে আছি, তাই মাথাটা ওসব দিকে একটু খেলে ভাল!

–তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এ যদি পছন্দ না করে!

সহকারী হেসে বললে–বলবেন যে এটি বাংলা দেশের একজন দিক্‌পাল লেখকের লেখা। নিজের ষ্টোরি বললে হবে না।

BANGLADARSHAN.COM

–তা ঠিক।

–আর ওঁর গল্পটা যা শুনলেন কাল, তার একটু ছায়া রেখে দেবেন আপনার গল্পে। তাতে উনি খুশী হবেন!

–বেশ। আমি তাহলে নতুন একটা গল্পের সব পয়েন্টস্ নোট করে নিই।

–তাই করুন।

ঘণ্টা দেড়েক খেটে রমা নতুন একটা গল্পের খসড়া করে ফেলল। তাতে পাঁচজন নতুন হিরোইন, গোটা দশেক গান, গোটা তিন চার ভয়ংকর সাস্‌পেন্সপূর্ণ দৃশ্য ইত্যাদি থাকল।

শুনে রমার সহকারী বললে–তবে পুরো হিন্দী ছবি মার্কা গল্প হয়ে গেল।

রমা হেসে বললে–তা তোমার এই 'জয় হনুমানজী' ছবির গল্পের চেয়ে ত অনেকটা ভদ্র হলো। ভদ্রলোক বাঙালী হলেও তার এলাহাবাদে থেকে রুচিটা এই রকম হয়ে গেছে!

॥পনেরো॥

নতুন গল্পটা শুনে ফণীবাবু বললেন–হ্যাঁ, এ গল্পটা অনেক ভাল। তারপর একটু থেমে বললেন–হবে নাই বা কেন! নামকরা লেখকের লেখা ত। গল্পে ষ্টাণ্ট না থাকলে কি ছবি চলে। আপনার গল্পটা ছিল যেন মিন্‌মিনে। এটা একেবারে টান্ টান্ করা টাইট গল্প।

রমা মনে মনে হেসে তার সহকারীর বুদ্ধির তারিফ করতে বাধ্য হলো।

ফণীবাবু বললেন–আপনি কবে কোলকাতা যাচ্ছেন?

–কালই।

–বেশ। তাহলে কথা রইল আমি এখন পাঁচ হাজার টাকার চেক দিচ্ছি। আপনি কাজ চালিয়ে যান। আমি কোলকাতায় যাব দিন কয়েক পরে। তখন সুটিং দেখে আরও টাকা দেব।

–বেশ ত, ওতে আপত্তির কি আছে!

ফণীভূষণবাবু চেক লিখে দিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

রমা টাকাটা নিয়ে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় ফণীবাবু হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে বললেন–একটা গোপনীয় কথা ছিল স্যার।

বলুন।

ফণীবাবু রমার সহকারীর দিকে তাকাল–বোঝাল যে তার সামনে কথাটা বলতে চান না।

রমা তার সহকারীকে বাইতে যেতে বললে।

সে বাইরে চলে গেলে রমা বললে–তা হলে এবারে বলুন আপনার গোপনীয় কথাটা।

ফণীবাবু বললেন–আচ্ছা আপনাদের ফিল্মের দু একটা ভাল দেখে হিরোইনের সঙ্গে আলাপ করা যাবে?

রমা হেসে বললে–কেন যাবে না! আপনি বলুন কার সঙ্গে পরিচয় করতে চান?

ফণীবাবু বললেন–মানে, শুধু আলাপ নয়–মানে যদি ওদের সঙ্গে একটু নিবিড়ভাবে মিশতে চাই।...

রমা বিরক্ত হয়ে বললে–সে ত আমি জানি না। কেমন মেজাজের আর্টিষ্ট তা আমি বুঝব কি করে? আপনি আলাপের চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন–

ফণীবাবু বললেন–মানে আমি একটু 'ফ্রি মাইণ্ড' অর্থাৎ কিনা সরল লোক। আমি চাই দু একটা আর্টিষ্টের সঙ্গে...

রমা বাধা দিয়ে বললে–বুঝেছি। কিন্তু সেটা ত আর জোর করে করিয়ে দেওয়া যায় না। আমি ঠিকানা দিতে পারি–এমন কি দরকার হলে 'ইনট্রোডিউস্' করিয়ে দিতেও পারি। তারপর বুঝবেন আপনারা–কি করা উচিত তা স্থির করবেন আপনারা।

–তা ত বটেই!

–বেশ, তাহলে আমি যখন কোলকাতা যাব তখনই বরং একটু চেষ্টা করে দেখব–

–আচ্ছা। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি করব।

ফণীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রমা বেরিয়ে এলো।

সহকারী বললে–কি ব্যাপার স্যার?

রমা হেসে বললে–আর বল কেন? উনি একসঙ্গে তিন তিনটে বিয়ে করেও তৃপ্তি পাচ্ছেন না, আবার বলেন কিনা ভাল দেখে দু চারটে ফিল্ম হিরোইনের সঙ্গে প্রেম করতে চান!

সহকারী হো হো করে হেসে উঠল।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর বললে–আপনি ত স্যার এ লাইনে নতুন–আমি আট দশ বছর জুতোর তলা ঘষছি। এর আগে রামবাবু, চিত্তবাবু, বড়ুয়াবাবু কত লোকের সঙ্গে ঘুরেছি। আমি যখনই শুনলাম উনি 'ষ্টোরি'তে আট দশটি হিরোইন চান, তখনই বুঝেছি ওর মনের অবস্থা, চান টাকা খরচ করে বইও তুলতে–সেই সঙ্গে হিরোইনদের সঙ্গেও প্রেম করতে। এই সব লোক কিছুটা বিকৃত রুচিসম্পন্ন।

–সত্যিই আশ্চর্য!

–আর আপনি শুনলে অবাক হবেন স্যার, যারা ফিল্মে টাকা খাটায় তাদের মধ্যে বাংলা দেশে প্রকৃত ব্যবসার মনোভাব খুব কম লোকের থাকে–বিরাট অংশ হলো ওই ধরনের...

কথাটা শুনে রমার গা ঘিন্ ঘিন্ করছিল।

সে বললে, আমি প্রকৃত ব্যবসায়ী দৃষ্টি এবং অর্থ লাভের আশাতেই এসেছি এ পথে। তবে ঊর্মিলা 'বিট্রে' না করলে এতদিন আমার কাজ অর্ধেক হয়ে যেত। যাই হোক্, এখন দেখি একেই নাড়াচাড়া দিয়ে কতদূর কি করা যায়!

সহকারী হেসে বললে, ঠিকমত খেলাতে পারলে ফণীবাবু কিন্তু ভাল টাকা দেবে স্যার! তবে বইটা হিট্ হবে না মার খাবে তা জানেন ভগবান।

রমা বললে, এইভাবে ফাইনান্সারের মর্জি মত চলাও ত একটা কম কথা নয়! দেখা যাক্, ভাগ্যে কি আছে–

ঊর্মিলা একটা সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া করলে মেরিন ড্রাইভের কাছেই।

দু হাজার টাকা দিতে হলো—ভাড়াও নেহাৎ কম নয়। দুখানা ঘর দোতলার ফ্ল্যাট। আলো বাতাস চমৎকার, পরিবেশটিও মনোরম বলা যায়।

হীরেন আর তাঁর পিসীমা খুব দুঃখিত হলেন ঊর্মিলাকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু ঊর্মিলা ওদের বাড়িতে বেশি দিন বোঝা হয়ে থাকতে রাজী হল না।

ঊর্মিলা বললে, ফিল্মে নামলে আমাকে নিয়মিত প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, তাই পৃথক ফ্ল্যাট না নিয়ে থাকা চলে না। কখন যাব, কখন ফিরব তাও কোন ঠিক ঠিকানা নেই ত!

ওঁরা আপত্তি করলেন না!

জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছিল ঊর্মিলা। একটা ঝিও ঠিক করেছিল কাজ করে দেবার জন্যে। পিসীমাকে প্রণাম করলে ঊর্মিলা ট্যাক্সিতে ওঠার আগে।

পিসীমা আশীর্বাদ করলেন, চিরসুখী হও মা।

ঊর্মিলা বললে, আমি সত্যিই বিশ্বাস করতেই পারিনি যে এত আদর-যত্ন, স্নেহ পাব আপনাদের কাছ থেকে। যাক্, আমার জীবন ধন্য।

BANGLADARSHAN.COM

পিসীমা বললেন, মাঝে মাঝে এসো মা। একেবারে ভুলে যেয়ো না কিন্তু—

—না না, তা কি ভুলতে পারি!

হীরেন বললে, আমি মাঝে অফিস ফেরৎ তোমার খোঁজ-খবর নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আর আমার মনে হয় মিঃ শর্মা তোমার কথামত গল্প পাল্টে ছবি করতে রাজী হয়ে যাবেন।

—আমারও তাই মনে হয়। কাল আমি একবার ষ্টুডিওতে যাব দেখা করতে, দেখা কি ঠিক করলেন ওঁরা।

ঊর্মিলা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ট্যাক্সি দ্রুতগতিতে ছুটে চলল সান্তাক্রুজ থেকে মেরিন ড্রাইভের দিকে।

পরদিন সকাল এগারোটা!

ঊর্মিলা গেল ষ্টুডিও অফিসে। মিঃ শর্মা তখন অন্য একজন পরিচালককে তাঁর কাজে সাহায্য করছিলেন। ঊর্মিলাকে দেখে বসতে বললেন।

একটু পরে কাজ শেষ করে ঊর্মিলাকে নিয়ে ভদ্রলোক গেলেন ষ্টুডিও অফিসে।

ঊর্মিলা বললে—আমার কথায় সেদিন বোধ হয় আপনি আঘাত পেয়েছিলেন মিঃ শর্মা?

মিঃ শর্মা হেসে বললেন–তা কেন পাব? বরং আপনি যে প্রকৃত সমালোচনা করেছেন এতে খুশীই হয়েছিলাম। আপনার তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধির বিকাশ আমাকে খুশীই করেছে। আমি আশা করেছিলাম যে আপনার মত নারী সত্যিই অভিনেত্রী হিসেবে সুনাম অর্জন করতে পারবে।

ঊর্মিলা বললে–সেটা ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে।

–অবশ্যই কথাটা ঠিক। তবু মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করতে কসুর করে না। কি বলেন?

–নতুন গল্প কিছু দেখেছন?

মিঃ শর্মা হেসে বললেন–আপনার কথাটা বলেছিলাম আমাদের লেখককে।

–তিনি কি বললেন?

–তিনিও আপনার বুদ্ধির তারিফ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃত 'রিয়্যালিষ্টিক' ষ্টোরি উনি লিখতে পারেন, তবে তা লেখেন না, কারণ পরিচালক ও প্রযোজকরা তা চান না। তাঁরা চান ঘন ঘন ষ্টান্টে ভরা গল্প–যাতে প্রচুর নাচ গান ইত্যাদি থাকবে।

–তিনি নতুন কোনও গল্প কি লিখেছেন?

BANGLADARSHAN.COM

–হ্যাঁ, তিনি অন্য একটা গল্প রেডি করেছেন–যদি বলেন ত ওঁকে ফোনে ডাকতে পারি। উনি এসে গল্পটা শুনিয়ে যাবেন।

–বেশ ত, ডাকুন না।

মিঃ শর্মা টেলিফোনে ডাকলেন লেখককে!

লেখক ভদ্রলোকের নাম মিঃ প্রসাদ। তিনি টেলিফোন পাবার ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এলেন ফ্লোরে!

মিঃ শর্মা ঊর্মিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোকের পরনে পাজামা আর লক্ষ্ণৌ-এর কাজ করা পাঞ্জাবী।

তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হলাম ঊর্মিলা দেবী। মিঃ শর্মার কাছ থেকে আপনার বিষয়ে সব শুনেছি। আপনার স্বচ্ছ ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ঊর্মিলা বললে–আত্মপ্রশংসা শুনতে আমার ভাল লাগে না মিঃ প্রসাদ। যাক, শুনলাম নতুন ধরনের গল্প রেডি করেছেন আপনি?

হ্যাঁ।

–তা গল্পটা শোনান না। সবার আগে কথা হলো গল্পটা যেন বাস্তব হয় এবং জীবনের ছোঁয়া থাকে তাতে। অবাস্তব গল্প যতই ঘন ঘন ষ্টান্টে ভর্তি করুন তা আজকের মানুষের ভাল লাগবে না–লাগতে পারে না।

মিঃ প্রসাদ তখন ধীরে ধীরে একটি স্ক্রুন নিওট্রোনের জীবনের পটভূমিকায় রচিত একটা সুদীর্ঘ বাস্তব গল্প তাদের শোনাল। গল্পটি শোনাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল।

গল্প শেষ হয়ে গেলে ঊর্মিলা বললে–হ্যাঁ, চমৎকার পরিচ্ছন্ন গল্প। তবে আরও গোটা দুই চরিত্র যোগ না নিলে গল্পটা 'মনোটনাস' হতে পারে।

মিঃ শর্মা বললেন–কিন্তু 'হিন্দি' পাব্‌লিক কি এ ধরনের গল্প পছন্দ করবে?

ঊর্মিলা হেসে বললে–রুচিকে ধীরে ধীরে পাল্‌টে একবার চেষ্টা করেই দেখুন না, লোকে নেয় কি না।

মিঃ শর্মা বললেন–নতুন একটা চান্স নিয়েই দেখি।

ঊর্মিলা বললে–এই ধরনের ছবি যা দু একটা হয়েছে তা শুধু ভারত নয়–ইণ্টার ন্যাশান্যাল মার্কেটও স্থান পেয়েছে।

মিঃ প্রসাদ বললেন, আমাদের একটা প্রধান দোষই হলো আমরা শুধু ভারতের অর্ধশিক্ষিত লোকেদের কথা মনে রেখে ছবি করি। উচ্চ শিক্ষিত হাজার হাজার লোকও যে আছে, আর 'ফরেন মার্কেট' ও যে পেতে পারি আমরা, সে কথা একেবারে মনেই রাখি না।

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা বললে–যাক, তাহলে দিন সাতেকের মধ্যেই ত আমরা এই নতুন ছবির কাজ শুরু করতে পারি।

–নিশ্চয়ই আর সময় নষ্ট না করাই উচিত।

–সে কথা আমিও বলতে চাইছি।

মিঃ শর্মা বললেন–ঠিক আছে, মিঃ সিংকেও একবার ষ্টোরিটা পছন্দ করিয়ে নিতে হবে। তাহলে আগামী শুক্রবারে আপনি আসুন ঊর্মিলা দেবী! ইতিমধ্যে আমি মিঃ সিংহের সঙ্গে কথা ফাইন্যাল করে ফেলি।

ঊর্মিলা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল!

পথে নেমে একখানা ট্যাক্সিতে উঠে বসে সে।

ট্যাক্সি ছুটে চললো তার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে।

॥ষোলো॥

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে ঊর্মিলা চা খেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম করে সবে একটা নতুন উপন্যাসের পাতা উল্টে চলেছিল, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল হীরেন—তাঁর সঙ্গে অবশ্য একজন ভদ্রলোক।

ঊর্মিলার মুখ খুশীতে ভরে উঠল।

তখুনি সে ঝিকে ডেকে চা ও কিছু খাবার আনতে বললে, তারপর আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বললে—কদ্দিন হলো এসেছি, একদিন একবারও ত মনে পড়েনি আমার কথা।

হীরেন হেসে বললে, আমার কাজের চাপটা ত আর কিছু কম নয়।

ঊর্মিলা বললে—তা বলে আজ কিন্তু ছাড়ছি না—আজ মিষ্টিমুখ করে অন্ততঃ দুঘণ্টার আগে ছুটি পাবেন না।

হীরেন বললে—না না ওঁর সঙ্গে কয়েকটি জায়গায় যেতে হবে। আধঘণ্টা বসতে পারি—তার বেশি আটকে রেখো না।

ঊর্মিলা বললে—ওঁকে ত চিনতে পারলাম না।

BANGLADARSHAN.COM

হীরেন বললে—ওর জন্যেই তো আসতে হলো! ইনি হলেন এখানকার বেঙ্গলী ক্লাবের সেক্রেটারী প্রবীরবাবু!

প্রবীর নমস্কার জানাল ঊর্মিলাকে।

দোহারা কালো চেহারা প্রবীরের। বোম্বে সেক্রেটারীয়েটে খুব বড় চাকরী করে। অবসর সময়ে বেঙ্গলী ক্লাব নিয়েই কাটায়।

প্রবীর ঊর্মিলাকে বললে—আপনি এখানে আমাদের ক্লাবে আসুন না!

—নিশ্চয়ই যাব।

—দাদারে শিবাজী পার্কের গায়েই আমাদের ক্লাব।—আপনি নতুন এসে ফিল্ম লাইনে যোগ দিয়েছেন শুনলাম—তাই এঁকে নিয়ে এলাম আলাপ করতে। বোম্বের সব বাঙালীরা মিলে এই ক্লাব স্থাপন করেছে।

ঊর্মিলা বললে—সত্যিই এমন ক্লাব আছে এখানে তা আমি জানতাম না। আমি এখানে বাঙালীর মুখ না দেখে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি।

—আমাদের ক্লাবে আগামী সপ্তাহে রবিবার দিন একটি বড় ফাংশন হবে—সেইদিন আসবেন অবশ্য। আপনাকে একখানা গান গাইতে হবে সেদিন।

–বেশ ত, গাইব। তবে এমন কিছু ভাল গান আমি গাই না।

প্রবীরবাবু বললেন–সেখানে সবাই আমাদের মেম্বার–তাঁরাই গান, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদি করেন। কাজেই লজ্জার কিছু নেই।

হীরেন বললে–তাহলে তুমি সেদিন যেয়ো ঊর্মিলা। এঁদের সঙ্গে আলাপ করে খুশীই হবে।

ঊর্মিলা বললে–আচ্ছা।

একটু জলযোগ করে এঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

হীরেন বললে–আরও কতকগুলি নতুন বাঙালী এসে পৌঁছে গেছেন বোম্বেতে–তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে ও তাঁদের মেম্বার করতে হবে বলেই এত তাড়াতাড়ি উঠে চলে যেতে হচ্ছে আমাদের।

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন ওঁরা।

ঠিক শুক্রবার নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে ষ্টুডিওতে উপস্থিত হলো ঊর্মিলা।

মিঃ শর্মা ও মিঃ সিং দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। আজ মিঃ সিংকেও বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

BANGLADARSHAN.COM

সব শুনে মিঃ সিং বললেন–আপনার নতুন প্রস্তাব আমাকে মুগ্ধ করেছে ঊর্মিলা দেবী! জানি না আমাদের ছবি ‘হিট্’ করবে কিনা, তবে এই নতুন ভেঞ্চার নিতে আমার ইচ্ছা।

–চিত্রনাট্য হয়ে গেছে?

–হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি–আমার পছন্দও হয়েছে।

–শুভ কাজে দেরী করতে নেই। তাহলে আগামী সপ্তাহ থেকেই কাজ শুরু করে দেব, কেমন?

–সেই ভাল! আমাকে তাহলে টাকা কবে দিতে হবে?

–যে কোনও দিন ইচ্ছা। আপনি আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে এসে এগ্রিমেণ্ট সই করবেন–সেই সময় টাকাটা দেবেন! আমরা কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই।

–আমাকে কোন্ রোল দেবেন?

–নায়িকার রোল।

ঊর্মিলা বললে–প্রথমেই এত বড় কঠিন রোল নিয়ে ফেললে বই মার খাবে না ত?

মিঃ সিং হেসে বললেন–আমাদের ধারণা ঠিক তার উল্টো। অবশ্য নাম করা আর্টিষ্ট কয়েকজন থাকবেন। আমাদের মনে হয় নতুন হিরোইন দিলে ওই নতুন ধরনের গল্পটির সফলতা নিশ্চিন্ত হবে। তবে আপনাকে ভালভাবে তৈরী হতে হবে এই কঠিন পার্টটিতে অভিনয়ের জন্যে।

–বেশ, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবে সফলতা ভগবানের হাতে।

মিঃ সিং বললেন–আই উইস্ ইউ অল্ সাক্সেস ঊর্মিলা দেবী। ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের 'অনেষ্ট লেবারের' উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন।

রবিবার সন্ধ্যাবেলা ঊর্মিলা বেঙ্গলী ক্লাবের ঠিকানাটা নিয়ে সেখানে যাত্রা করল।

ঠিক সন্ধ্যা ছটায় সে গিয়ে পৌঁছল সেখানে।

গিয়ে দেখে প্রচুর লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সুন্দর প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছে ফাংশন উপলক্ষ্যে।

হীরেনও উপস্থিত ছিল।

প্রবীর নানা কাজের তদ্‌বীর তদারক করতে খুব ব্যস্ত ছিল। ঊর্মিলাকে দেখে নমস্কার জানিয়ে বললে–খুব খুশী হলাম আপনি আসাতে।

BANGLADARSHAN.COM

একটু পরেই ফাংশন সুরু হবে।

সর্বপ্রথমে সভাপতির ভাষণ–কি করে বেঙ্গলী ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার উদ্দেশ্যে কি ইত্যাদি নানা কথা তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

তারপর সেক্রেটারী প্রবীর উঠে গত বছরের কাজকর্মের হিসাব ও কি কি উন্নতি হয়েছে তা ব্যাখা করলে।

অবশেষে উঠল একজন, বাঙালী ভদ্রলোক! তিনি রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন।

তারপর আরও তিন চারটি আবৃত্তি হলো।

আবৃত্তি শেষ হলে সুরু হলো গান। তিন চারটি ছেলেমেয়ে গান গাইল। অবশেষে ঊর্মিলাকে গান গাইতে অনুরোধ করা হলো।

ঊর্মিলা সুন্দর সুরেলা কণ্ঠে গান ধরতেই জনতা যেন একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

ঊর্মিলা প্রথমে গাইলে মীরার একটি ভজন। গান শেষ হলো প্রচণ্ড করতালির শব্দে। তারপর আর একটি গানের জন্যে তাকে অনুরোধ করা হলো।

ঊর্মিলা এবারে গাইল–

তোমার চোখের আবেশে জড়ানো নীলে
স্তব্ধ অলস ঘুম।
আমার মনের ভীরু চঞ্চল পাখি
এঁকে দেবে কুমকুম॥
দূর আকাশের সপ্ত ঋষির মত
একে একে নেমে এসে–
আলো আঁধারের ছায়া মায়া ডানা মেলবে
সোনালী সবুজ ঘাসে॥
হিমেল হাওয়ায় ভোরের শিশির নিয়ে
লুকোচুরি খেলা খেলবে।
তার মাঝ দিয়ে তন্দ্রা স্বপ্ন পেরিয়ে
আসবেই তুমি আসবে॥

কল্প কাজল ছোঁয়াচ রাতের প্রহরে, হিন্দোল দোল নিঝঝুম্।

আমার মনের ভীরু চঞ্চল পাখি, এঁকে দেবে কুমকুমু॥

BANGLADARSHAN.COM

গান শেষ হলো।

প্রচণ্ডবেগে ঘন ঘন করতালির ধ্বনি জানিয়ে দিল যে শ্রোতাদের গানটি ভাল লেগেছে।

ঊর্মিলা নমস্কার করে সেখান থেকে নামল।

প্রবীর বললে–যাক্, আপনাকে মেম্বার করে নিয়ে বেঙ্গলী ক্লাব যে বেশ লাভবান হয়েছে তা বোঝা গেল। আপনার মত এত সুন্দর গান কেউ গাইতে পারেন নি।

ঊর্মিলা বললে–তাবলে যেন ঘন ঘন ফাংশন করবেন না আবার।

প্রবীর বললে–না। তবে একটা অনুরোধ ছিল আমার।

বলুন।

–আগামী দশ তারিখে আমার বন্ধু বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টার মিঃ সেনের বাড়িতে একটা ফাংশান হবে। আমার অনুরোধ আপনি সেখানে যাবেন। অবশ্য নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে দেব। আর মিঃ সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি এখুনি।

ঊর্মিলা রাজী হলো।

ফিল্মে নাম করতে হলে নানা লোকের সঙ্গে তাকে আলাপ করতেই হবে। তাই এমন সুযোগ যখন পেয়েছে, তখন তা হেলায় হারানো কদাচ উচিত নয়।

মিঃ সেন দোহারা আকৃতির কালো ভদ্রলোক। পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবী, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

তিনি শুনলেন ঊর্মিলা মিঃ শর্মার ছবিতে নামবে বলে স্থির করেছে। তিনি বললেন, আমি খুব শিগগিরই নতুন একটা ছবি তুলব, তাতে আপনি যদি কাজ করেন খুব খুশী হবো।

ঊর্মিলা বললে–বেশ ত, এতে আমার আপত্তির কি আছে আমি তাহলে একদিন ষ্টুডিওতে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

মিঃ সেন বললেন–নৌবাহার ষ্টুডিওতে আমার অফিস–ওখানেই আমার কাজ হয়।

–যাব একদিন ওখানে।

–কিন্তু তার আগে আমার বাড়ির ফাংশানে যদি দয়া করে আসেন তবে খুবই আনন্দিত হব।

–বেশ, যাব।

মিঃ সেন নিমন্ত্রণের কার্ডটা এগিয়ে দিলেন ঊর্মিলার দিকে। ঊর্মিলা তাকে ধন্যবাদ জানাল।

BANGLADARSHAN.COM

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঊর্মিলা চলল তার ফ্লাটের উদ্দেশ্যে।

আজকের নতুন পরিবেশে নতুন এতগুলি লোকের সঙ্গে আলাপ করে তার মন বেশ আনন্দে ভরে উঠল। এদেশে তাকে উন্নতি করতে হলে তাকে সকলের সঙ্গে মিশতে হবে! তবে মনে মনে সে বেশ দৃঢ়তা অবলম্বন করলো।

॥সতেরো॥

রমা এলাহাবাদ থেকে ফিরে ফণীবাবুর কাছ থেকে পাওয়া সামান্য টাকা নিয়েই কাজ সুরু করলে।

তবে ফণীবাবুকে যে কাহিনী সে শুনিয়েছিল, আসল কাহিনী তার চেয়ে অনেক পৃথক ও অনেক ভাল করার চেষ্টা সে করলো।

দিনরাত পরিশ্রম করে রমা। যত কম টাকায় যত বেশি কাজ করা যায় সেদিকে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না।

খুব তাড়াতাড়িই ছবি উঠল। কাজ এগিয়ে গেল। তারপর সে ফণীবাবুকে আরও টাকার জন্যে টেলিগ্রাম করলে।

ফণীবাবু এলেন কয়েকদিন পরে। ষ্টুডিওতে রমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন।

রমা তাঁকে ছবির যতটা উঠেছে তা দেখাইতে চাইল! তিনি বললেন–ছবি দেখতে আমি চাই না–জ্যান্ত মানুষকে দেখতে চাই।

রমা তখুনি রাজী হলো। যে দু'জন হিরোইন ফ্লোরে ছিল তাদের সঙ্গে ফণীবাবুর আলাপ করিয়ে দিলে সে।

BANGLADARSHAN.COM

ফণীবাবু তাদের সঙ্গে নানা আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওদিকে রমা ফোনে অন্য সব আর্টিষ্টদের কাছেও খবর পাঠালেন যে প্রডিউসার নিজে ফ্লোরে এসেছে–তাদের ফ্লোরে আসা উচিত।

আধঘণ্টার মধ্যে আরও দুটি হিরোইন ফ্লোরে এসে উপনীত হলো।

ফণীবাবু তখন মীরা আর শোভাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এবারে এসে ট্যাক্সি থেকে নামল অঞ্জলি আর গীতা।–চার জনের সঙ্গে নানা আলোচনা চালালেন ফণীবাবু।

চারজনই ফণীবাবুকে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রণ জানাল।

তাদের সঙ্গে আলাপ শেষ করে তিনি রমাকে বললেন,–তাহলে আজকের মত চলি।

রমা বললে–কিন্তু এদের কাজের কি হবে?

–কাজ ত আবার আরম্ভ হবে। কিন্তু আমি টাকা দেব আগামী পরশু। কতটাকা বর্তমানে চাই?

রমা বললে–যা দিয়েছেন বাকিটা এখন না দিলে চলবে না।

ফণীবাবু বললেন–না, এখন আর পাঁচের বেশি আমি পারব না।

–কেন?

–অন্যদিকেও ত খরচ আছে।

রমা বুঝল সব। বললে–বেশ, তাই দিন, তারপর বাকিটা না হয় এলাহাবাদ থেকেই পাঠিয়ে দেবেন।

ফণীবাবু তাতেই রাজী হলেন। তারপর চারজন আর্টিষ্টের সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হলেন স্পেন্সার হোটেলের দিকে। যাবার সময় রমার দিকে চেয়ে বললেন–আমি স্পেন্সারে আছি–আপনি এদিকের কাজ শেষ করে আমার ওখানে চলুন। কেমন?

রমা রাজী হলো। বললে–আমি আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি ওখানে।

ট্যাক্সি ছুটে চলল।

আধঘণ্টা পর!

রমা স্পেন্সারে গিয়ে দেখলে সেখানে যেন একেবারে চাঁদের হাট বসে গেছে।

ফণীবাবু হলো সেই 'ইট ড্রিঙ্ক এণ্ড বী মেরী'র দলে। তিনি ও তাঁর সঙ্গিনীরা তখন পূর্ণ উদ্যমে বিলিতি পানীয় ও সুখাদ্য ভোজনে ব্যস্ত ছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

রমা নমস্কার জানাল।

ফণীবাবু তাকে ড্রিংক অফার করলেন।

রমা বললে–না না, আমি এ সব খাই না। খাদ্য বরং কিছু খেতে পারি!

ফণীবাবু বললেন–আপনি আচ্ছা বেরসিক লোক ত মশাই! আপনি এই লাইনে আছেন অথচ ড্রিংক করেন না?

রমা বললে–দেখুন, যারা ময়রা তারা কখনও সন্দেশ খেতে চায়না?

তেমনি আমরা এ লাইনে আছি বলেই যে এমন হবো, তার কি মানে।

ফণীবাবু বললেন–দ্যাট্স্ রাইট্।

মেয়েরা সকলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

রমা বললে–ফণীবাবু আপনি এখন এই সব নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাই আমি আর আপনাকে ডিস্টার্ব করতে চাই না।

–বেশ ত, তাহলে পরশু দেখা হবে ষ্টুডিওতে।

রমা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

অফিসে ফিরে রমা কিন্তু সেদিন এমন একটা চিঠি পেল যে তার সুদূরতম কল্পনাতেও স্থান দেননি। এমন একটা চিঠি যেন তার মনের সব শান্তি ও ধৈর্য্য নষ্ট করতে উদ্যত হলো।

চিঠিটা লিখেছে ঊর্মিলা–

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

সুদীর্ঘদিন পরে তোমাকে চিঠি দিচ্ছি। কিন্তু আমার ঠিকানা তোমাকে জানাব না, তুমি আমাকে অন্বেষণ কর তাও আমি চাই না।

তবে এটুকু জেনে রাখ আমি ভাল আছি। এখানে একটা কথা তোমাকে জানান অত্যন্ত প্রয়োজন, তাই তোমাকে তা জানাচ্ছি আমি।

আমার শরীর খুব ভাল নয়। কাজকর্মে কিছু পরিশ্রম করতে হচ্ছে আমাকে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তোমাকে জোর করে দূরে ঠেলে দিতে চাইলেও তা আমি পারলুম না–কারণ তোমার সন্তান আজ তিল তিল করে বেড়ে উঠছে আমার দেহের মধ্যে।

আমি তাকে অস্বীকার করব না–তাকে পালন করার সব দায়িত্ব আমার। আমি তোমাকে এ সংবাদটুকু পরিবেশন করলাম, যাতে তুমি অন্ততঃ বুঝতে পার যে তোমাকে আজীবন অস্বীকার করার উপায় আমার আর নেই।

BANGLADARSHAN.COM

তবু, আমি তোমার কাছে গিয়ে তোমাকে ভারাক্রান্ত করব না। আমি চাই তুমি জীবনে সুখী হও, উন্নতি কর।

আমাকে যদি তুমি ভুলে গিয়েই শান্তি পাও; তবে তুমি সেই চেষ্টাই কর। আমি তাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হবো না, জেনে রাখো।

আমি জোর করে কোনও দিনই তোমার কাছে কোনও দাবী উপস্থিত করব না।

আর তোমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেছি বলে যে অন্য কোনও পুরুষে আসক্ত হবো, তাও তুমি ভেবো না।

আন্তরিক ভালবাসা জেনো। ইতি–

তোমারই হতভাগিনী

ঊর্মিলা।

চিঠিটা পর পর তিনবার পড়ল রমা।

সত্যিই তার সারাটা মন নতুন একটা অনুভূতিতে, নতুন এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে ভরে উঠল।

রমা ভাবলে, সে একবার বোম্বে গিয়ে ঊর্মিলার খোঁজ করে দেখবে।

কিন্তু তাতে প্রয়োজন কি? ঊর্মিলা যখন তাকে চায় না, তাকে ঠিকানা পর্যন্ত দিলে না, তখন সে জোর করে কোনও সম্বন্ধই রাখতে যাবে না। অবশ্য যদি দেখা হয়, তবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা হয়ত সে করবে।

॥আঠারো॥

যথানির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট দিনে ফণীবাবু আবার এলেন ষ্টুডিওতে।

মাত্র পাঁচ হাজারের একটা চেক দিয়ে বললেন—আমি কাল চলে যাচ্ছি এলাহাবাদে।

রমা হেসে বললে—বেশত! আবার আসছেন কবে?

BANGLADARSHAN.COM

আগামী মাসে।

—কি নাগাদ?

—মাঝামাঝিই আসব। তখন প্রয়োজন হলে আরও পাঁচ হাজার দেব।

—রমা বললে—তার আগে সম্ভব হবে না?

যদি খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয়, চিঠি দেবেন।

আচ্ছা।

চেকটা পকেটে রাখল রমা।

ফণীবাবু বললেন—একটা কথা—

—বলুন।

—মীরা দেবী কিন্তু আমার সঙ্গে এলাহাবাদ যাচ্ছেন।

–তাই নাকি? কই আমাকে ত সে কিছু বলেনি।

–বলেনি বুঝি! দিন সাতেক থাকবে। আমি তিন হাজার টাকার চুক্তি করেছি সাতদিনের জন্যে।

রমা হেসে বললে–এত ফিল্ম নয়–ওর আবার চুক্তি কি! কিন্তু কথা হলো, আমার ছবির জন্যে কয়েকটা শটে তাঁকে প্রয়োজন ছিল। তিনি চলে গেলে অসুবিধে হবে।

ফণীবাবু হেসে বললেন–আহা, অসুবিধে হয় ত আজকেই তার কয়েকটা শট নিয়ে নিন। আমার সঙ্গে যাচ্ছে সাত দিনের জন্যে, যদি বেশীদিন আট্‌কেই যায়, তাহলে ছবিটার ক্ষতি হবে। তাতে লাভ কি?

রমা বুঝল, হয়ত মীরা ফণীবাবুর টাকার কথা শুনে প্রলুব্ধ হয়েছে। আজীবনও ও তাঁর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্ততঃ দু চার মাস ত বটেই। সে তাই বললে–বেশ, আজ তাহলে ওঁকে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন। কয়েকটা শট্ তুলে রাখি–যাতে ওঁকে ছাড়াও আমার ছবির কাজ চলে যায়।

ফণীবাবু বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইলেন।

রমা মনে মনে বিরক্ত হলো। এখন যদি একসঙ্গে সবকটি মেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক উধাও হয়, তাহলে ত তার বই এতদিনে যা উঠেছে, সব নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য কিছু করবারও কোন উপায় তার নেই।

BANGLADARSHAN.COM

ফণীবাবু সেক্‌হ্যাণ্ড করে বিদায় নিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে এলো মীরা। রমা তাকে কোন কথাই বললে না। সে তাড়াতাড়ি যতগুলি সম্ভব তার শট্ নিয়ে ফেলল। যে যে দৃশ্যে তার অভিনয় তার মধ্যে যেগুলি একান্তভাবে আবশ্যক তা সে তুলে নিল।

কাজ শেষ হলে রমা বললে–যাক্ যা হয়ে গেল, আর আপনাকে না হলেও চলে যাবে।

মীরা হেসে বললে–আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই–আমি দিন সাতেকের মধ্যেই ফিরব!

রমা গম্ভীরভাবে বললে–তা না হয় হবে–কিন্তু যদি না ফেরেন তার জন্যে তৈরী হয়ে থাকলাম। ফিরলে আর কয়েকদিনের কাজ আপনি পাবেন। তবে ফণীবাবু যা খামখেয়ালী লোক। তাই–

মীরা বললে–আমি ওঁকে ঠিক চিনে নিয়েছি, তাই কোনও ভুলই আমার হবে না।

রমা কোন জবাব দিলে না।

কিন্তু দিন চার পাঁচের মধ্যে ফণীবাবুর টাকা খরচ হয়ে গেল।

বাধ্য হয়েই কাজ বন্ধ করে দিতে হলো।

দেখতে দেখতে প্রায় একমাস কেটে গেল। ফণীবাবুকে চার পাঁচটি চিঠি দিতেও উনি কোনও টাকা পাঠালেন না। মীরাও ফিরে এলো না।

রমা বুঝল, উনি যে নতুন মানসীর সন্ধানে ফিল্মে টাকা দিয়েছিলেন তা উনি পেয়ে গেছেন—তাই ওঁর কোনও আপত্তি নেই।

কিন্তু রমার কাজকর্ম বন্ধ থাকায় আর মন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রইল।

সে অনেক চেষ্টা করেও নতুন কোনও ফাইনান্সারের সন্ধান পেল না।

দেখতে দেখতে দু তিন মাস কেটে গেল। তবু রমা নতুন ফাইনান্সার পেল না। কাজ মাত্র সিকি ভাগ হয়েছিল—কাজটা সে শেষ করতে পারল না।

এমন সময় একদিন সে হঠাৎ দেখতে পেল নতুন ধরনের একটা হিন্দী ছবির রিলিজ হচ্ছে। তার নায়িকার ভূমিকায় সে দেখতে পেল ঊর্মিলার নাম।

তাহলে ঊর্মিলা বোম্বেতে গিয়েও ফিল্ম লাইনেই যোগ দিয়েছে। তারপর কয়েকটা পোষ্টারে সে ঊর্মিলার ছবিও দেখতে পেল।

BANGLADARSHAN.COM

রমার মন নতুন এক অনুভূতিতে ভরে উঠল।

তা হলে ঊর্মিলা ফিল্মে যোগ দিয়েছে—প্রথম ছবিতেই সে অবতীর্ণ হচ্ছে একেবারে নায়িকার ভূমিকায়!

পর পর কয়েকটি ইংরেজী ও হিন্দী মাসিক পত্রিকায় ছবিটির বিষয়ে উচ্চ প্রশংসা বের হলো। ছবি বের হবার আগেই সে আলোচনা বের হয় তাতে ছবিটির বিষয়ে উচ্চ প্রশংসা করা হলো। হিন্দী মার্কেটে এমন সুন্দর ছবি নাকি কম তোলা হয়েছে।

ঊর্মিলার অভিনয়ের প্রশংসা করলো কোন কোন পত্রিকা। দীর্ঘদিন এমন সুন্দর স্বচ্ছন্দ, এমন স্বাভাবিক অভিনয় বিশেষ দেখা যায়নি।

রমার মন কৌতূহলী হয়ে উঠল।

এই ফিল্ম তাকে দেখতেই হবে। এমন ছবি সে মিস্ করবে না।

ডিষ্ট্রীবিউটারের অফিসে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারল মাস খানেকের মধ্যেই ছবিটি রিলিজ করবে কোলকাতা বোম্বে আর সারা ভারতের সব বড় বড় প্রেক্ষাগৃহে।

সত্যিই মাসখানেকের মধ্যেই ‘নয়া ধরিত্রি’ অর্থাৎ ‘নতুন পৃথিবী’ ছবিটি মুক্তিলাভ করল।

আগেই রমা কাগজে দেখতে পেল ছবির পরিচালক মিঃ শর্মা প্রযোজক মিঃ সিং এবং তার সঙ্গে নায়িকা ঊর্মিলা ও কয়েকজন অন্যান্য শিল্পী কোলকাতায় আসবেন ছবিটির সঙ্গে!

সে ছবি দেখতে গেল রিলিজের দিনই।

বেশ সুন্দর নিঁখুত গল্প। বাস্তবতাপূর্ণ প্রতিটি চরিত্র! অনাবশ্যক ঘন ঘন ষ্টাণ্ট নেই। সারা গল্পে উচ্চ মননশীলতার পরিচয় যেন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ঊর্মিলার অভিনয়ও বেশ সাবলীল হয়েছে। কেউ দেখে বুঝতেই পারবে না যে এটাই তার জীবনের প্রথম ছবি।

চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে ঊর্মিলা। সারা ছবি যেন তার অভিনয় গুণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

রমা মুগ্ধ হলো।

সে বেশ স্পষ্টতই বুঝতে পারল যে এমন একটা ছবি 'হিট্' করতে বাধ্য–এ ছবি বাজারে আলোড়ন তুলবে।

সত্যিই ছবিটি ভালই চলতে লাগল সব কটি প্রেক্ষাগৃহে।

এদিকে কাগজে বেরিয়েছিল ঊর্মিলা, মিঃ শর্মা প্রভৃতিরা ছবিটির সঙ্গে কলকাতায় এসেছেন–তাঁরা উঠেছেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

BANGLADARSHAN.COM

রমা মনে করল, সে ঊর্মিলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। কিন্তু দেখা করলে সে যদি রাগ করে?

রমা তখন ঊর্মিলাকে ফোন করলে সেদিন সকালবেলা।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে ফোন করে সে বললে–আপনাদের হোটেলের বোর্ডার ঊর্মিলা দেবীকে একটু ডেকে দেবেন? বলবেন আমি ওঁর আত্মীয়–

উত্তর এলো–কোন্ ঊর্মিলা দেবী? আর্টিষ্ট?

–হ্যাঁ।

–আচ্ছা ধরুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

একটু পরে ঊর্মিলার কণ্ঠ ভেসে এলো–হ্যালো–

–কে ঊর্মিলা?

–হ্যাঁ।

–আমি রমা কথা বলছি।

–কী ব্যাপার?

–আমি তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। কাল তোমাকে কটায় হোটেলে পাব?

–আমি ত আগামী পরশু সন্ধ্যায় চলে যাব। আচ্ছা কাল দুপুরে বেলা দুটো নাগাদ এসো–আমি রিসেপসান হলেই থাকব তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

–ধন্যবাদ।

রমা রিসিভার নামিয়ে রাখল।

BANGLADARSHAN.COM

॥ঊনিশ॥

পরদিন দুপুর বেলা ঠিক দুটো নাগাদ রমা ট্যাক্সিতে চেপে দেখা করতে এলো ঊর্মিলার সঙ্গে।

অফিস থেকে সোজা গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে হোটেলের সামনে সে গাড়ী থেকে নামল?

একজন ভদ্রলোক রিসেপসান হল থেকে এগিয়ে এসে বললেন–কাকে চান?

–ঊর্মিলা দেবীকে।

–উনি এ পাশে বসে আছেন–আসুন।

রমা এগিয়ে গেল।

ঊর্মিলা তখন লাঞ্চ শেষ করে বসে বসে একটা বাংলা উপন্যাস পড়ছিল।

রমাকে দেখে বইটা নামিয়ে রেখে বললে–এসো। বসো এখানে।

রমা দেখল আসন্ন মাতৃত্বের কিছুটা ছাপ পড়েছে ঊর্মিলার দেহে। সে চুপচাপ বসে পড়ল সামনের সোফায়।

ঊর্মিলা বললে—তোমার খবর কি? কাজ আরম্ভ করেছ?

রমা বললে—হ্যাঁ, আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু সে এক খামখেয়ালী ফাইনান্সার পনের হাজার দেবে বলেছিল। দশ হাজার দিয়ে তারপর একজন হিরোইনকে নিয়ে উধাও হয়েছে!

ঊর্মিলা হেসে ফেললে—আচ্ছা লোক ত।

রমা বললে—আরও চেষ্টা করেছি। হয়ত সফল হবো—তবে কবে হবে তা বলা যায় না।

—যা হোক চেষ্টা করো, পরিশ্রম না করলে জীবনে উন্নতি করা যায় না।

ঊর্মিলার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রমা বললে—কিন্তু তোমার কি ব্যাপার বল ত! এভাবে উধাও হয়েছিলে কেন?

—না হলে কি আর ছবিতে নামতে পারতাম?

—তা ত বুঝলাম, কিন্তু আমাকে বলে গেলে তোমার অসুবিধাটা কি ছিল?

—তুমি যেতে দিতে?

BANGLADARSHAN.COM

—নিশ্চয়ই।

—বিশ্বাস হয় না।

—যাকগে, এখন আবার কি বোম্বে যাবে নাকি?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

—না গেলে অসুবিধা কি?

—তা হয় না। আরও দুখানা ছবিতে কনট্রাক্ট নিয়েছি। আমি না গেলে ছবি দুটো ডুবে যাবে।

—বেশ, তবে যাও। আমার জোর করে-বলার ত কিছু নেই। তবে আমন্ত্রণ রইল, যে কোনও দিন তুমি ইচ্ছা করলেই ফিরে আসতে পার।

—তোমার কর্তব্যজ্ঞান তা হলে অটুট আছে দেখছি।

রমা একটু হেসে বললে—তুমি হয়ত আমার ভালবাসায় সন্দেহ করেছিলে ঊর্মিলা, কিন্তু জেনে রাখ, সেখানে কোনও ফাঁক ছিল না। কোনও ভেজাল ছিল না।

–সে বিশ্বাস আমার আছে।

–তবে যেতে চাইছ কেন?

–বললুম না কাজ! আমি না গেলে দু-দুটো প্রডিউসার একেবারে মার খাবে।

রমা হেসে বলল–যাক্ তোমার কর্তব্যজ্ঞান আছে। আমার একজন হিরোইন ত সাতদিন পরে আসবে বলে উধাও! ভাগ্যিস আগে তার কটা শট্ তুলে রেখেছিলাম।

ঊর্মিলা হেসে বললে–সবার কর্তব্যজ্ঞান আর সমান হয় না, কন্‌ট্রাক্ট করেনি?

–করেছিল!

–তা হলে কেস করতে পার।

–না, তা হয় না।

–কেন?

–কেস করলে যে আমার কোম্পানীরই বদনাম হবে। আমার ছবি তাতে পরে মার খেতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

–বুঝেছি!

রমা বললে–তা হলে কবে যাচ্ছ?

–আগামীকাল সন্ধ্যায়।

–বেশ কাল সকালের দিকে আসব আর একবার।

–আচ্ছা। ভাল কথা কেষ্টবাবুর খবর কি?

–ভালই আছে।

–দেখা সাক্ষাৎ হয়?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে। ছবি শেষ হলে আমি তার টাকা দিয়ে দেব বলেছি–সে তাতেই রাজী হয়েছে।

–এটা ভাল করনি।

–কেন?

–তুমি দিয়ে দেবে ঠিক–কিন্তু মৌখিক কথাবার্তা বলে ভাল করনি। যা হয়ে গেছে, তার আর চারা নেই।

–কাল কি কেষ্টবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আসব?

–কি দরকার!

–ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে চাও না? তবে থাক!

একটু ভেবে ঊর্মিলা বললে–আচ্ছা, কেষ্টকে না হয় কাল সঙ্গে করে নিয়েই এসো। ভদ্রলোকের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেব।

রমা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল সেদিনের মত।

সন্ধ্যাবেলা রমা গিয়ে দেখা করলে কেষ্ট সাহার সঙ্গে।

কেষ্ট কিন্তু নৈমিত্তিক অভ্যাসমত প্রচুর পানীয় সেবন করে নেশায় বুঁদ হয়ে বসেছিল।

রমাকে দেখে বললে–কি খবর?

রমা বললে–ঊর্মিলাকে দেখতে চান?

–কোথায়?

BANGLADARSHAN.COM

–সে আছে গ্র্যাণ্ড হোটেলে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।

–তাই নাকি? সে বাড়িতে যায়নি কেন?

–সে ত একা আসেনি–সঙ্গে লোকজন আছে। বাড়িতে গিয়েছিল–লোকজন যা আছে তাদের টাকা পয়সা দিয়ে এসেছে। ভাড়াপত্রও আদায় করেছে। কাল আবার চলে যাবে।

–কোথায় যাবে?

–বোম্বে।

–ওরা বাবা একেবারে বোম্বাই।

–হ্যাঁ, সেখানেই ত সে থাকে। ভাল ভাল সব সিনেমার হিরোইনের পার্ট করছে।

–তাই নাকি! তা হলে টাকা ইন্‌কাম করছে বল!

–তা ত করছেই।

–ভাল ভাল। তা তুমিই তাকে পথ দেখালে, তুমিই কিছু করতে পারলে না–আর সে দুনিয়া সমান করে ফেলল।

রমা হাসল।

বলল–ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, কেষ্টবাবু।

–তা ঠিক। তা আমাকে আবার টানছেন কেন এর মধ্যে?

–সে যে আপনাকে দেখতে চায়।

–আচ্ছা, কাল কটায় যেতে হবে?

–সকালে।

–তাহলে সকাল নটায় আমার বাড়িতে আসবেন। দুজনে একসঙ্গে যাব–কেমন?

–আচ্ছা।

রমা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রমা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনল কেষ্ট সাহা নেশার ঘোরে বকবক করছে–ঊর্মিলা! জোর খেল দেখালে বাবা তুমি!

BANGLADARSHAN.COM

রমার মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। সে নিজের উপরেও বড় বিরক্ত হলো–কিন্তু সে বিরক্ত মনের মাঝে চেপে রাখল।

পরদিন বেলা সাড়ে নটা।

রমা কেষ্ট সাহাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো একেবারে সোজা সেই গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

কেষ্ট সাহা হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

বিরাট হলঘর।

রিসেপসান অফিসার এসে দুজনকে নিয়ে গেল দোতলায় ঊর্মিলার নিজস্ব রুমে। ঊর্মিলা দুজনকে নমস্কার জানাল।

কেষ্ট বললে–ওরে বাবা, এ যে রাজকীয় ব্যাপার!

রমা বললে–খুব ধনী লোকেরাই এখানে থাকে কেষ্টবাবু।

ঊর্মিলা দুজনকে বসতে বলল। তারপর বয়কে বলতেই সে কিছু খাবার নিয়ে গেল।

কেষ্ট বললে–তুমি নাকি আমাকে দেখতে চেয়েছ ঊর্মিলা?

ঊর্মিলা বললে—হ্যাঁ। কেন, কোন দোষ করেছি নাকি?

—না।

—তবে?

—তবে এখন এত বড় হয়েছ যে আমাদের মত লোকের সঙ্গে আলাপ থাকলে তোমার সম্মানে লাগতে পারে!

ঊর্মিলা হেসে উঠল।

বললে—হ্যাঁ, ফিল্মে অভিনয় করছি—তবে তার জন্যে হাত পায়ের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হয়নি।

কেষ্ট আর রমা দুজনেই হেসে উঠল।

কেষ্ট বললে—তা হঠাৎ নিরুদ্দেশ যাত্রা করে ভালই করেছ দেখতে পাচ্ছি। তা হবে না কেন—টাকা ত ছিলই এখন কটা ধনী লোককে পোকড়ে ফেলেছ নিশ্চয়ই।

রমা বললে—ও সব কথা থাক কেষ্টবাবু।

কেষ্ট বললে—আচ্ছা, সে না হয় হলো—কিন্তু তুমি কি আবার বোম্বে পাড়ি দেবে নাকি?

BANGLADARSHAN.COM

—হ্যাঁ যেতেই হবে।

—কবে যাবে?

—আজই সন্ধ্যায়। আগামী শুক্রবার দিন আমার সুটিং ডেট্ আছে।

—তাহলে আর কথা কি। তুমি তাহলে পর পর চান্স পেয়ে গেছ। তুমি ত তাহলে এখন একজন টপ্ মোষ্ট আর্টিষ্ট হতে চলেছ?

ঊর্মিলা হাসল শুধু—কোনও উত্তর দিলে না।

কেষ্ট বললে—এখানে থেকে ফিল্মে নামলে অসুবিধে কি?

ঊর্মিলা বললো—আরও কাজ নিয়ে বসে আছি যে! আমি না গেলে তাঁদের ক্ষতি হবে।

কেষ্ট আর কিছু বললে না।

দুজনে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে বিদায় নিল।

কেষ্ট নিচে নেমে গেলে রমা আবার ফিরে এলো। ঊর্মিলা বললে—কি হলো?

–একটা কথা বলব?

–বলো না।

–যদি এই দুটো ছবি করে আর না কর ত তোমার ক্ষতি কি?

–আচ্ছা, ভেবে দেখব।

–ক'দিনে দুটো শেষ হবে?

–অন্ততঃ আর দু'মাস।

–আমি যদি বোম্বে যাই?

প্রয়োজন নেই। আমার মন চাইলে নিজেই চলে আসব। তোমাকে উতলা হতে হবে না সেজন্যে।

–চিঠি দিও।

রমা বিদায় নিলে ঊর্মিলার কাছ থেকে। লক্ষ্য করলে ঊর্মিলার দুটি চোখ তখন ছল ছল করছে।

BANGLADARSHAN.COM

॥কুড়ি॥

পর পর দুটি ছবি শেষ করলে ঊর্মিলা।

ছবি দুটি মোটামুটি ভালই হয়েছিল। ঊর্মিলার নাম বেশ ছড়িয়ে পড়ল বোম্বে শহরে।

অনেক প্রডিউসারই এলেন কনট্রাক্ট নিয়ে–কিন্তু ঊর্মিলা নতুন কোনও ছবিতে যোগ দিল না।

তার কারণও ছিল।

ছবি দুটি শেষ হবার মাস দুয়েক পরেই ঊর্মিলার কটি ছেলে হলো বোম্বের সরকারী হাসপাতালে।

সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হলো ঊর্মিলার।

কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণে ঊর্মিলাকে দীর্ঘদিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হলো।

হীরেন মাঝে মাঝে ঊর্মিলাকে দেখতে আসত সেখানে। নানা ভাবে চিকিৎসায় খুব সাহায্য করত সে।

প্রায় একমাসেরও বেশী ঊর্মিলাকে হাসপাতালের কেবিনে কাটাতে হলো।

সেদিন বিকেলে প্রবীরও এলো সঙ্গে দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে।

একজন লেডি ডাক্তার ঊর্মিলাকে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন—ওঁর বাঁ পায়ের নার্ভে অত্যন্ত 'স্ট্রেন' লেগেছে। হয়ত বাঁ পাখানা পূর্ণ অবশ হয়ে যেতে পারে!

—সে কি?

হীরেন খুব চিন্তিত হলো।

ঊর্মিলাকে বললে—আপনার স্বামীর সঙ্গে কোলকাতায় দেখা হয়েছিল?

ঊর্মিলা বললে—হ্যাঁ।

—তাঁকে একথা জানিয়েছেন?

—না।

BANGLADARSHAN.COM

—কেন?

—তিনি তা হলে এখানে চলে আসতে পারেন। কিন্তু তা আমি চাই না।

—কিন্তু এত বড় একটা সিরিয়াস ব্যাপার।

ঊর্মিলা পাণ্ডুর হেসে বললে—চিকিৎসা ত চলছে—সেরে যেতেও ত পারে। ডাক্তারবাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এর বেশী আর কি হবে? ভাগ্যে যা আছে তা ত হবেই।

—কিন্তু তাই বলে ভাগ্য মেনে চুপ করে বসে থাকতে হবে? যদি 'ফরেন্' গেলে কোন উপকার হয়—

প্রবীর বললে—তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে।

—কি ব্যাপার?

—আপনার লাইফ মানে চিত্রে অভিনয়ের গোটা কেরিয়ার ত তা হলে নষ্ট হয়ে যাবে।

ঊর্মিলা বললে—ভাগ্যে যা আছে তা ত হবেই তার জন্যে অনর্থক বৃদ্ধি করে লাভ কি?

–কিন্তু তাই বলে এভাবে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেবেন?

ঊর্মিলা কোনও উত্তর দিলে না।

আরও প্রায় একটি মাস ঊর্মিলা পড়ে রইল বিছানায়।

প্রচুর চিকিৎসা চলল। কিন্তু সম্পূর্ণ সুফল হলো না।

তবে বাঁ পা-টা সম্পূর্ণ প্যারালিসিস হলো না–সামান্য খুঁড়িয়ে চলতে পারল সে।

ডাক্তারবাবু বললেন–একটু ডিফেক্ট আপনার থাকবেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করতে পারবেন না।

ঊর্মিলা কোনও উত্তর দিলে না।

কয়েকদিন পর মিঃ সিং, মিঃ শর্মা, মিঃ সেন প্রভৃতি এলেন ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা করতে।

তাঁরা বললেন–আমরা আপনার অসুখের কথা শুনেছি তাই চিন্তিত মনে দেখা করতে এলাম।

ঊর্মিলা বললে–আপনাদের স্নেহের জন্যে ধন্যবাদ কিন্তু আমার ফিল্ম কেরিয়ার এই শেষ। এইভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ত আর নায়িকার অভিনয় চলে না।

BANGLADARSHAN.COM

মিঃ শর্মা বললেন–ফরেনে গেলে হয়ত সারতে পারে!

ঊর্মিলা বললে–না, কোনও আশা নেই।

মিঃ সেন বললেন–আপনার ছেলেটি হয়েছে চমৎকার। কিন্তু ও যে আপনার জীবনে এত বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে আসবে তা কল্পনা করাও যায় না।

মিঃ শর্মা বললেন–আপনার স্বামীকে জানান! আশা করি তিনি নিশ্চয়ই ফরেনে নিয়ে যাবেন।

ঊর্মিলা কোনও উত্তর দিলে না।

রমার ভাগ্যে কিন্তু দেখা দিল নতুন এক পরিবর্তন।

হঠাৎ ফণীবাবু চার মাস পরে একদিন মীরাকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন কোলকাতায়, সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক।

মীরার কপালে সিঁদুর।

রমা বুঝল ইনি হলেন ফণীবাবুর চতুর্থা স্ত্রী।

রমা মনে মনে হাসল।

ফণীবাবুর মত লোকের জীবনের ধারাই এই–কাজেই সে কোনও ইংগিত করলে না! ফণীবাবুর অন্য দুটি স্ত্রী এখন মীরার হাতের পুতুল হয়েছে, তা সে বুঝতে পারল।

ফণীবাবু বললে–ছবির কতদূর?

–ওই পর্যন্তই।

–কতটা উঠেছে?

প্রায় সিকি ভাগ উঠেছে।

–এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি এলাহাবাদ প্রবাসী একজন বাঙালী–ইনি ফিল্মে কিছু টাকা ফাইনান্স করতে চান। বর্তমানে আর কত টাকা হলে ছবি শেষ হবে?

রমা বললে–আর হাজার ত্রিশেক হলে উঠবে, তার সঙ্গে একজন ভাল ডিস্ট্রিবিউটার জোগাড় করে ছবি শেষ করা যাবে।

–তা মন্দ নয়। তাহলে মিঃ অধিকারী–

ভদ্রলোক বললেন–কি রকম শেয়ার থাকবে?

BANGLADARSHAN.COM

রমা বললে–প্রোডিউসারের তরফে আপনারা দু'বন্ধু। টাকার পরিমাণ মত পার্সেন্টেজ পাবেন।

মিঃ অধিকারী রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন থেকেই আবার নতুন ভাবে ছবির কাজ সুরু হবে বলে স্থির হয়ে গেল।

কথাবার্তা যা হয়েছিল তার চেয়েও অনেক দ্রুত ছবি উঠতে লাগল। মিঃ অধিকারী ও ফণীবাবু দু'জনেই রমার স্পীড দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

ডিস্ট্রিবিউটারও একজন জুটে গেল।

মাত্র একটি মাসে ছবিটা কমপ্লিট করে ফেলল রমা। তারপর জোর পাবলিসিটি সুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কোলকাতায় একটা চিঠি এলো বোম্বে থেকে।

লিখেছেন জনৈক হীরেনবাবু। তিনি লিখেছেন–
–অনেক কষ্টে আপনার ঠিকানা জোগাড় করে আপনাকে চিঠি দিচ্ছি। শুনেছি আপনি ঊর্মিলা দেবীর স্বামী। কিন্তু উনি লজ্জায় আপনার ঠিকানা দেন না।

উনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী, ওঁর খুবই অসুখ। একটি অঙ্গ বোধ হয় প্যারালিসিস হয়ে যাবে।

আমাদের মতে ওঁর আরও ভাল চিকিৎসা ও নার্সিং-এর দরকার! কিন্তু উনি আপনার ঠিকানা পর্যন্ত জানান না আমাদের।

যদি ওর মঙ্গল চান ত পত্রপাঠ দেখা করুন।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতি–হীরেনবাবু।

চিঠিটা পড়ে রমা খুব চিন্তিত হলো।

কাজ শেষ হয়েছিল–সে ডিষ্ট্রিবিউটারের হাতে ফিল্মের নেগেটিভের চার্জ বুঝিয়ে রওনা হলো বোম্বের পথে।

BANGLADARSHAN.COM

॥একুশ॥

বোম্বে সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে ঊর্মিলার খোঁজ পেতে রমার দেরি হলো না।

হঠাৎ রমাকে দেখে ঊর্মিলা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কোনও কথাই বের হলো না তার মুখ দিয়ে।

রমা বললে–তোমার এত বড় ব্যাধি হয়েছে, তুমি দীর্ঘদিন এভাবে কষ্ট পাচ্ছ, অথচ আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দাওনি ঊর্মিলা!

ঊর্মিলা বললে–তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে আমি চাই না।

–তাই বলে এমন সময়েও তুমি নীরব থাকবে?

–না থেকে করবারই বা কি আছে? চিকিৎসার ত কোনই ত্রুটি ঘটে নি। কিন্তু ভাগ্যে যা আছে–

ঊর্মিলার কথা শুনে রমা কি বলবে ঠিক করতে পারলো না। ঊর্মিলা একটু পরে বললে–তোমার কাজকর্মের খবর কি?

–শীগগীরই ছবি রিলিজ হবে। ভালই চলবে মার্কেটে।

–তোমার সেই যে ফাইনান্সার হিরোইনকে নিয়ে উধাও হলো তার খবর কি?

–তিনিই অন্য একজনকে নিয়ে পরে হাজির হলেন। সেই ভদ্রলোক হাজার ত্রিশ ইন্‌ভেস্ট করলেন।

–ঊর্মিলা হেসে বললে–যাক্ বই ভাল চলবে ত?

–নিশ্চয়ই!

ঊর্মিলা বললে–যাক্ তোমাদের অল্প টাকা ইন্‌ভেস্ট করেই ছবি করা চলে–আমাদের টাকা লাগে অনেক বেশি। আমি ত এভাবে পঙ্গু হয়েছি, তাই বিজনেস্ সুরু করে দিয়েছি।

কিসের ব্যবসা?

–ফিল্মের। আমি মিঃ শর্মাকে একখানা ছবিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ফাইনান্স করেছি, তিন লাখ টাকার বাজেট। আমি ছয় ভাগের এক ভাগ প্রফিট পাব।

BANGLADARSHAN.COM

রমা হেসে বললে–তা অল্ ইণ্ডিয়া মার্কেটে ভালই চলবে। কি বলো?

–আমার ত তাই ধারণা। তবে আমার অভিনয়ে সব কটি ছবি হিট্ করেছিল–আমার অবর্তমানে কি হবে তা ত বলতে পারি না।

রমা হেসে বললে–তাহলে তুমি একজন লাকি আর্টিষ্ট–কি বল?

ঊর্মিলা হেসে উঠল কথাটা শুনে।

এমন সময় এলো হীরেন।

ঊর্মিলা বললে–বাঃ আজ দেখছি লোকের অভাব নেই–একসঙ্গে সকলেই আসছেন–কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম।

ঊর্মিলা হীরেনের সঙ্গে রমার পরিচয় করিয়ে দিলো। হীরেন খুব আনন্দ প্রকাশ করলে।

রমা বললে–যাক্ আপনারা যে নিঃস্বার্থভাবে এত উপকার করেছেন এর জন্য ধন্যবাদ।

ঊর্মিলা বললে–তুমি কি এখন দুচার দিন থাকবে!

রমা বললে–হ্যাঁ আমি উঠেছি গ্রীন্ হোটেলে। তোমার আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত আমি আছি।

–তোমার কাজের ক্ষতি হবে না?

–সে আমি বুঝব–

–কিন্তু–

–তোমার কোনও আপত্তি আমি শুনছি না। যাক্, কাল এসে ডাক্তারী রিপোর্ট শুনে যাব।

হীরেনের দিকে চেয়ে রমা বললে–আচ্ছা, হীরেনবাবু, কাজ বড় না একটি লোকের জীবন বড়?

হীরেন হাসল। বললে–সে আমি কি জানি। আপনাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে চাই না। রমা পরদিন আসবে বলে বিদায় চাইল। ঊর্মিলা বললে–তোমার ছেলেকে দেখলে না?

–কোথায়?

আমাকে এখানে দীর্ঘদিন থাকতে হচ্ছে বলে আমি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি হীরেনবাবুর পিসীমার কাছে। তিনি ওকে উপযুক্ত স্নেহে মানুষ করে তুলবেন।

BANGLADARSHAN.COM

হীরেন বললে–আমার কথামতই উনি এ কাজ করেছেন। ওর পায়ের অবস্থা প্রথমটা যে রকম হয়েছিল, তাতে নড়াচড়া পর্যন্ত বারণ ছিল। তাই ছেলেটির লালন পালনের অসুবিধে হচ্ছিল–

রমা হেসে বলল–তাহলে চলুন আপনার বাড়িটা একবার ঘুরে যাব!

ঊর্মিলা কোনও কথা বললে না।

একটা উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার নিস্পন্দ বুক ভেদ করে।

রমা একটু পরে দেখা করলে ডাক্তারের সঙ্গে।

ডাক্তারবাবু বললেন–ওর অবস্থা প্রথমটা খুব খারাপ ছিল–পা দুটো পুরো প্যারালিসিস হবার আংশকা দেখা দেয়। তবে বর্তমানে অবস্থা একটু ভাল। চেষ্টা করাতে উনি খুব ধীরে ধীরে চলাচল করতে পারছেন।

–আরোগ্যের সুযোগ কিছু নেই?

–না, এদেশে তা সম্ভব নয়। তাহলে আপনাদের এঁকে নিয়ে ফরেন্ যেতে হবে।

কোথায়?

–সুইজারল্যাণ্ড বা রাশিয়াতে যেতে পারেন। ওদেশে ভাল ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা আছে বটে, তবে কতদূর সফল হবে ঠিক বলা যায় না।

–আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করছি।

ঊর্মিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রমা বেরিয়ে গেল হীরেনের সঙ্গে।

নিয়তির বিধানে অদৃশ্য একটা আঘাত আবার এসে নামল ঊর্মিলার জীবনে।

যে ছবিতে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন্‌ভেস্ট করেছিল, সে ছবিটা একেবারে মার খেয়ে গেল।

ঊর্মিলা এই অবস্থায় এতগুলো টাকার শোকে একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

রমা তার সঙ্গে দেখা করে তাকে সান্ত্বনা দিলে। বললে–আমার ছবিটা থেকে ভাল প্রফিট্ হয়েছে। তা ছাড়া তোমার যা আছে, তাতে আমাদের ভালভাবেই চলে যাবে।

ঊর্মিলা দৃঢ়কণ্ঠে বললে–না তোমার টাকায় আমার কোনও অধিকার নেই, আমি তা দিতে চাই না।

রমা হেসে বললে–আচ্ছা, সে দেখা যাবে। আগে আমি যে অন্য ব্যবস্থা করেছি, তা শোন।

তোমাকে ফরেন যেতে হবে আমার সঙ্গে।

BANGLADARSHAN.COM

–না, না, ওসবে কি প্রয়োজন?

রমা হেসে বললে–কি প্রয়োজন তা আমি বুঝব! আমি পাশপোর্টের জন্য এ্যাপ্লাই করেছি। এর মধ্যে শুধু একবার কোলকাতা থেকে ঘুরে আসতে হবে। আমার ছবির একাউণ্টে যা পাওনা হয় সেই টাকাটা নিয়ে আসতে হবে।

ঊর্মিলা বললে–তুমি ছবির গল্পটা কি আগের মত রেখেছিলে।

রমা হেসে বললে–না, কিছুটা পালটেছিলাম। তবে মান নীচু করিনি। ছবিটা যে ভাল চলবে এ ধারণা আমার ছিল।

ঊর্মিলা বললে–তোমার ছেলে দেখেছ ত?

–হ্যাঁ ঠিক তোমার মত মুখ হয়েছে দেখলাম।

ঊর্মিলা বললে–না, অনেকটা তোমার মত।

রমা বললে–এ নিয়ে তর্ক চলে না, ঠিক কারোও মত নয়। সাধারণতঃ বাবা মার বংশের কয়েকজনের মুখের ছায়া নিয়ে গঠিত হয় ছেলেমেয়ে। তবে কার অংশ কতটা পাবে তা বলা যায় না।

ঊর্মিলা বললে—তোমার নতুন কাজের কি হলো?

—নতুন কাজ সুরু করব। কোলকাতায় গিয়ে নতুন ছবির জন্যে মোটামুটি তোড়জোড় করে দু একজন ফাইনান্সার রেডি করব। তারপর ফরেন্ থেকে ফিরে এসে সেই ছবিতে হাত দেব। এখন আমার বই হিট করেছে, তাই ফাইনান্সারের অভাব হবে না।

ঊর্মিলা হাসল।

বললে—সত্যি, সিনেমা লাইন যে পুরো 'লাক্', এ কথাটা চিরদিন সত্যই থেকে যাবে। কারণ কোন্ ছবি 'হিট' করবে আর কোনটা মার খাবে তা কেউ সঠিক বলতে কোনও দিন পারেনি বা পারবেও না।

রমা বললে—তোমার প্রথম ছবিটা যেটা খুব হিট করেছিল সেটা কি ফরেনে পাঠান হয়েছিল?

—না।

—আচ্ছা, ডিস্ট্রিবিউটারকে বলে আমরা ছবিটার একটা কপি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারিনা ফরেনে? ওখানে রিলিজ করলে ছবিটা ভাল চলতে পারে—কারণ সত্যিই উঁচু মানের ছবি ছিল ওটা।

ঊর্মিলা হাসল পাণ্ডুর হাসি।

BANGLADARSHAN.COM

বললে—একথা কি কেউ কল্পনা করতেও পারবে যে এই ছবির নায়িকা প্রাণোচ্ছল, চঞ্চল উদ্দাম সেই মেয়েটি আজ এই অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে।

—ও নিয়ে মন খারাপ না করাই ভালো। ওতে দেহের ত মনের দুর্বলতা বেড়ে যায়। অসুখ সকলেরই হয়, কারো অল্পে সারে—কারো সারে দেরীতে। ও নিয়ে তুমি ভেবো না—সেরে যাবে। যেমন ছিলে তাই হবে।

ভেজা গলায় ঊর্মিলা বললে—ভগবানের কাছে জ্ঞানতঃ এমন কোন দোষ তো করিনি—যার জন্যে তিনি আমাকে এমন কঠোর সাজা দিতে পারেন।

রমা জানে এ অবস্থায় কোন বিরূপ কথা বললে ঊর্মিলা আঘাত পাবে। তাই সে কোনও জবাব দিলে না।

রমা চলে গেল সেদিনের মত। যাবার সময় বলে গেল যে পরদিন ভোরের প্লেনেই সে কোলকাতা যাচ্ছে দিন সাতেকের জন্যে।

॥বাইশ॥

কোলকাতার অফিসে এসে রমা শুনতে পেল যে কেষ্ট ক'দিন আগে তাকে খোঁজাখুঁজি করে গেছে।

রমা মনে মনে হাসল।

বইটা ভাল চলছে, তাই টাকার লোভে এখন ওরা আসছে। অবশ্য বই মার খেলেও ওরা আসত, তবে এত আগ্রহ থাকত না।

রমা বললে...আচ্ছা ফণীবাবু বা ওঁর বন্ধু আসেননি?

–না।

রমা বললে–আশ্চর্য! ওঁদেরই আসা বেশি উচিত ছিল, কারণ ওঁদেরই টাকা আগে প্রাপ্য।

রমার সহকারী বললেন–আমি ভাবছিলাম একটা কথা স্যার। বোধ হয় আপনি শুনেছেন!

–কি ব্যাপার বলুন ত!

আমাদের হীরোইন শোভাকে নিয়ে ফণীবাবুর বন্ধু নাকি কার্শিয়াং না কোথায় বেড়াতে গেছে। তাই বোধ হয় ওঁরা আসেননি কেউ!

BANGLADARSHAN.COM

রমা হেসে বললে–ওঁরা ত ফিল্মে ইণ্টারেষ্টেড্ ছিলেন না, ওঁরা এসেছিলেন এই সব কারণেই। তবে এদের ভাগ্যের টাকাটা ঠিক রেডি রাখতে হবে।

সহকারী বললে–প্রফিট্ কত পারসেণ্ট দেবেন ওঁদের?

রমা বললে–টোয়েণ্টি ফাইভ পারসেণ্ট। আর আসলটা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর কেষ্ট সাহাই বা কি চায় তা খোঁজ নিচ্ছি আমি।

ম্যানেজার ভদ্রলোক বললেন–কয়েকজন নতুন ফাইনান্সার কিন্তু আপনার খোঁজ নিচ্ছিল স্যার!

–তাই নাকি?

–হ্যাঁ, ওঁরা লেখক শৈলবাবুর মাধ্যমে দুটি ছবি করে মার খেয়েছেন–'সন্ধ্যাবেলার গল্প' আর 'ঠাকুর স্বরূপানন্দ' এই দুটো বইই একেবারে মার খেয়ে গেছে। তাই এবারে ওঁরা আপনাকে দিয়ে একটি ছবি করাবেন।

রমা বললে–ঠিক আছে, আপনি বলে দেবেন, অন্ততঃ এক লাখ টাকার কমে ছবি উঠবে না। কারণ ভবিষ্যতে ছবিতে আমি ডিস্ট্রিবিউটার নেব না, নিজেই রিলিজ করব।

সেই ভাল স্যার। তা হলে ছবিতে ভাল প্রফিট্ হবে বলেই আমার ধারণা।

–ভাল কথা, আমি দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যে বোম্বে হয়ে একটু সুইজারল্যাণ্ড যাব দিন কুড়ি বা এক মাসের জন্যে। সেখান থেকে ফিরে এসে নতুন দুটি ছবিতে হাত দেব। নতুন ফাইনান্সার আসেন, তাঁদের একথাটাই বলে দিবেন।

–বেশ!

–আমি দুটি নতুন ষ্টোরি লিখে, চিত্রনাট্য করে রেডি করে ফেলব। কিংবা একটি আমি অন্য লোকের গল্প নিয়ে তা থেকে চিত্রনাট্য করব, অন্যটি নিজে লিখব। সুইজারল্যাণ্ডে যে একমাস থাকব, তখনই ওটা রেডি করে ফেলব।

–আচ্ছা স্যার। আর আপনার শেয়ারে যে টাকাগুলো জমা হচ্ছে সব কি নিয়ে যাবেন?

–না। সব ব্যাঙ্কে পাঠাবেন। আমি মাত্র হাজার দশেক নিয়ে যাব। যদি ওখানে গিয়ে আরও প্রয়োজন পড়ে 'কেবল্' এ জানাব। কেমন?

–সেই ভাল স্যার।

BANGLADARSHAN.COM

রমা অফিস থেকে বেরিয়ে রওনা হলো কেষ্ট সাহার বাড়ি।

দিনের বেলা কেষ্ট সাহা বিশেষ মদ খেত না।

রমার কার্ডটার উপরে চোখ বুলিয়ে সে তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রমাকে ভেতরে আহ্বান জানাল।

রমা ভেতরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসে বললে–কদিন আমার অফিসে গিয়েছিলেন শুনলাম।

–হ্যাঁ। আপনার খবর ভাল ত?

–না।

–সেকি? কেন, আপনার ছবি ত বেশ হিট্ করেছে। আরও কত সব ফাইনান্সার ঘুরছে শুনলাম পরবর্তী ছবি করবে বলে!

রমা হেসে বললে–হাঁ, জ্যোতিষীর ভাষায় কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্র অশুভ।

–কি ব্যাপার?

–ঊর্মিলার ভয়ানক অসুখ–বর্তমানে তার নিম্নাঙ্গ প্যারালিসিস হয়ে সে শয্যাশায়ী–তাকে নিয়ে শিগ্গীরই আমাকে 'ফরেন' যেতে হবে ভাল ট্রিটমেণ্টের জন্যে।

তাই নাকি? খুবই দুঃখের কথা তাহলে।

রমা বললে–একটা ছেলে হয়েছে, ডেলিভারীর পরই এই অবস্থা হয়। তার উপরে মোটা টাকা লোকসান করেছে একটা ছবিতে ইন্‌ভেষ্ট করে!

কেষ্ট সাহা দুঃখ প্রকাশ করে বললে–যাকগে, আপনি কবে নাগাদ ফরেন যাচ্ছেন তাহলে?

–দিন সাতেক পরে।

–বেশ, তাহলে আমার একটা ব্যবস্থা...

বাধা দিয়ে রমা বললে–সেই জন্যে ত দেখা করতে এসেছি আমি আজ! আপনি যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেটা ফেরৎ চান না আমার রিইন্‌ভেষ্ট করে শুধু প্রফিট নেবেন?

কেষ্ট হেসে বললে–আগে যখন অবস্থা ভাল ছিল, তখন প্রফিটের দিকেই নজর ছিল–কিন্তু এখন তা নেই। তাই আমি টাকাটা ফেরৎ পেলেই খুশী হবো।

রমা বললে–বেশ তাই পাবেন। আমি অফিসে বলে যাব, এমাসে দু হাজার টাকা আপনাকে পাঠিয়ে দেবে। তারপর মাসে এক হাজার করে বাকীটা নিয়ে নেবেন।

BANGLADARSHAN.COM

কেষ্ট বিগলিত হেসে বললে–সত্যি আপনি মহানুভব রমাবাবু। আমি কেস করে হেরে যাবার পরও যে আপনি টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন, এমন উদার হৃদয় ক'জনের থাকে?

রমা হেসে বললে–কিন্তু আপনি ত আমাকে বিশ্বাস করেননি তখন!

কেষ্ট লজ্জিত হলো।

রমা বললে–তাহলে আজকের মত উঠি কেষ্টবাবু।

কেষ্ট বললে–ছি ছি তা কি হয়। আপনি কতদিন পরে এলেন, দয়া করে একটু জলযোগ করে যাবেন। তা না হলে আমি মনে যে বড় আঘাত পাব স্যার।

–কিন্তু আমার যে তাড়া রয়েছে কেষ্টবাবু।

–তাড়া কাজের লোকেরই থাকে–আমার মত বেকারদের তা থাকে না। অতএব আমার কথা আপনাকে রাখতেই হবে।

তা হলে বেশী কিছু আড়ম্বর না করে অল্পের মধ্যে যা হয় চটপট সেরে ফেলুন।

–না–মানে গরীবের ঘরে এমন কিছু নেই–যা আড়ম্বরপূর্ণ হতে পারে। যা হয় অল্পের মধ্যেই সারবো। দয়া করে আপনি কয়েক মিনিট একটু বসুন স্যার।

রমা আপত্তি করলে না।

সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, সামান্য কটি দিনের ব্যবধানে একটি মানুষের মধ্যে কতটা পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে।

কয়েকদিন পর।

রমা বোম্বাই যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে, এমন সময় সে একখানা চিঠি পেল।

বোম্বে হাসপাতাল থেকে চিঠি লিখেছে ঊর্মিলা।

শ্রদ্ধাভাজনেষু,
কালকে হীরেনবাবু খোকাকে নিয়ে এসেছিল হাসপাতালে। দু তিন মাসের ছেলে যে এত চট্‌পটে হয়, তা আমি ভাবতেই পারিনি। বড় চঞ্চল হয়েছে দেখলাম।

হাসপাতালে শুয়ে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। আমি জানি আমার এ রোগ সারবে না–তাই আমি ফ্ল্যাটেই ফিরে যাব ভাবছি।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি অনর্থক এত টাকা খরচ করে আমার চিকিৎসা করাবে কথাটা ভাবতেও আমার ভাল লাগছে না। তোমাকে আমি স্বেচ্ছায় জোর করে দূরে ঠেলে দিয়েছিলাম–তোমার কাছ থেকে দূরে গিয়েই শান্তি পাব বলে মনে করেছিলাম।

তুমি আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছ–কিন্তু তাই বলে তোমার উপর জোর করে এত বড় দাবী চাপাতে চাই না।

আমার তাই ইচ্ছা, তুমি অনর্থক অতদূরে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর না। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা নিও। ইতি–

তোমার ঊর্মিলা।

চিঠিটা ভাল করে পড়ল রমা।

একটা অদ্ভুত চিন্তায় তার সারাটা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সে বুঝল, ঊর্মিলা তার কাছ থেকে যে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছিল, তাই আজ সেই অনুশোচনাই বিরাট হয়ে বার বার জেগে উঠছে তার মনের মধ্যে।

কিন্তু তাতে বিচলিত হলে চলবে না।

যে বিরাট দায়িত্ব অজ্ঞানুসারেও আজ তার উপরে এসে পড়েছে তা তাকে পালন করতেই হবে।

রমা এ চিঠির উত্তর দিলে না।

সে জানে পরদিনই সে রওনা হচ্ছে বোম্বে—তাই তার যা বক্তব্য সে নিজে দেখা করেই বলতে পারবে।

একটা চিন্তিত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক ভেদ করে।

BANGLADARSHAN.COM

॥তেইশ॥

যথানির্দিষ্ট সময়ে রমা পৌঁছুল।

সর্বপ্রথমে সে হীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে ছেলেকে ভালভাবে রাখার ব্যবস্থা করলো।

হীরেনবাবুর পিসীমার হাতে সে টাকা দিতে গেল কিন্তু হীরেনবাবু সে টাকা নিতে রাজী হলেন না।

সেখান থেকে রমা হাসপাতালে গিয়ে ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা করে ঊর্মিলাকে বললে—তোমার চিঠিখানা আমি পেয়েছিলাম।

—তাই নাকি? এলে কেন তাহলে?

রমা হাসল।

বললে—কর্তব্যজ্ঞান জিনিসটা এমনি যে, সেটা যার থাকে, সে শত অনুরোধেও তা থেকে বিচ্যুত হতে চায় না।

ঊর্মিলা তাকাল সোজা রমার মুখের দিকে।

তারপর বললে–কিন্তু তুমি কেন এভাবে আমাকে মিথ্যা ঋণে জড়াতে চাও?

ঊর্মিলার কথার উত্তরে রমা কিছু বললে না।

ঊর্মিলা একটু থেমে বললে–একটি অভিশপ্ত জীবনের বোঝা তুমি কেন টানতে চাইছ। আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই, কোনও ভবিষ্যৎ নেই–

তার চোখ দুটি অশ্রুভারে টলমল করতে লাগল।

রমা বললে–শোন ঊর্মিলা, বন্ধুহীন, স্বজনহীন একটা কঠিন পথে আমি আজীবন চলতে অভ্যস্ত। তার মধ্যে জীবনে আমি মাত্র কটা দিনই কিছুটা আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলাম তোমাকে পেয়ে। সেইজন্যই তোমাকে আমি এত কঠিন আঘাতের পরও ভুলতে পারিনি। কোন দিনই তা পারব না।

ঊর্মিলা বললে–কিন্তু আমি তোমাকে কি দিতে পারি? আমার যে কিছু নেই!

–তুমি টাকার কথা বলছ?

–না।

–তবে হৃদয়?

BANGLADARSHAN.COM

হ্যাঁ, হৃদয় আমার আজ রিক্ত।

–সে রিক্ততাকে আমি যদি আবার পূর্ণ করে দিই–তবে তুমি সেই রিক্ততার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

–কিন্তু তাতে তুমি কি পাবে?

–সে ভাবনা ত তোমায় ভাবতে হবে না।

–বেশ, তবে আমি আজ থেকে কোনও আপত্তি করব না।

রমা বললে–তোমাকে কতকগুলি কথা আমার জিজ্ঞাসা করা একান্ত প্রয়োজন ঊর্মিলা।

–বল।

–যে টাকা তোমার গেছে, তার জন্য কোনও কথা মনে আনবে না। যা তোমার আছে কোলকাতায় তাও ত কম নয়। তাতেই তোমার বাকী জীবন বেশ সুখেই কেটে যাবে। তাছাড়া আমি তো আছিই।

–বেশ সে কথা ভাবব না।

–এসব চিন্তা বা দুঃখ মন থেকে দূর না হলে তোমার রোগ সহজে সারবে না, তাই কথাটা বললাম।

–তোমার কথাটা মনে থাকবে।

–আর একটা কথা–

–বল।

–তুমি নিজে আর কোনও বিষয়ে ফাইনান্স বা ব্যবসায়ের কথা চিন্তাও করবে না। যা তোমার থাকল সেইটুকুই যথেষ্ট। কারণ বর্তমানে আমার ফাইনান্সের বা কাজের অভাব নেই।

–বেশ, এ কথাটিও মনে রাখব।

রমা ঊর্মিলার বিছানার পাশে বসল।

দীর্ঘদিন পরে আজ সে ঊর্মিলার রুক্ষ কালো চুলের রাশির মধ্যে হাত বুলিয়ে সহানুভূতির সুরে বললে–তাহলে এবারে আমি যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।

–কবে তুমি রওনা হতে চাও?

–কালই।

BANGLADARSHAN.COM

–এদিকের সব ঠিক হয়ে গেছে?

–হ্যাঁ, পাশপোর্ট থেকে প্লেনে ‘সীট বুক’ সব ঠিক হয়ে গেছে।

–তুমি খোকনের কি ব্যবস্থা করবে?

–সে ওখানেই থাকবে।

–কোথায়?

–হীরেনবাবুর কাছেই থাকবে। ওঁরা ভালভাবে যত্ন সহকারে রাখতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন

–বেশ, আমার আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু হীরেনবাবুদের উপরে কি এতে অত্যাচার হচ্ছে না?

রমা হাসল।

বললে–হীরেনবাবু বা তার পিসীমার মত মহান হৃদয় ব্যক্তি কজন মেলে বল? এই বোম্বে শহরে তুমি এরকম সত্যিকারের দরদী শুভানুধ্যায়ী পেয়েছিলে বলেই বিনা বিপদে এতদিন কাটাতে পেরেছ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঊর্মিলা বললে–হ্যাঁ, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ।

রমা বললে—জান, কোলকাতায় আজ অনেক ফাইনান্সার আমাকে দিয়ে ছবি করালে নিজেদের কৃতার্থ বলে মনে করেন—অথচ এমন একদিন ছিল যখন আমি ফাইনান্সের জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতাম।

ঊর্মিলা বললে—এ জগতের নিয়মই এই।

তারপর একটু থেমে বললে—আমিও ত তোমাকে বিশ্বাস না করে তোমাকে ছেড়ে বোম্বে চলে এসেছিলাম।

রমা হেসে বললে—তোমার কথা বাদ দাও।

—কেন?

তুমি পৃথিবীর কতটুকু চিনতে তখন—কতটুকু জানতে। তুমি ছিলে পুরো খামখেয়ালী। তাই তোমার যদি কিছু ভুল হয়, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু দোষের ছিল না।

ঊর্মিলা বললে—সবাই ত আর তোমার মত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিয়ে মানুষের বিচার করে না।

রমা বললে—তুমি এভাবে আমাকে বাড়িয়ে বলো না ঊর্মিলা। আমি ঠিক সাধারণ একজন মানুষ। আমি যা করি, তা যেকোন অতি সাধারণ মানুষেরও করা কর্তব্য। এর মধ্যে বিরাটত্ব বা মহত্ব কিছু নেই। তবে শুধু একটা কথা। আমি চট্ করে অমানুষ পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যেতে চাই না—এইটুকু যা পার্থক্য!

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা বললে—তুমি কি ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

—কেন?

—বাঃ, এর মধ্যেই ভুলে গেছ? তুমিই ত বলেছিলে যে আমার পুরানো ভাল ফিল্মের একটি করে প্রিণ্ট ফরেনে নিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, কথাটা মনে পড়েছে! কিন্তু তা হলে ত আগে প্রডিউসার মিঃ সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে!

—তুমি দেখা কর। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

—তা দাও।

রমাকে একটা চিঠি লিখে দিলে ঊর্মিলা। রমা গেল মিঃ সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে।

মিঃ সিং রমার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হলেন। তিনি ঊর্মিলার চিঠিটা পড়ে বললেন—দেন্ ইউ আর দ্যাট্ ম্যান?

রমা হেসে বললে—ইয়েস্!

মিঃ সিং বললেন—আপনার বাংলা ছবি একটি হিট্ করেছে শুনতে পেলাম। পরবর্তী কি ছবি তুলছেন?

রমা বললে–দুটি ষ্টোরি তৈরী করছি। সুইজারল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এসে তুলব।

–ভেরী গুড্! তা ভাল ষ্টোরি যদি লেখেন, আমাদেরও ত দু-একটা দিতে পারেন।

রমা বললে–বাংলা আর হিন্দী জগতের রেষ্টের পার্থক্য আছে মিঃ সিংহ!

মিঃ সিং বললেন–কিন্তু আমরা ভাল ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ছবিই ত তুলতে চাই। চীপ্ ষ্টাণ্ট নয়।

রমা বললে–বেশ তা হলে আপনাকে শোনাব কয়েকটা।

–কবে?

–সুইজারল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এসে।

কতদিন থাকবেন সেখানে?

–আপাততঃ একমাস মনে করে যাচ্ছি। কিন্তু দেরীও হয়ে যেতে পারে।

–অল্ রাইট্। তা এখন কি ব্যাপারে এসেছেন তা ত কিছু বললেন না।

রমা বললে–ঊর্মিলা তা কিছু লেখেনি।

BANGLADARSHAN.COM

–না।

–আমি চাই ডিষ্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে ঊর্মিলার প্রথম ছবির একটা প্রিণ্ট ফরেনে নিয়ে যাব!

–সেখানে কি দেখান চলবে?

–নিশ্চয়ই। সেটা অত্যন্ত উঁচু ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ছবি ছিল।

–বেশ, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এত অত্যন্ত ভাল প্রস্তাব মিঃ চক্রবর্তী।

মিঃ সিং তখনই একটা চিঠি লিখে দিলেন ডিষ্ট্রিবিউটারের কাছে।

মিঃ সিং বললেন–এই ছবির গল্পটির সাফল্যের জন্য আমরা ঊর্মিলা দেবীর কাছে ঋণী।

–কেন বলুন ত?

–আমরা যে ছবিটি করতে বলেছিলাম, উনি সে গল্পটি শুনে তা অপছন্দ করে সত্যিকারের বাস্তব ছবি করতে উপদেশ দেন। তাই-এ ছবিটির গল্প নতুন করে লেখান হয়–ছবিটিও হিট্ করে।

রমা খুশী হলো।

সে বললে—আপনি সত্যিই একজন গুণগ্রাহী মিঃ সিং।

সে উঠে দাঁড়াল।

সেক্‌হ্যাণ্ড করে বিদায় জানিয়ে বললে—আমি ফরেন থেকে ঘুরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব মিঃ সিং।

মিঃ সিং বললেন—ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই ঊর্মিলা দেবী আরোগ্যলাভ করুন!

বিদায়ের লগ্ন এলো।

শান্তাক্রুজ এরোড্রাম। কয়েকজন ধরাধরি করে স্ট্রেচারে করে ঊর্মিলাকে প্লেনে তুলে দিল।

রমা উঠল তার পেছনে।

'সী অফ' করতে এসেছিলেন মিঃ শর্মা, হীরেনবাবু, প্রবীরবাবু আর বোম্বে ক্লাবের কয়েকজন লোক।

রমা প্লেনে উঠে দুবার হাত নেড়ে ওদের উদ্দেশ্যে জানাল বিদায়ের বার্তা। ওরাও হাত নেড়ে জানাল অভিনন্দন।

সীটে বসল রমা।

ঊর্মিলা ধীরে ধীরে বললে—ওঁদের ঋণ জীবনে বোধ হয় শোধ করা যাবে না।

BANGLADARSHAN.COM

রমা শুধু ঘাড় নাড়াল।

একটু পরে প্লেন গর্জন করতে করতে উঠল আকাশের বুকে।

এরা চেয়ে রইল।

প্লেন মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে।

শুধু নীল আকাশ।

ওরা ধীরে ধীরে ফিরে গেল।

॥চব্বিশ॥

সুইজারল্যাণ্ডের লুমেন পাহাড়ের বুকে সুন্দর পরিপাটিরূপে সাজান হস্‌পিটালটি।

রমা ঊর্মিলাকে সেখানেই ভর্তি করে দিয়েছে।

ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন—একটা অপারেশান করে তাঁরা দেখবেন—তারপর বিশেষ রে লাগান প্রয়োজন হতে পারে। মোটামুটি পা সেরে যাবে—ভালভাবে চলাফেরা করে বেড়াতে পারবেন উনি।

রমা রাজী হলো তাতে।

তিন দিন বাদে অপারেশন হয়ে গেল ভালভাবেই। কোনও বিপদ ঘটল না।

প্রায় কুড়ি দিন পর পা অনেকটা ভাল হলো।

ডাক্তারবাবু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন—যতটা আশা করেছিলেন, প্রায় ততটাই সফল হয়েছেন তিনি। আর ভয় নেই ভাল হয়ে যাবে।

আরও দিন পনর কাটল।

BANGLADARSHAN.COM

অপারেশনের ক্ষত শুকিয়ে গেছে। ঊর্মিলা এখন ধীরে ধীরে চলাফেরা করতে পারে। বাঁ পা-টা কেবল সামান্য দুর্বল, একটু খুঁড়িয়ে চলতে হয়।

ডাক্তারবাবু বললেন—আর ভয় নেই—উনি ভাল হয়ে যাবেন। তবে একটু বাঁ পায়ের দুর্বলতা সারা জীবনই থাকবে। সামান্য খুঁড়িয়ে চলতে হবে।

রমা বললে—তাতে ভয়ের কিছু নেই ত?

—না।

রমা ঊর্মিলার দিকে চেয়ে বললে—যাক্, এবারে তাহলে শিগগীর আমরা ফিরে যাব।

ঊর্মিলার মুখে হাসি ফুটে উঠল কথাটা শুনে।

সে বললে—মনটা খারাপ লাগছিল কদিন থেকে।

—কার জন্যে?

—খোকনকে দেখতে ইচ্ছে করে।

রমা হেসে উঠল।

–হাসলে যে?

–ভাবছি, তোমার এতটা মায়া পড়ে গেল কি করে? তাকে ত কাছেও রাখনি কোনও দিন?

–এমনি হয়।

রমা কোনও কথা বললে না।

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

ঊর্মিলা বললে–হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগে না।

–আর ভয় কি? এখন ত ভাল হয়েই গেছ। মনে হয় এবার এরা ছুটি দেবে।

–তা হলেও ত একটু ঘুরিয়ে বলতে হচ্ছে!

–ও কিছু নয়। এতে চিন্তার কিছু নেই।

–কবে দেশে ফিরবে?

BANGLADARSHAN.COM

–তিন চার দিনের মধ্যেই রওনা হবো।

–সীট বুক করেছ প্লেনে?

–না করিনি। কাল করব।

–আচ্ছা, এখানে এলাম, কিন্তু এখানকার কিছুই ত ঘুরে ফিরে দেখা হলো না।

–দেখতে চাও?

–হ্যাঁ।

–বেশ, পরশু তুমি বোধ হয় হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবে। তখন তোমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখাব। কেমন?

–আচ্ছা।

ঊর্মিলার মুখে খুশীর আভা ফুটে উঠল।

তিন দিন পরে।

ঊর্মিলা হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছে সেদিন।

রমা উঠেছিল ছোট্ট একটা হোটেলের ফ্ল্যাটে। সেখানে ঊর্মিলাকে নিয়ে এসেছে সে।

সেদিন বিকেল।

রমা বলল—আজকে একটু বের হবে নাকি সহর দেখতে?

ঊর্মিলা হেসে বললে—জীবনে আর কখনো এখানে আসা হবে কিনা জানি না, তাই এ দেশটা দেখবার যে সুযোগ পেলাম, তাকে সার্থক করে তুলি।

রমা হেসে চা ও বৈকালিক জলযোগ শেষ করে বের হলো নগর দর্শনে!

সুইজারল্যাণ্ড সহরটা পাহাড় বেষ্টিত, অনেকটা আমাদের দেশের কাশ্মীর বা শিলং-এর মতো।

তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তার চেয়ে অনেক ভাল।

প্রতি বছর তাই হাজার হাজার বিদেশী নানা দেশ থেকে এখানে বেড়াতে আসে।

সুইজারল্যাণ্ডকে তাই বলা হয় 'প্লে-গ্রাউণ্ড অব ইউরোপ' বা ইউরোপের ক্রীড়াভূমি।

সেই পার্বত্য অঞ্চলের মনোরম পরিবেশের কাছেই আবার আছে সুন্দর হ্রদ।

BANGLADARSHAN.COM

হ্রদের চারপাশ ঘিরে নানা ধরনের সব চিরহরিৎ বৃক্ষের অপূর্ব মনোরম শোভা।

মৃদুমন্দ বাতাস বইছে।

একটু শীত শীত করছে—তবে তা বেশি নয়।

ট্যাক্সি থেকে নেমে দুজনে হ্রদের ধারে কতকগুলি গাছের কুঞ্জের মধ্যে বসে পড়ল।

পেছনে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়।

পাহাড় ঘেরা হ্রদের এমন অপূর্ব সৌন্দর্য বিশ্বের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

ঊর্মিলা বললে—সত্যিই অপূর্ব!

রমা বললে—তুমি ত আসতে চাইছিলে না এদেশে!

ঊর্মিলা বললে—না।

—কেন?

—জান না, কেন?

–জানি। কিন্তু অভিমানের কোনও অর্থ হয় কি?

–কোনও অভিমানেরই কোন অর্থ হয় না জানি, কিন্তু নিজের বিবেক যদি সায় না দেয়–

–তুমি কি আমাকে স্বার্থপর ভেবেছিলে?

–না ভেবে উপায় ছিল কি? তুমি টাকার লোভ দেখিয়ে আমার প্রেমের ফাঁদে ফেলেছিলে–তারপর নিজের টাকা নেই বলে আমার টাকায় ছবি করতে বলেছিলে–তাই শত ভালবাসা সত্ত্বেও অভিমান গর্জে উঠল আমার মনের মধ্যে।

–এখন অভিমান নেই?

–নিশ্চয় আছে। তবে আজ আমার সে গর্ব নেই, সেই মোহ নেই।

–কেন নেই তা জানো না?

–না।

–তুমি আজ নিজেকে আমার সঙ্গে সমান বলে ভাবতে পারছো, যা আগে পারনি। তখন অর্থের মোহে নিজেকে বড় ভেবেছিলে।

BANGLADARSHAN.COM

–ঠিক তা নয়।

–তবে?

–তুমি তোমার মহত্ত্ব দিয়ে, হৃদয়ের উদারতা দিয়ে আজ আমার মনকে সম্পূর্ণ জয় করেছ।

–একথা কি ঠিক?

–নিশ্চয়ই। আমি না চাইলেও তুমি জোর করে আমাকে অনেক দিয়েছ। এমন কি আমি এ অবস্থায় আছি, তাও তুমি আমাকে ত্যাগ করতে চাও নি!

–শুধু তাই নয় ঊর্মিলা!

–তবে কি?

–আমি সারাজীবন তোমার ভার বহন করতে বাধ্য, এ কথা তুমি জান!

–তুমি যা মনে কর!

–তুমি আমার সন্তানের জননী–তাই উপযুক্ত মর্যাদা তোমায় দিতে বাধ্য।

ঊর্মিলা কোন উত্তর দিলে না।

রমা বললে—আমি কি চাই জান?

—কি?

—আমি তোমার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম শুধু। তুমি চিত্র জগৎ থেকে বিদায় নেবে সত্য—কিন্তু এবার আমার মনের জগতে হবে তোমার স্থায়ী সিংহাসন। আর আমি তোমাকে কোন দিনই চোখের আড়ালে রাখতে পারব না, জেনে রাখ!

ঊর্মিলা একটু চুপ করে রইল।

তারপর বললে—আমার ভার চিরদিনের জন্য কাঁধে তুলে নিয়ে তোমার কি লাভ?

—অনেক।

—কিন্তু তুমি জান আমি কি রকম ঘরের মেয়ে।

—জানি।

BANGLADARSHAN.COM

—ভবিষ্যতে যদি অনুশোচনা জাগে?

—জাগবে না, জাগতে পারে না।

—ঠিক ভেবে বলছ ত?

—অনেক ভেবেছি। আমি দেশে ফিরে গিয়েই তোমাকে একেবারে রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করব।

একটু থেমে রমা আবার বললে—আগামী পরশুর প্লেনে আমরা যাত্রা করছি দেশের দিকে। বোম্বে থেকে খোকনকে নিয়ে চলে যাব কোলকাতা। তারপর তুমি পরিপূর্ণভাবে আমার সংসারে বিরাজিতা হবে।

ঊর্মিলার চোখে মুখে ফুটে উঠল খুশীর আলো। অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি।

ওধারে পাহাড়ের ওপাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

তারই লাল আভা পড়েছে হ্রদের জলের বুকে।

বিশ্ব প্রকৃতির এই অপূর্ব লীলা নিকেতনে দাঁড়িয়ে দুজনে বুঝি মনে মনে সারা জীবন একনিষ্ঠ প্রেম আর ভালবাসার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো।

আর তার সাক্ষী রইল শুধু সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্য আর অনন্ত বিশ্ব প্রকৃতি!

॥পঁচিশ॥

মিঃ সিং-এর কাছ থেকে ঊর্মিলার প্রথম ছবির যে 'প্রিণ্ট'টা রমা নিয়ে এসেছিল, তা কাউণ্টসেণ্টের বিভিন্ন হলে রিলিজ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল।

ওরা যেদিন প্লেনে ভারতের দিকে যাত্রা করলে, সেদিনই হীরেন পেল এই সুখবরটা।

বোম্বেতে এসে যেদিন নামল ওরা সেদিন পেল বিপুল অভ্যর্থনা আর অভিনন্দন।

সর্বত্র ঊর্মিলার সুখ্যাতি।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আর জনসাধারণের কাছ থেকে আসতে লাগল উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পত্র।

মিঃ শর্মা, মিঃ সিং প্রভৃতি এলেন ঊর্মিলা ও রমার সঙ্গে দেখা করতে।

মিঃ সিং বললেন—থ্যাঙ্কস্ টু ইওর আইডিয়া রমাবাবু—

—কেন বলুন ত?

—আপনিই ত ছবিটা ফরেনে চালাবার আইডিয়া দেন—

BANGLADARSHAN.COM

—হ্যাঁ, এ ত সাধারণ কথা—

—না—এর মধ্য দিয়েই আপনার অসীম চিন্তাশক্তি আর বুদ্ধির পরিচয় পেলাম। এ থেকে যে টাকা লাভ হবে, তার একটা অংশ আমি আপনাদের শুভ মিলন উপলক্ষ্যে 'ডোনেট' করতে চাই।

রমা হাসল।

মিঃ সিং বললেন—কি বলছেন আপনি?

রমা বললে—বন্ধুত্বের দানকে কি আমি কখনও অস্বীকার করতে পারি মিঃ সিং—

—থ্যাঙ্ক ইউ!

একটু থেমে মিঃ সিং বললেন—আর একটা কথা—

—বলুন।

—ঊর্মিলা দেবীকে নিয়ে আবার একটা সুপারহিট ছবি তৈরীর একটা পরিকল্পনা আমি করেছি।

রমা হাসল—কোনও উত্তর দিলে না।

মিঃ সিং বললেন–কি বলছেন?

–আমার ত বলার কিছু নেই। ওর জবাব দিতে পারে ঊর্মিলা নিজে।

রমা ঊর্মিলাকে ডেকে আনল।

ঊর্মিলা সব কথা শুনে বললে–আমি ভাল হয়ে উঠলেও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নই মিঃ সিং।

–তা ঠিক, তবে সামান্য একটু অসুবিধা হয় চলতে সেটা আমরা মেক্‌আপ করে নিতে পারব। আমরা হাঁটা চলার দৃশ্য বেশী না দেখালেই ওটুকু ঠিক মেক্‌আপ হয়ে যাবে।

ঊর্মিলা হাসল একটু। তারপর বললে–কিন্তু আমি যে একটা কথা বলতে চাই মিঃ সিং।

মিঃ শর্মা বাধা দিয়ে বললেন–টেকনিক্যাল কোনও বিষয়ে মাথা ঘামাতে হবে না ঊর্মিলা দেবী। সে সব আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। মিঃ সিংকে এই প্রস্তাব আমিই দিয়েছি।

ঊর্মিলা বললে–কিন্তু আরে আমার মত যে অন্য প্রকার তা বোধ হয় জানেন না।

–তার মানে? বললেন মিঃ সিং।

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা বললে–আমি স্থির করেছি আমার অভিনেত্রী জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়ে গেছে–আর আমাকে কোনও দিন অভিনেত্রী হিসাবে আপনারা দেখতে পাবেন না। প্রকৃত জীবনে প্রকৃত ভারতীয় নারীর মর্যাদা নিয়ে, সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে যে নতুন জীবনের পথে পা বাড়াতে আমি চলেছি, আশা করি আপনারা তাতে বাধা দেবেন না।

মিঃ সিং বললেন–আপনার মধ্যে যে মহান নারীত্বের পরিচয় আমরা পেলাম, তাতে আমরা মুগ্ধ! আপনাকে আর অনুরোধ জানাবো না আমরা।

ঊর্মিলা বললে–খোকাকে নিয়ে আমরা দু-এক দিনের মধ্যেই রওনা হবো কোলকাতার পথে।

মিঃ সিং রমার দিকে চেয়ে বললেন–রমাবাবু, আপনাকে অবশ্য একটা অনুরোধ আমি করব।

–বলুন।

–বাংলায় আপনার যে সব ষ্টোরি সফল হবে, তার হিন্দী 'ভারসান' আমরা করতে চাই–আর আপনি নিজে সেই সব ছবি পরিচালনা করে আমাদের সাহায্য করবেন।

রমা বললে–নিশ্চয় আমি সাহায্য করব মিঃ সিং!

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল হীরেনবাবু–তার কোলে খোকন।

হীরেন বললে—খোকনকে এত জরুরী তলব করেছ কেন?

ঊর্মিলা হাসল। তারপর খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে বললে—আমরা যে দু-এক দিনের মধ্যে কোলকাতা রওনা হবো খোকনকে নিয়ে, তাই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

হীরেন হাসল।

বললে—তাহলে এবারে তোমরা পুরো সংসারী হতে চলেছ?

রমা বললে—কেন, আমরা কি সংসারী ছিলাম না?

হীরেন বললে—সে সংসার আর এ সংসারে অনেক পার্থক্য। যা হোক, তোমাদের জীবনের এই শুভলগ্নকে অভিনন্দন জানাই!

খোকনকে রেখে হীরেন বেরিয়ে গেল।

মিঃ সিং, মিঃ শর্মা প্রভৃতি সকলেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন!

রমা তাকাল ঊর্মিলার দিকে।

বললে—সত্যই কি আমাদের জীবনের এক নতুন শুভলগ্ন সুরু হলো ঊর্মিলা?

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্মিলা হেসে বলল—নিশ্চয়ই!

তার চোখ মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল।

॥সমাপ্ত॥